তপতী

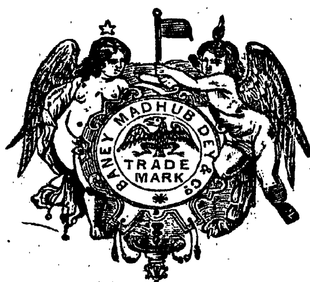
(নাটক)



১২ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট নিবাসী

শ্রীবেণীলাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত

এবং প্রকাশিত।



কলিকাতা

অপরচিৎপুর রোড ২৮৫ নং ভবনে শ্রীঅরুণোদয় ঘোষদ্বারা

বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

সম্বৎ ১৯৪১ বৈশাখ।

মূল্য ১।০ পাঁচসিকা মাত্র।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	২২	নেপ্যথে	নেপথ্যে
৭	৫	চলিতা	চলিতাঃ
৮	১	সখি	সখী
১১	৭	প্রস্থিত	প্রস্থিতৌ
১২	১৬	এসিকে	এদিকে
৬	২৫	হাসয়া	হাসিয়া
১৬	১২	চলিত সর্ব্বে	চলিতাঃ সর্ব্বে
,,	১৫	গত সর্ব্বে	গতাঃ সর্ব্বে
,,	১৭	চলিত	চলিতাঃ
৩০	১১	স্বর্য্যোপসনা	স্বর্য্যোপাসনা
৮	২১	চলিত	চলিতৌ
২১	২০	উমাচিন্ত্য	উমাকান্ত
৫১	২২	প্রধান্য	প্রাধান্য
২৫	২	আমরা	আমার
৩৮	২৫	এখনতই এক	এখনত একই
৯৮	২৫	তূণের	তৃণের
১০১	২৪	নির্ব্বদ্ধিতা	নির্ব্বুদ্ধিতা
১০৭	২৫	শহক্রস্তে	শক্রহস্তে
৯১	৫	প্রগল্ভা	প্রগল্ভতা
৯১	১১	তেজোষব	তেজোলাঘব

তপতী।

জ্ঞানদে কল্পনে ধন্যা একা সর্ব্ব গুণবতী,
দীন কবি কণ্ঠরত্ন অমূল্য অনেয় সার।
কবিতা প্রসূন চক্রে নিত্য নব মধুমতী,
বিজ্ঞান দর্শন যত অগম্য গতির দ্বার॥

নান্দ্যন্তে।

নট। মনোহরে শীঘ্র এখানে এস।

নটি। (প্রবেশে স্বগত) অদ্যকার এ সভাটি আমার অভিনয়ের উপযুক্তই বটে, যাই দেখা মাত্রই ত ৰূপের তেজে গলিবে, তবে সঙ্গীত ধনুকের তান বাণটাও ছাড়িতে ছাড়িতে যাই। (প্রকাশ্যে) গাইতে গাইতে,

নয়ন রমণী যত কুসুম রতন,
রহে যদি শুকায়েও কেন শুষ্ক হয়।

নট। এখন গানটা রাখ, আজ কি অভিনয় করিবে দেখ?

নটি। (ঈষৰ্দ্ধাস্যে) কেন তোমার লেগেছে নাকি? তুমি যেটা ইচ্ছা কর সেটাই হবে।

নট। তবে আজ বেণীলাল কৃত তপতী নাটক অভিনয় করিব।

নটি। তাই হবে।

নট। তবে চল। (নিষ্ক্রান্ত)

নটি। (গাইতে গাইতে)

কায়া যতক্ষণ রয়, নাহি শুকালেই হয়,
অমূল্য রতন হায় পোড়া কালাধীন,
সে কি চির ফুল্ল যার জীবন অধীন?
কেন বল কাল কাল প্রফুল্ল ফুটনে,
কেন শুষ্ক কর তবে, কেন ফুটাইলে ভবে,
শুকায়ে নাশিতে যদি ছিল তোর মন?

ইতি নিষ্ক্রান্তে প্রস্তাবনা।

তপতী।

প্রথমোঽঙ্ক।

পথি।

স্বসৈন্যে রথারোহণে রাজা।

বিদু। বয়স্য! উঃ রথচক্র শব্দে আমার কর্ণ বিদীর্ণ হইতেছে। কি বেগ!

চলেছে বিমান ধূলে আবৃত বিমান,
রথচক্র মর্দ্দি মহী জলদ গম্ভীরে।
সুঅষ্ট তুরঙ্গ তাহে কত বেগবান,
মেদিনী বিক্ষত ক্ষত হয়বৃন্দ খুরে।

রাজা। বয়স্য! রথ কি নিঃশব্দে চলিবে?

বিদু। তা হলে বড় ভাল হয়।

রাজা। (হাসিয়া) সূত এই সমস্ত নিকটস্থ কাননে সর্ব্বদা সমাগমে মৃগ ক্ষয় হইয়াছে, কোন দূরস্থ কাননে যাও।

সূত। ভারতশ্রেষ্ঠ! এখান হইতে কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী পার্ব্বতীয় বনেই মৃগ অধিক থাকিবার সম্ভাবনা; রাজাদেশ।

রাজা। ভাল তাহাই যাও।

বিদু। (চতুর্দ্দিগে দৃষ্টি করতঃ) বয়স্য কি সুন্দর দৃশ্য?

তথা,—

বারণ তুরঙ্গ অঙ্গ রঙ্গিল ঝালরে,
রক্তবর্ণ পরিচ্ছদে সৈন্যাঙ্গ মণ্ডিত।
কার্ম্মুক দুলিত পৃষ্ঠে তীক্ষ্ণ অসি করে,
মার্ত্তণ্ড ময়ূখজালে সদা ঝলসিত।

কিন্তু ঐ অসি সমূহই যেন আবার সৌন্দর্য্য অদৃশ্য করিয়াছে, কেননা ঐ দিকে দৃষ্টি পড়িলেই আমার চক্ষু জ্বলিয়া যায়।

রাজা। তবে নিদ্রা যাও।

সূত। নরশ্রেষ্ঠ! ঐ দেখুন।

তথা,—

উত্তরে যমুনা কলকলে কল্লোলিনী,
দিগত্রয় সমাচ্ছন্ন মহীরুহ রাজি।
প্রকাণ্ড প্রান্তর দিব্য বাসযোগ্য ভূমি,
মনোহর হৈল আরো রাজসৈন্য সাজি।

এই প্রান্তরের উত্তর দিকে যে নিবীড় অরণ্য দেখিতেছেন, এই সেই বন; সুতরাং এই প্রান্তরেই শিবির সন্নিবেশিত করিতে হইবে।

রাজা। সকলকে আদেশ কর এখানে শিবির সন্নিবেশিত করুক।

সূত। (উচ্চৈস্বরে) রাজাজ্ঞা, এই স্থানে শিবির নির্ম্মাণ কর।

শিবির সংস্থাপনান্তর রাজশিবিরে প্রবিষ্ট সেনাপতি।

সেনা। (অভিবাদন করতঃ) মহারাজের অনুমতি গ্রহণের জন্য আসিয়াছি।

রাজা। কোন বিষয় ?

সেনা। অদ্য সন্ধ্যা সমাগত এবং পথ পর্য্যাটনে সৈন্য-গণ বনপ্রবেশে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছে, অতএব আজ মৃগান্বেষণ নিরস্ত থাকে।

রাজা। আচ্ছা তাহাই হইবে। অদ্য সকলকে বিশ্রাম করিতে বল, কল্য প্রত্যূষে বনপ্রবেশ করিব।

সেনা। আজ্ঞা শিরোধার্য্য। (নিষ্ক্রান্ত)

রাজা। সূত ! আমার ইচ্ছা হইতেছে, একবার প্রান্ত-রের চতুর্দ্দিগ দেখিয়া আসি, অতএব তুমি আমার সঙ্গে চল।

সূত। যে আজ্ঞা। তবে রথ আনিতেছি।

রাজা। রথ অনাবশ্যক, অশ্ব প্রস্তুত কর।

সূত। অবনত মস্তকে প্রস্থান।

রাজা। বয়স্য ! তুমি যাবে কি ?

বিদু। আজ যেয়ে প্রয়োজন নাই কল্যই যাব।

রাজা। কেন ?

বিদু। এখন গেলে কখন আস্‌ব, কখন খাব, আজ থাক্ না ?

রাজা। তবে তুমি শিবিরে থাক, আমি ও সূত যাই। তোমার ত খাওয়া না হ'লে কিছুই হয় না।

বিদু। তা বেশ, আপনারা রাজামানুষ দুই দিন না খেলেই কি ? যদি একটা মৃগ আনিতে পারেন তবে ভ্রম-ণের সফলতা হয় !

রাজা। (হাসিতে হাসিতে) তা বেশ বুঝি।

প্রবেশানন্তর।

সূত। অশ্ব প্রস্তুত।

রাজা। তবে চল।

(প্রস্থিত)

(ভ্রমিতে ভ্রমিতে অরণ্যমুখে একটি মৃগ দেখিয়া)

রাজা। সুত ঐ দেখ অরণ্য প্রান্তে একটি মৃগ দেখা যাইতেছে, তুমি পশ্চাদ্বর্ত্তী হও, আমি উহাকে বিদ্ধ করিতেছি। (ধাবমান)

সূত। (ধাবিত কুরঙ্গ পশ্চাৎ রাজাকে ধাবিত দেখিয়া) মরি কি অপূর্ব্ব রঙ্গ !

তথা,—শরাসনে জ্যারোপিত উদ্যত সন্ধানে,
সুদুর্জ্জয় ধনু করে, যেন কুসুমেষু।
শরভয় জড় যথা অবলা হরিণী,
পশ্চার্দ্ধে সংলগ্ন মুখ ধাবিত সারঙ্গ।

(সূত অগ্রসরানন্তর রাজাকে না দেখিয়া)

হা! মহারাজকে হারাইলাম? (চতুর্দ্দিগ নিরখি) কই নিকটে ত দেখিতে কিম্বা অশ্বপদশব্দও শুনিতে পাইতেছি না, এখন কি করি? দেখি একবার; (কত দূর গতে) কোথাও ত দেখিতে পাইলাম না, এইরূপ এক দিক এক দিক করিয়া খুজিয়া কত দিনে সমস্ত বন খুজিব? সুতরাং শিবিরে যাওয়াই কর্ত্তব্য, অনেকে অন্বেষণ করিলে এক সময়ই সকল দিক অন্বেষিত হইবে এবং শীঘ্রই মহারাজকে পাওয়া যাইবে, অতএব তাহাই করি।

(প্রস্থান)

(কাননাভ্যন্তরে)

(বহু পরিশ্রমে ও তৃষ্ণায় অশ্ব ভূতলশায়ী হইলে)

রাজা। অশ্ব জীবনান্ত হইল, যামিনী আগত, নিবীড়-

বন, কি বিপদ, পিপাসায় যেন আপাদ মস্তক শুষ্ক হইয়া যাইতেছে ; সূত কোথায় গেল ? (চতুর্দ্দিক দৃষ্টি করিয়া) সূত বিপথে পড়িয়াছে, আমার একাকিই শিবিরে যাইতে হইবে, কিন্তু কোন্ দিকে যাব, কোন্ দিক হইতে কেমনে কেমনে এখানে আসিলাম, যেরূপ বেগে আসিয়াছি তাহাতে পথ ঠিক থাকিবার কোনই সম্ভাবনা নাই, কি ক'রে যাই ? যাহোক এক দিক লক্ষ্য করিয়া চলি, যা হয় হবে। (চলি-লেন) (কত দূর গতে) কোথাও ত সূতকে দেখি না, বোধ হয় সে আমাকে না দেখিয়া অরণ্য মধ্যে খুজিতেছে, হয় ত বা কতক্ষণ খুজিয়া আমাকে না পাইয়া শিবিরে গমন করি-য়াছে। যাহা হোক্ গমন করি, দেখি জল পাইলেও হয় ! (অগ্রসর হইয়া পর্ব্বত দর্শনে) হাঁ—এ কোথায় আসিলাম ? পূর্ব্বে যে পথে আসিয়াছি সে পথে ত পর্ব্বত দেখি নাই, এখন আবার কোন্ দিকে যাব, কি অপূর্ব্ব সঙ্কটে পড়িয়াছি !

তথা,—হইয়াছি পথভ্রান্ত সমাগত সন্ধ্যা,
যদিও শ্বাপদ ভয় বিহীন স্ববলে।
যে জল তৃষ্ণায় কষ্টে শিবিরে গমন,
সেই জল(ই) করিতেছে অক্ষম চলিতে ?

(হঠাৎ নির্ঝরিণী দেখিয়া) যা হোক্ জীবনোপায় হইল।

(নির্ঝরিণীতে জলপান করিয়া বিশ্রামার্থ অদূরে বৃক্ষ-মূলে বসিলেন)

(নেপথ্যে)

তপ। সখি সন্ধ্যা হয়ে এল চল বাড়ি যাই।

রাজা। (স্বাশ্চার্য্যে) এ অরণ্যে যুবতী কণ্ঠ ?

সুর। চল। (অগ্রসরানন্তর অন্তরাল হইতে দেখিয়া চুপে চুপে) সখি দেখ ঐ তরুতলে একটি পরম সুন্দর মহাবীরাকৃতি যুবা, ইহার আকৃতি দেখিয়া মনুষ্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

সুপ্রি। কোথা সখি ? (সুরজার স্কন্ধ ধরিয়া) কোথা সখি ?

সুর। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ চম্পকমূলে।

সুপ্রি। হ্যা সখি ইহার অবয়বে সম্পূর্ণ মহেন্দ্র লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে।

তপ। (এতাবৎ দর্শনে) নিঃসন্দেহ ইনি কোন শ্রেষ্ঠতম রাজকুলোদ্ভব হইবেন, কেন না এ সমস্ত লক্ষণ অন্য পক্ষে অসম্ভাবিত।

সুর। মহেন্দ্র ব্যতীত এরূপ লক্ষণাক্রান্ত আমি আর এক জনকেও দেখি নাই।

সুপ্রি। সুরজে তুই উহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে পারিস্ ?

সুর। তোর যদি এত ইচ্ছা হয়ে থাকে, তুই যেয়ে, জিজ্ঞাসা কল্লেই পারিস্।

সুপ্রি। আমার ইচ্ছা কি সাধে, বা আমার জন্য ? যার জন্য তার জন্য।

তপ। (বক্রমুখে) কার জন্য ? তাইত ;—

যে চোরে করেলো চুরি জিজ্ঞাসিলে তারে,
বলে কি সে নিজ নাম, অন্যে ছল করে।

সুপ্রি। তা দেখা যাবে ; এই বুঝি তপোতীরঞ্জন !

তপ। (হাসিয়া) তা না হয়েই পারে না !

স্থর। সখি তা কি বুঝিতে বাঁকি আছে যে এ না হয়েই পারে না।

তপ। সখীত না বুঝিবে কেন ?

স্থপ্রি। তবে চল না একবার বুঝে বুঝায়ে আসি ?

স্থর। যাক্ আর কেন চল। (চলিত)

রাজা। (ইতস্তত দর্শনে দেখিয়া) এত সুন্দরী কন্যা এ অরণ্যে কোথা হইতে আসিল ? বোধ হয় দেবকন্যা বন বিহারে অবতীর্ণা। হায় এ বরাঙ্গে বৃথা আভরণ কেন ?

তথা,—

অতুল কোমল অঙ্গে ব্যথা দিতে মাত্র—
এ বৃথা ভুষণ ! ভূষিতা কুৎসিতা অঙ্গ,—
মণিময় অলঙ্কারে কলঙ্ক যেমন,
ততোঽধিক কলঙ্কিত এ অঙ্গ মণ্ডনে।

(দেখিতে লাগিলেন)

তপ। সখি দাঁড়াও, আমি ঐ ফুলটা নিয়ে আসি। (বলিয়া একটি শিরিষ কুসুম চয়ন করিয়া চলিলেন)

রাজা। (কুসুম হস্তা দর্শনে) মরি মরি কুসুমে যেন আরো মনহারিণী করিল।

তথা,—শিরিষ কুসুম করে কুসুমিব বপু,
সুজন সুজন হস্তে কত রমণীয় ?
বিদ্ধফুলকুলে কিবা আপাদ কুন্তলে,
স্বভাবে স্বভাবে সঙ্গ এত কি সুন্দর ?

(মূর্চ্ছিত)

তপ। (লজ্জাবনত মুখে) সখি ঐ দুর্দ্দশাগ্রস্থ মূর্চ্ছিত হইয়াছে।

সুর। (স্বগত) দেখি সখি কি বলে? (প্রকাশ্যে) আমরা কি করিব?

তপ। এ সময় পরিত্যাগ করা অতি জঘন্যত্ব, এক দিন পিতা বলিয়াছিলেন পরোপকারে মহা পুণ্য।

তথা,—

অনন্ত অক্ষয় পুণ্য বিপন্নে যতন,
তত পুণ্য অভাবির মোচনে অভাব।
সুধর্ম্ম সত্যবাদিতা; এ তিনের জন্য,
হবে না দিলেও প্রাণ আত্মহত্যা পাপ।

তোমরা একবার যেয়ে দেখ না?

সুপ্রি। তা বুঝেছি তুমিও কেন চল না?

তপ। প্রয়োজন কি?

সুর। যে জানে যে বিপন্নকে যত্ন করা উচিত, তার কি না করা কর্ত্তব্য?

তপ। তোমরা দুজনই গেলে আর কি? আমিত সেখানে যেয়েও দাঁড়ায়ে রব, না হয় এখানেই আছি!

সুপ্রি। তা হক্ তবু তোমাকে যাইতে হইবে।

তপ। বৃথা আমি যাব না।

সুপ্রি। এত লাজ কেন, না হয় আমরা টেনে নিয়ে যাই, তবে ত আর দোষ নেই?

তপ। তবে যাইস্ না চল।

সুপ্রি। বিলম্ব করি বলি রাগ হৈয়েছ? তা এখনই যাচ্ছি। সখি সুরজে চল। (চলিত)

সুর। সখি কি প্রকার উহার মোহাপনোদন করিব?

সুপ্রি। চল সখি ঐ নির্ঝরিণী হইতে জল ও কয়েকটা বৃক্ষ পত্র লইয়া যাই তবেই শীঘ্র পারিব।

সুর। চল তবে। (জল ও পত্র সংগ্রহানন্তর বৃক্ষ-তলে যেয়ে) সখি তুমি মস্তকে জল সেচন কর, আমি ব্যাজন করি।

(জল সেচন ও ব্যজন)

সুপ্রি। সখি অঙ্গ শিহরিতেছে এখনই চৈতন্য হইবে।

সুর। চক্ষুও স্পন্দিত হইতেছে। (রাজা চক্ষু মেলিলেন)

সখ্যৌ। দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

রাজা। (সুপ্রিয়াকে দেখিয়া) ভদ্রে! তোমারই যত্নে বাঁচিলাম।

সখ্যৌ। হাসিল।

রাজা। (জড়িত কণ্ঠে) সুন্দরি ব্যথিতকে শান্ত কর।

তথা,—

দেখাইলে সুহাসিতে পয়োদ প্রমদা,
সুকেশ কলাপে রম্য কলাপী আনন্দ।
মনোজ কামাগ্নি শিখা নিবন্ত জলদা,
প্রেমবারি বরিষণে করলো সুমান্দ্য।

সুপ্রি। (হাসিয়া) মহাশয় সুস্থ হউন, আমরা সে মেঘ নহি, তাহার সঙ্গিনী মাত্র।

রাজা। (বসিয়া) সঙ্গিনি তোমাদের সখী কোন্ পুরুষ পুঙ্গবের দুহিতা, জানিতে মন অতি ব্যগ্র হইয়াছে পরিচয় প্রদানে চরিতার্থ কর।

সুর। সখীর পরিচয়, আপনার প্রয়োজন কি?

রাজা। প্রয়োজন কি জানি না, কিন্তু মন জানিতে চায়।

সুর। অগ্রে নিজ পরিচয় দান করুন, পরে উপযুক্ত হইলে প্রতিদান করিব।

রাজা। (সক্রোধে) এ ত্রিভুবনে এরূপ কুমারী কে আছে, আমি যাহার অযোগ্য? আমি হস্তিনা পুরাধিপতি সম্বরণ, আমাকে কি তোমরা জান না?

সুর। মহাশয় আর বলিতে হইবে না চিনিয়াছি। আমাদের সখাও বিশ্বতিমিরান্তকারী ভগবান ভাস্কর নন্দিনী। নাম তপতী।

রাজা। রোষ ত্যাগ কর, তোমরা এ অরণ্যে কি জন্যে আসিয়াছ?

সুপ্রি। বিপিন বিহারে। (রাজাকে) মহাশয় কি জন্য?

রাজা। আমিও মৃগান্বেষণে আসিয়াছিলাম, কিন্তু;—

কুরঙ্গের পরিবর্ত্তে কুরঙ্গনয়নী,
দৃষ্টিপথে একবার পড়েছিল সত্য।
এবে দৃষ্টি বহির্ভূত দেখিব কি আর,
অনুপমা এ হরিণী বিদ্ধ কি হইবে?

সুপ্রি। সন্ধান করিতে পারিলে কি এড়াইতে পারে?

রাজা। তোমাদের সখী কোথায় গেলেন?

সুপ্রি। ঐ উপবনস্থ শিলাতলে, কেন?

রাজা। তোমাদের সখীকে পুনর্দ্দর্শন জন্য আমার নয়ন যেন উথলিয়া উঠিতেছে, তজ্জন্য দর্শনার্থি, তোমরা অনুমতি করিলে কৃতার্থ হইব!

সুর। একটী নবীনা যুবতী সমীপে, বিশেষতঃ গহন কাননে একটী যুবককে লইয়া যাওয়া কি সখীর সঙ্গত ?

সুপ্রি (সুরজার কানে কানে) সখি কিছু বলিও না চল লইয়া যাই, একবার রকমটা বুঝি।

সুর। চল।

সুপ্রি। আমরা অগ্রে যাইতেছি আপনি আসুন!

(প্রস্থিত)

রাজা। (স্বগত) যা হোক্ আশা হইল। (প্রস্থান)

(উপবনে প্রবিষ্ট সখিদ্বয়)

তপ। এস সখি কি হইল ?

সুপ্রি। তোমার বাসনা সিদ্ধ প্রায়।

তপ। যাঃ। (পরিক্রমন)

সুপ্রি। বলি তবে, রাজা সচৈতন্য।

তপ। এত বিলম্ব হইল কেন ?

সুপ্রি। চৈতন্য করিতে।

তপ। কেন, তোমার পরিচয় জানিতে এত আগ্রহ তা জিজ্ঞাসা করিলে না কেন ?

সুপ্রি। মনে ছিল না।

তপ। মিথ্যা বলিতেছ ? ভাল, রাজা, কি প্রকারে জানিলে ?

সুপ্রি। না, কোথা জানি!

তপ। তবে "রাজা সচৈতন্য" বলিলে কেন ?

সুপ্রি। ভুলে বলিয়াছি।

তপ। ছলনা কর, বলিবে না, চল তবে আমি চল্লেম!

সুর। (চুপে চুপে) সুপ্রিয়ে! সখী গেলে আর আমাদের উদ্দেশ্য সাধন হয় কৈ।

সুপ্রি। তাই ত। (তপতীকে) সখি শুন বলি।

তপ। (আসিয়া) না, আমি শুনিতে চাই না, তোরা চল।

সুপ্রি। কেন বলি শুন, ইনি হস্তিনাপুরাধিপতি মহারাজ সম্বরণ অন্য কেহ নয়!

সুর। সখি! তোমার সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র।

তপ। তোরা কি উন্মত্ত হলি না কি?

সুপ্রি। তা বৈ কি, সুযোগ্য হইলেই সুযোগ্যার মনে ধরে।

তপ। তা, তোদের ধরেছে ত?

সুর। আমাদের না ধরিলে কি হয়?

তপ। হবে বৈ কি?

সুপ্রি। নিঃসন্দেহ?

তপ। (রাজাকে আসিতে দেখিয়া) সখি ঐ সে এদিকে আসিতেছে।

সুর। বেশত, আজই তোমার সাধ পুর্ণ হবে।

তপ। তোমার হউক।

প্রবিষ্ট রাজা।

সুর। আমরা মহাশয়ের উপযুক্ত আসন প্রদানে অসমর্থ, তবে অনুগ্রহ প্রকাশে শিলাতলে উপবেশন করিলে কৃতার্থ হইব।

রাজা। কৃতার্থ কর।

সুপ্রি। এই আমাদের সখী, নয়নে চিত্রিত করুন।

রাজা। তাতে কি বলিবার অপেক্ষা রাখে ?

তথা,—

অঙ্কিত হৃদয় পটে নয়নে ভাতিত,
অভ্রান্ত অলোপী মূর্ত্তি জীবন মরণে।
জ্বলে দ্বিঅনল হৃদে কাম প্রেমনামে,
রাখিলে থাকিবে প্রাণ বাঁধি প্রেমগুণে।

তপ। সখি রাত হৈয়ে গেছে আজ চল!

সুর। আজ চল; তবে কি কাল আসিবে? তা আজই বা ক্ষতি কি ?

তপ। না, সখি রাত অধিক হয়ে গেল চল।

সুপ্রি। আমরা যাব না।

রাজা। (স্বগত) যেতে চায় কেন ?

তথা,—

আগ্রহে ধরিবে বলি অঙ্গের বসন,
অনিল কর্ত্তৃক উড়ি যথা অল্প যায়।
প্রেমেতে চালিত হয়ে এও কি তেমন,
আগ্রহ বুঝিতে মম বৃথা যেতে চায় ?

তপ। তবে আমি যাই। (বলিয়া গমনোন্মুখী হইয়া পুনঃ সদৃষ্টি ক্ষেপে) আমি একা কি ক'রে যাব ?

সুপ্রি। তুমি যেতে ত অক্ষম নয়, যাও না কেন ?

তপ। আমি বুঝি যেতে পারি না, দেখ আমি চল্লেম।

সুর। আর বৃথা কেন ? সুপ্রিয়ে আয়। (চলিল)

(পশ্চাৎ গামিনী হইল)

রাজা হত বুদ্ধি হইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

সুপ্রি। রাজন্! যদি আপনি পিতা তপনকে কোন

রূপে প্রসন্ন করিতে পারেন, তবে নিশ্চয় সখীকে পাইবেন। আর কি বলিব, আজ চল্লেম। (বিনিষ্ক্রান্তা।

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ ভগ্নকণ্ঠে) হায়! এই কি পরিণাম!

অচেতনবৎ রহিলেন।

ইতি শ্রীবেণীলাল কৃতৌ তপতীনাটকে মৃগয়াগমনো নাম প্রথমোঽঙ্ক।



দ্বিতীয়োঽঙ্ক।

সেনাপতি শিবির।

(সূতের প্রবেশ)

সেনা। (সূতকে দেখিয়া) সূত রাত্রিতে এত ব্যস্ত ভাবে কেন ?

সূত। সেনাপতি মহাশয় বলিতেছি, বোধ হয় জানিতে পারেন যে মহারাজ আমাকে সঙ্গে করিয়া প্রান্তর ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন, যখন অনেক দূর ভ্রমণ করিয়া কানন প্রান্তে উপস্থিত হইলাম, তখন তিনি অদূরে কাননাভ্যন্তরে একটী মৃগ দেখিয়া তাহার অনুসরণ করিলেন, ও এরূপ বেগে চলিলেন যে কিঞ্চিৎ পরেই আমার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিলেন। পরে আমি অতি দ্রুত অগ্রসর হইয়া কতক্ষণ খুজিলাম, কিন্তু রাত্রি সমাগত, নিবীড়বন, কোন দিগে কোথায় গমন করিয়াছেন, একটু যায়গা খুজিয়া কি বুঝিব ? সুতরাং শিবিরে আসিতে হইয়াছে। মনে করিলাম সৈন্য-গণকে লইয়া আসি তবে একেবারে চতুর্দ্দিগ খুজিয়া সত্বরই মহারাজকে পাইব, এখন যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।

সেনা। তুমি শিবিরে আসিয়া ভাল করিয়াছ, এখন শীঘ্র সৈন্যদিগকে আহ্বান কর, আমিও সঙ্গে যাইতেছি, ইহাই যুক্তি সিদ্ধ কার্য্য হইয়াছে।

সূত। যে আজ্ঞা। (প্রস্থান)

সেনা। (স্বগত) এ আবার কি বিপদ! রাত্রিকাল ভীষণারণ্য তাতে মহারাজ একাকী কত বিঘ্ন উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা!

(পুনঃ প্রবিষ্ট সূত)

সূত। সেনাপতি মহাশয় সৈন্যগণ সজ্জিত হইতেছে।

সেনা। আচ্ছা তুমি কিঞ্চিৎ বিশ্রাম কর।

(প্রবিষ্ট সৈন্যগণ)

সূত। সেনাপতি মহাশয় সৈন্যগণ আসিয়াছে।

সেনা। সৈন্যগণ! মহারাজ মৃগ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া কোথায় যেয়ে পড়িয়াছেন তাহার ঠিক নাই, শীঘ্র চল তাহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে।

সৈন্যবৃন্দ। যে আজ্ঞা। (চলিতঃ সর্ব্বে)

সেনা। সৈন্যগণ! এই বনে প্রবেশ করিলে, এখন সকলে বিভক্ত হইয়া ইতস্ততঃ যাও এবং বিশেষ রূপে অনুসন্ধান কর। (গত সর্ব্বে)

সূত। সেনাপতি মহাশয় চলুন আমরা এদিগে গমন করি। (চলিত)

বিদু। সেনাপতি ঐ যে একটা দেখা যাইতেছে মনুষ্যাকৃতি ওটা কি?

সেনা। ওটা বৃক্ষ, চন্দ্রালোকে ওরূপ দেখাইতেছে।

সূত। (খুজিতে খুজিতে রাজাকে শায়িত দেখিয়া) সেনাপতি মহাশয়! ঐ যেন একটী মনুষ্য বৃক্ষতলে শায়িত দেখা যাইতেছে।

সেনা। দেখ দেখ।

সূত। (অগ্রসর হইয়া) এই যে মহারাজ, এখানে এ ভাবে শয়ন করিবার কারণ কি ?

সেনা। দেখ দেখি নিদ্রিত না মোহ প্রাপ্ত হইয়াছেন ?

বিদু। সুখ শয়নে গাঢ় নিদ্রাভিভূত।

সেনা। (হাসিয়া) এই কি সুখ শয়ন ?

বিদু। রাজাদের পক্ষে।

সূত। (পাশে বসিয়া) নরশ্রেষ্ঠ, সেনাপতি মহাশয় এবং সৈন্যগণ উপস্থিত, রাত্রি অধিক হইয়াছে এখন জাগ্রত হউন।

রাজা। (অঙ্গ সঞ্চালন পূর্ব্বক চক্ষু মেলিয়া) সূত অত্যন্ত পিপাসা হইয়াছে। (উঠিয়া বসিলেন)

সূত। আদেশার্থি।

সেনা। সৈন্যগণ শীঘ্র জল লইয়া আইস, ফল কিম্বা মৃণাল পাইলে আনিও।

সৈন্যগণ। যে আজ্ঞা। (নিষ্ক্রান্তাঃ)

বিদু। ভাল নিদ্রা হইল ?

রাজা। (হাসিয়া) বয়স্য আমার শরীর নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছে।

বিদু। আপনি যে বাঁচিয়া আছেন ইহাই আমার যথেষ্ঠ লাভ।

(জল ও মৃণাল হস্তে প্রবিষ্ট সৈন্যদ্বয়।

সৈন্য। এই আনিয়াছি।

সূত। আমাকে দেও। (গ্রহণ ও রাজাকে প্রদান)

রাজা। জলপানে ও বিশ্রামে রত।

সেনা। সৈন্যগণ, অন্যান্য সৈন্যগণকে ডাক।

সৈন্যগণ। (অবনত মস্তকে উত্তর প্রদান করত, উচ্চৈস্বরে) ওহে চতুর্দ্দিগস্থ সৈন্যগণ তোমরা শীঘ্র এদিগে এস।

বিদু। আজ শিবিরে যাইতে হইবে না?

রাজা। কেন?

বিদু। আচ্ছা তবে এখানেই বেশ!

রাজা। সেনাপতি, রাত্রি অধিক নাই অতএব আমি শিবিরে যাইব না, তুমি সসৈন্যে এখন শিবিরে গমন করত প্রভাতে রাজধানিতে গমন করিও! সূত ও বয়স্য আমার সঙ্গে রহিল আমি কিছুদিন অন্তে যাইব।

সেনা। নরনাথ! মন্ত্রী মহাশয় আপনার এরূপ বাসের কারণ জিজ্ঞাশা করিলে কি উত্তর দিব?

রাজা। আমি এখানে থাকিয়া সূর্য্যদেবের উপাসনা করিব, সুতরাং বহুলোক অনাবশ্যক।

সেনা। আদেশ শিরোধার্য্য।

(নিষ্ক্রান্তঃ সসৈন্যে সেনাপতি)

বিদু। রাজন্, এ উপসনায় কি কোন ফল লাভ আছে?

রাজা। নিষ্ফলকার্য্য কেহ করে কি?

বিদু। তবে এ উপাসনা কি সুর্য্যেরন্যায় পতিফল-লাভার্থ?

রাজা। দূর মুর্খ! পুরুষের কি পতি হয়?

বিদু। তবে এ তপস্যা কিজন্য?

রাজা। তপনের তপতী নাম্নী সর্ব্বগুণ সম্পন্না পরম সুন্দরী এক দুহিতা আছে তাহাকে লাভের জন্য।

বিদু। আপনি তাহাকে কি প্রকার জানিলেন ?

রাজা। আমি মৃগ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া কতদূর আগমন করিলে হটাৎ মৃগ দৃষ্টিবহির্ভূত হইল ; এবং অশ্ব পিপাশায় ও পরিশ্রমে ভুতলশায়ী হইল, অনন্তর আমি তৃষ্ণায় কাতর-হইয়া এবং কোথাও সূতকে না দেখিয়া এইস্থানে উপস্থিত হইয়া ঐ নির্ঝরিণী দর্শন করত জল পান করিয়া ঐ বৃক্ষমূলে বসিলাম। তখন সহসা রমণী কণ্ঠ শ্রবণে চকিত নয়নে চতুর্দ্দিগে দৃষ্টিকরিতে, সেই মনহারিণী মূর্ত্তি কিঞ্চিৎ কাল দর্শনেই, কামপরিত্যাক্ত সম্মোহন শরে অভিভূত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলাম। অনন্তর আমাকে মুর্চ্ছিত দেখিয়া ভামিনী তাহার সখীদ্বয় প্রেরণ করত আমার চৈতন্য সম্পা-দন করিলে, আমি তাহাদের নিকট পরিচয় প্রাপ্তে দর্শনা-ভিলাষ ব্যাক্ত করিলাম, তখন তাহারা আমাকে এই স্থানে আনিল, এবং তাহাদের সহিত কথা বলিতে বলিতে অল্প কাল মধ্যেই রাত্রি হইয়া গেল, তখন তপতী অনুরাগ জনিত লজ্জার বশবর্ত্তিনী ও গুরুজন ভয়ে শঙ্কিতা হইয়া, অনিচ্ছা-বশতই যেন প্রস্থান করিল।

বিদু। সে আপনার সঙ্গে কোন কথা কহিল না এবং চলিয়া গেল, তথাপি কিশে তাহাকে অনুরাগিনী বুঝি-লেন ?

রাজা। কথা না কহিলে কি আর অনুরাগ প্রকাশ হয় না ?

তথা,—

একাকী গমনক্ষমা গমনোদ্যমান্তে,
প্রতিনিবৃত্ত পুনঃ অক্ষমা হেন ছলে।

"অদ্যচল" এবম্ভূত অসমাপ্ত বাক্যে,
মৃদু গতি ক্রমে, ঘন সলজ্জ দর্শনে।

বিদু। তবে আর তপস্যা কেন?

রাজা। প্রস্থান করিবার সময় তাহাদের সর্ব্বপশ্চাদ্গামিনী সখী বলিয়া গেল যে, "যদি আপনি পিতাতপনকে প্রসন্ন করিতে পারেন তবে নিশ্চয় সখীকে পাইবেন" সেইজন্যই তপস্যা করিব।

বিদু। এজন্যই তপস্যায় প্রয়োজন কি? তাঁহার নিকট বলিয়া পাঠাইলে কি তিনি দিবেন না?

রাজা। তাহাতে সন্দেহ আছে, বিশেষ আজ্ঞা করার ন্যায় প্রার্থনা করায় বিরাগ বশতও সম্মত না হইতে পারেন।

বিদু। তাতেই বা তপস্যায় কষ্টভোগ করিবার আবশ্যক কি, বলপূর্ব্বক আনিলে ত আর রাখিতে পারিবেন না।

রাজা! নির্ব্বোধ! সর্ব্বত্র কি একরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য?

তথা,—

অকর্ত্তব্য সর্ব্বস্থানে সমব্যবহার,
কেননা সর্ব্বত্র সম নহে ধর্ম্ম বিধি।
ধর্ম্ম ও পৌরুষ যথা যথা ব্যবহারে,
উচিত করিতে তথা তথা ব্যবহার।

অতএব আমি বল পূর্ব্বক তপতীকে হরণ করিলে, ভাস্কর কখন আমার সহিত বলপ্রকাশ করিবেন না। তবে,

বিরত বলপ্রকাশে কিম্বা যে দুর্ব্বল,
কদাচ প্রকাশ বল উচিত না তথা।

কেন না তাহাতে একে হয় অপৌরুষ,
বিশেষ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে বিরুদ্ধ এ প্রথা।
অপিচ ?
বিবাহে ব্রাহ্ম শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠতম গন্ধর্ব্ব,
নিকৃষ্ট রাক্ষস, নিকৃষ্টতর আসুর।
বিধান বল প্রয়োগ ক্ষত্র সয়ম্বরে,
অতীব অধর্ম্ম প্রয়োগ অন্যথা বল।

তবে দেবগণ সর্ব্বদা উপাসকাধীন, সুতরাং অল্প আয়াস স্বীকার করিয়া তাহাকে প্রসন্ন করিলেই সর্ব্বত্র প্রসন্নতার সহিত পাওয়া যাইবে।

বিদু। যথেচ্ছা সাধ্যের যাহা ইচ্ছা।

রাজা। বয়স্য, মন সর্ব্বদাই যেন সেই সুন্দরী মূর্ত্তি নয়নে কি চিন্তা নয়নপথেও সংলগ্ন করিয়া রাখিয়াছে।

বিদু। তপস্যা করিতে হইলে একাগ্রমনের আবশ্যক কিন্তু;

তপন তনয়া ধ্যানে তবৈকাগ্র মনে,
হইবে তপস্যা তবে একাগ্রেকেমনে ?

রাজা।—অনন্তে অনন্ত ধৈর্য্য অনন্ত প্রযত্নে,
হইবে একাগ্র মন একাগ্রতা বশে।
উমাচিন্ত্য প্রেমযোগে উমায় লভিলা,
অবশ্য সে হবে লভ্যা প্রেমৈকাগ্রযোগে।

বিদু। তবে হউক!

রাজা। বয়স্য এখন তুমি সূত সহ কাল যাপন কর যেয়ে!

বিদু। বলা নিষ্ফল, কাজেই।

রাজা। (হাসিয়া) সূত তুমি সর্ব্বদা যত্নের সহিত যাহাতে আমার তপস্যায় কোন বিঘ্ন না হইতে পারে তাহাতে তৎপর থাকিবে। নিশা শেষ হইয়াছে আমি এখনই তপস্যায় প্রবৃত্ত হই।

সূত। আদেশ শিরোধার্য্য।

রাজা। নির্ঝরিণীতে স্নান করত পবিত্র হইয়া সংযত চিত্তে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

সূত। (চতুর্দ্দিগাবলোকনান্তর) দেখুন কি অপূর্ব্ব?

তথা,—

প্রকৃতি অচল স্তব্ধ সদৃশ অচল,
সমল সুধাংশুরশ্মি আরো গম্ভীরতা!
গম্ভীরা প্রকৃতিগত মানব গম্ভীর,
রাজর্ষি ধ্যানেতে মগ্ন ধন্যই মগ্নতা।

বিদু। সূত চল আমরা অরণ্যে বেড়াই যেয়ে।

সূত। চলুন। (চলিল)

বিদু। সূত ঐ দেখ ফলশালী পাদপাবলীর কি সুন্দর দৃশ্য?

তথা,—

বিবিধ পাদপ অঙ্গে কেমন সুন্দর,
পক্কাপক্ক নতোন্নত সুফল সমূহ।
যুবতী ও পুত্রবতী প্রৌঢ়া বক্ষে যথা,
নতোন্নত শিরে শোভে চারু কুচাবলী।

সূত। ঐ দেখুন, অল্প ঘন সন্নিবেশিত পাদপ মালায় বেষ্টিত হইয়া স্থানটী দিব্য দর্শনীয় হইয়াছে।

বিদু। সূত ঐ দেখ একটা লজ্জাহীনা লতা কেমন অসঙ্কোচিত ভাবে একটা পাদপালিঙ্গিত রহিয়াছে।

তথা,—

পত্রশূন্য মূল হ'তে কণ্ঠ দেশাবধি,
ঋজুভাবে অসঙ্কোচে রহিয়াছে তবু।
বহু অগ্রপত্র সহ দুলিতেছে শিরে,
মুক্তকেশী বিবসনা বিলাসিনী যথা।

সূত। (হাসিয়া) ঐ যে অদূরে বৃক্ষ মালায় বেষ্টিত স্থানটী দেখা যাইতেছে ঐ স্থানটী বেশ কুটীর নির্ম্মাণোপযুক্ত, বোধ হয় এ অরণ্যে কিছু দিন বাস করিতে হইবে, অতএব কুটীর নির্ম্মাণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আপনি কিঞ্চিৎ কাল উপবেশন করুন আমি পত্র ও লতা সংগ্রহ করি।

বিদু। আমিও করিব।

সূত। আপনার প্রয়োজন নাই।

বিদু। কেন, আমি কি অক্ষম?

সূত। আমি আপনাকে অক্ষম বলিতেছি না, তবে ইহাতে আমি একাকীই সক্ষম, আর আপনি কেন?

বিদু। না আমি করিব।

সূত। তবে আসুন! (সংগ্রহারম্ভ)

বিদু। আর কত সংগ্রহ করিব?

সূত। এত অল্পপত্রে হইবে কেন? শয্যারচনাকরিতে হইবে না?

বিদু। যথার্থ কথা। তবে আরো করিতেছি।

সূত। ছোটপত্রও সংগ্রহ করুন।

বিদু। আমি আর পারি না।

সূত। তবে আপনার আর আবশ্যক নাই।

বিদু। আমরা না থাকিলে তোমারই বা আর আবশ্যক কি?

সূত। আর অল্প কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিলেই হয়।

বিদু। আর প্রয়োজন নাই, এই যথেষ্ট হইযাছে।

সূত। তবে চলুন। (চলিল)

বিদু। ইহাতে বোধ হয় প্রায় দুইটা কুটীর হইবে।

সূত। হইতে পারে। আপনি আর ওদিকে যাইতেছেন কেন?

বিদু। কোথায়?

সূত। এই যে।

বিদু। (আসিয়া) তবে নেও। (পত্র প্রদান)।

সূত। (বন্ধনারম্ভ করত) মহাশয় এই রূপ নির্ম্মাণ করিলে ভাল হইবে না কি?

বিদু। বেশ হইবে।

সূত। আপনি এ দিকে একটু ধরুন, আমি বাঁধিতেছি।

বিদু। ধরিলাম, বাঁধ।

সূত। (বন্ধন করত) এখন পত্রাবৃত করিতে হইবে।

বিদু। কর! আর ঐ বিস্রস্ত লতাগুলিকে ওপাশে জড়াইয়া দেও?

সূত। দিতেছি। (সম্পন্ন)।

বিদু। সূত! কয়েকটী কুসুমিতা লতা ইতস্ততঃ বিন্যাস্ত করিলে ভাল হইত?

সূত। আচ্ছা তাহাই করিতেছি। (করিল)।

বিদু। চমৎকার হইয়াছে।

তথা,—

বিচিত্রপত্রবসনা কুটীরের দৃশ্য,
ব্রততী কুসুমবন্ধে অতি মনোহর।
অত্যন্ত স্থূলাঙ্গী চারু চিত্রিতবসনা
সর্ব্বাঙ্গ আবৃতা মরি প্রৌঢ়া বধূ যথা।

সূত। (হাসিয়া) তবে এখন শয্যা রচনা করিতে হয়।

বিদু। অবশ্য।

সূত। দুই খান করিব কি?

বিদু। না। সমস্ত কুটীরময় একখান কর।

সূত। তাহাই ভাল। (রচনারম্ভ)।

বিদু। নীচ ভাগে বড় বড় পত্র দেও।

সূত। দিতেছি।

বিদু। বেশ এখন উপরিভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্র দিলেই দিব্য কোমল হইবে।

সূত। দেখুন দেখি।

বিদু। উত্তম হইয়াছে।

(প্রবিষ্ট বশিষ্ঠ)।

বশি। (স্বগত) ঐ যে বিদুষক, ইহার নিকটই মহারাজ কোথায় আছেন জানিতে পারিব। (অগ্রসর)

বিদু। (বশিষ্ঠকে দেখে) সূত বশিষ্ঠদেব এখানে আসিলেন কোথা হইতে?

সূত। (বহির্গত হইয়া) কোথা?

বিদু। ঐ যে।

উভয়। অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিল।

বশি। দীর্ঘ জীবিহুও।

সূত। ঋষি পুঙ্গব! কিজন্য কোথাহইতে এখন এখানে আসিলেন।

বশি। সূত আমি আশ্রম হইতে আসিয়াছি। আমাকে মহারাজের নিকট লইয়া চল, কারণ বুঝিতে পারিবে।

সূত। যে আজ্ঞা। (ত্রয় অগ্রসর হইয়া) ঐ মহারাজ ধ্যান মগ্ন বসিয়া আছেন; আমাকে তপ ভঙ্গ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বশি। সূত তুমি নির্ভয়ে আমার সঙ্গে এস। (বলিয়া অগ্রসর হইয়া) রাজন! আমি বশিষ্ঠ আসিয়াছি। তপস্যা হইতে বিরত হউন, ইহাতে কোন অনিষ্টাশঙ্কা করিবেন না, আমি স্বয়ং সূর্য্যদেবের নিকট গমনকরিয়া আপনার বাসনা পরিপূরণার্থ অনুরোধ করিব। বোধ হয় ভাস্কর কর্ত্তৃক কখন আমার অনুরোধ বিফলিকৃত হইবে না। বিশেষ আপনার এই তপস্যায় ও তিনি প্রসন্ন হইয়াছেন, অতএব নিশ্চয়ই আপনার কামনা পূরিবে! আর তপস্যায় প্রয়োজন নাই।

রাজা। বশিষ্ঠ বাক্য শ্রবণে চক্ষুরুন্মিলন করত প্রণাম করিলেন।

বশি। মনস্কামনা সিদ্ধ হইক! হে ভারত! আমি যোগবলে সমস্তই জানিতে সমর্থ, বহু দিনাবধি আপনার কোন সম্বাদ না পাওয়ায় অদ্য জানিতে ইচ্ছা হইল ও ধ্যান করত সকলই অবগত হইয়াছি, আপনি নিশ্চিন্ত হউন আমি সূর্য্য সমীপে গমন করিয়া আপনার প্রিয় সাধন করিব।

রাজা। ভগবানের আশীর্ব্বাদে ভরতবংশ সর্ব্বদা মঙ্গল যুক্ত এবং সুখী, দাসও আপনার কৃপায় অমঙ্গল শূন্য।

বশি। রাজন! আপনি সর্ব্বগুণ সম্পন্ন আপনার কখন

অমঙ্গল হইতে পারে না। আমি এখন সবিতা সকাশে গমন করি, আপনি নিশ্চিন্তে অবস্থিতি করুন, আমি অচিরেই পুনর্ব্বার আপনার নিকট প্রত্যাগমন করিব।

(প্রস্থান)

রাজা। সূত আমার নিতান্ত তৃষ্ণা হইয়াছে কিঞ্চিৎ জল আনয়ন কর।

সূত। যে আজ্ঞা। (প্রস্থান)

বিদু। এত উপবাসেও তৃষ্ণা হইবে না আর কিহইবে মরিলে?

রাজা। (হাসিয়া) বয়স্য দান না করিলে কি সদ্ভাবে প্রতিদান প্রাপ্তহওয়া যায়?

তথা,—

ফণীর মস্তক মণি হরিতে হইলে,
দুগ্ধদানে অগ্রে হয় করিতে সন্তুষ্ট।
স্বর্গলাভ করিতে হইলে দেবগণে,
তপ, যজ্ঞ, দানে হয় করিতে প্রসন্ন।

অপিচ,

তপন তনয়া এবে অধীনা পিতার,
সুতরাং অক্ষমা সেই আপনাকে দানে।
যেজন প্রদান কর্ত্তা তারে না তুষিলে,
কি সদ্ভাবে সুসদ্ভাবে কেন দিবে অন্যে?

বিদু। না দিতেপারে!

(প্রবিষ্ট সূত)

সূত। পৌরব, জল এবং খাদ্য আনিয়াছি গ্রহণকরুন!

রাজা। গ্রহণ করিলেন।

বিদু। সূত তুমি যাও, কুটীরের অবশিষ্টাংশ সম্পন্ন করিয়া আইস।

সূত। চলিলাম। (প্রস্থান)

রাজা। বয়স্য কিছু খাবে কি?

বিদু। ভোজনে অপ্রবৃত্তি মুর্খের।

উভে। ভোজন সম্পন্ন করিল।

রাজা। সখে কিরকম কুটীর করিয়াছে?

বিদু। বেশ চমৎকার সুখবাসযোগ্য হইয়াছে এবং তাহাতে পত্রশয্যা ও মনজ্ঞ হইয়াছে, কিন্তু বৃথা!

তথা,—

প্রথমত ভূমি দিব্যদুর্ব্বাদলাবৃত,
ক্রমশবৃহতক্ষুদ্র পত্রে সুবিন্যাস্ত।
যদিও হয়েছে অতি সুন্দরকোমল,
শোভদা রমণী বিনে নিতান্তই বৃথা।

রাজা। (হাসিয়া) বয়স্য বৃথা হইবে কেন?

তথা,—

চিরদিন সমভাবে রহেনা কিছুই
শীঘ্রই যেমন মম বোধহয় হেন।
মনজ্ঞা তপতী রূপ শোভার সম্পদে,
শোভিবে জীবন মম, শয্যাও সুতরাং।

বিদু। রাজভাগ্যে কি আছে তাহা কে বলিবে?

রাজা। সখে! বশিষ্ঠ দেব এত বিলম্বেও আসিতেছেন না কেন?

বিদু। সেত আর কামুক হওয়া নয় যে রমণী দেখিলেই হইল!

(প্রবিষ্ট বশিষ্ঠ)

উভে। প্রণাম করিল।

বশি। স্থখী হউন।

রাজা। দেব আপনার অনুগ্রহ থাকিলে কখন অসুখ থাকিতে পারে না।

বশি। আয়ুস্মন্! ভগবান্ ভাস্কর বলিলেন তিনি ইতিপূর্ব্বেই তপতীকে আপনার করে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এখন আপনার তপস্যায় এবং অনুরাগ দর্শনে পরমাহ্লাদে সম্মতি দিয়াছেন ও বলিয়াছেন অচিরেই আপনি তপতীকে পাইবেন।

রাজা। অনুগৃহিত হইলাম।

বশি। ভারত! তবে আমি এখন প্রস্থান করিতেপারি?

রাজা। ভগবানের ইচ্ছা!

বশি। আত্মসদৃশ পুত্রলাভ করুন! (প্রস্থান)

রাজা। সখে চিন্তাশূন্য হইলা ম।

বিদূ। কবে পাইবেন?

রাজা। সখে! ভাল, এ বিষয় ত মহর্ষিকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না এখন কি হইবে?

বিদূ। তা কি, আমি জানি?

রাজা। যে কোন প্রকারে হউক অবশ্য পাইবই!

বিদূ। আপনিউবেশন করুন, আমি একবার দেখেআসি সূত কি করিতেছে। (নিষ্ক্রান্তঃ)

রাজা। (স্বগত) আমি কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। যখন বশিষ্ঠদেব ভাস্করের সম্মতি সম্বাদ বলিয়া গেলেন তখন যদি তাহাকে পাবার উপায় জিজ্ঞাসা করিয়া রাখিতাম, তবে

কি আর এ শঙ্কটে পড়িতে হইত? হা তপতি এত করাতেও তুমি আশুলভ্যা হইলে না! তুমি দুর্লভ রত্নই সত্য!

কল্পনায় এসে সখি কত সুখ দিলে,
ভাবেতে মাখান প্রেম, মুগ্ধকৈল মন মম,
সাকারা না হয়ে হায় তুফানে ফেলিলে!
সেদিন তেজিলে মোরে, নাহি দেখাইলে ফিরে,
অনন্ত আশার সেই বদন মণ্ডলে!

আর একাকী বসিয়া ফল কি এখন অরণ্যে ভ্রমণ করি যেয়ে!

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে)

ইতি শ্রীবেণীলাল কৃতৌ তপতী নাটকে সূর্য্যোপসনা নাম দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ।

তৃতীয়োঽঙ্ক।

সূর্য্য মণ্ডল।

(উপবিষ্ট সূর্য্য এবং ছায়া)

সূর্য্য। প্রিয়ে যে জন্য মহর্ষি বশিষ্ঠ আসিয়াছিলেন তাহা সমস্তই তুমি অবগত আছ। আমি মহর্ষির নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম যে অচিরেই তপতীকে মহারাজ সম্বরণের করে সম্প্রদান করিব। অতএব তপতীকে তাহার সখী দ্বয়ের হস্তে সমর্পণ করত, অদ্যই পার্ব্বত্যোপবনে প্রেরণ করা বিধেয়। সম্বরণও তপোবনেই আছেন।

ছায়া। আর্য্য! তপতী এখন সম্পূর্ণ বিবাহ যোগ্যা সুতরাং পিতৃ গৃহের সময় তাহার অতিক্রান্ত হইয়াছে; এখন পতিগৃহই তাহার সুখের স্থান, বিশেষতঃ পৃথিবীপতি তাহার ভর্ত্তা হইবেন অতএব এবিষয় আর বাঁধা কি?

(প্রবিষ্টা সুরজাও সুপ্রিয়া)

সূর্য্য। এইত সুরজাও সুপ্রিয়া আসিয়াছে। সুপ্রিয়ে! তোমাদের অদ্য পার্ব্বত্যোপবনে যাইতে হইবে, তপতীকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করিতেছি, তোমরা আমার আজ্ঞানুসারে তাহাকে মহারাজ সম্বরণের করে প্রদান করিবে।

ছায়া। সুপ্রিয়ে! তুমি তপতীকে এখানে লইয়া আইস!

উভে। নিরবে প্রস্থান।

ছায়া। আর্য্য! রমণীদিগের আশুবিগলিত হৃদয় প্রেমের তাপ লাগিবা মাত্রই দ্রবীভূত হয়, তজ্জন্য তৎক্ষণাৎ যদি পবিত্র প্রেমিক রূপ নির্ম্মল পাত্রস্থ না হইতে পারে, তবেই পর্ব্বত গুহা জাত স্রোতস্বিনী সলিলের ন্যায়, প্রতিবন্ধকতাবশতঃ নবজাত বেগে পুনঃ পুনঃ পরিচালিত হইয়া মলিনা হইয়া যায়। একাল মধ্যেই তপতীকে সদাচিন্তাশীলা এবং মলিনা দেখিতেছি, ইহাতে নিশ্চয়ই রাজার প্রতি তপতীর অতিশয় অনুরক্তি প্রকাশ পাইতেছে।

সূর্য্য। প্রিয়ে! সেই অধিগুণ সম্পন্ন মনোহর বপু দেখিলে, কোন্ যুবতী তাহার ভার্য্যা হইতে অভিলাষিনী না হয়?

ছায়া। তবে তপতীকে আর চিন্তাজনিত বৃথা কষ্ট না দিয়া অদ্যই প্রেরণ করা উচিত হইতেছে।

সূর্য্য। আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? যাহা হইবে তাহা শীঘ্রই হওয়া ভাল, অতএব তপতীকে এখনই প্রেরণ করিব।

(প্রবিষ্টা তপতী সহপুনঃ সুরজা ও সুপ্রিয়া)

ত্রয়ে। সুর্য্যকে প্রণাম করিল।

সূর্য্য। বৎসে! অমিত পরাক্রম সর্ব্বগুণ সম্পন্ন সার্ব্বভৌম পুত্র লাভ কর।

অপিচ,—

দেবোত্তম দেব দেব তপস্যা করত,
পর্ব্বত দুহিতা লাভ করিলা যেমন।
নরোত্তম সম্বরণ তেমতি তোমারে,
তুমিও পার্ব্বতীসমা হও পতি-প্রিয়া।

বৎসে। পুরুবংশীয় মহীপতি সম্বরণ তোমার অভিলাষী

হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং আমিও তোমার যোগ্যপাত্র অন্বেষণ করত ত্রিভুবনে সম্বরণ ব্যতীত অন্য কেহকেই দেখিলাম না। অতএব তোমাকে তোমার সখীদ্বয়ের হস্তে অর্পণ করিতেছি, তাহারাই অদ্য তোমাকে মহারাজ সম্বরণের করে সমর্পণ করিবে। নন্দিনি! পিতৃগৃহ পরিত্যাগের জন্য দুঃখিতা হইওনা, কেননা, এখন ভর্ত্তাগৃহই তোমার উপযুক্ত স্থান হইয়াছে।

তথা,—

উৎপত্তি পালন হেতু পিতামাতা ভবে,
সযৌবন হইলেই পুত্র কি কন্যার,
ভার্য্যা এবং ভর্ত্তা ক্রমে উভে উভয়ের,
জীবন সর্ব্বস্ব হবে ইহা স্বাভাবিক।

অপিচ,

বাল্যকালে পিতৃগৃহে সুখী সবে সত্য,
সুখ ভোগ আদি যত সংসারের ফল।
একমাত্র ভোগী সেই ভার্য্যার ভর্ত্তায়,
তথাবিপরিত পুনঃ ভর্ত্তার ভার্য্যায়।
অতএব এখন ভর্ত্তা গৃহই তোমার সুখের স্থান।

তপ। পিতঃ! আমি একাকিনী কিরূপে সেখানে থাকিব?

সূর্য্য। নন্দিনি! একাকিনী থাকিবে কেন? অরিন্দম ধরাপতি তোমার ভর্ত্তা, তুমি তাঁহার ভার্য্যা হইবে; সুতরাং রাজপুরে সকলই তোমার, অতএব কোন প্রকার কোন আশঙ্কাই তোমার নাই। এখন তোমার মাতাকে প্রণাম কর।

ত্রয়ে। ছায়াকে প্রণাম করিল।

ছায়া। বৎসে! পতির সন্তোষ দায়িনী হও।

তপ। মা আমি তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে সুখী হইব?

ছায়া। বৎসে! আযৌবন লালিত মাতৃ ক্রোড়ের জন্য বালাগণের কাতরা হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, কেননা যৌবন উদিত হইলে যেমন স্বভাবের বৈলক্ষণ্য জন্মে, তেমন স্বভাবাশ্রিত বৃত্তিসমুহেরও বৈলক্ষণ্য হয়। অতএব পূর্ব্বে স্বভাব যেভাবে সুখীথাকে পরে আর সেভাবে সুখীথাকে না; সুতরাং স্বভাব বৈলক্ষণ্যে ভাব বৈলক্ষণ্য করতই সুখী হইতে হয়, নতুবা চিরকাল কষ্টে যাপন করিতে হয়। প্রকৃত পক্ষে এই বৈলক্ষণ্য ভাবাশ্রয়কেই পুরুষের ভার্য্যা এবং স্ত্রীর ভর্ত্তাশ্রয় গ্রহণ করা বলে।

পুত্রি! তুমি এখন যৌবনে পাদার্পণ করিয়াছ, এবং উপযুক্ত ভর্ত্তার আশ্রয় আশ্রিতা হইতে চলিয়াছ, এখন তোমার পিতৃগৃহের জন্য দুঃখীতা হওয়া বৃথা, কেমনা তোমার সম্পূর্ণ স্নেহ ও ভালবাসা এখন ভর্ত্তাগৃহের প্রতি নিয়োজিত করাই কর্ত্তব্য, যেহেতু ভর্ত্তাগৃহই যথার্থ রূপে তোমার।

তপ। মা! পুরুষাপেক্ষা রমণী হৃদয় অধিকতর স্নেহ-শালী ও অসহিষ্ণু তথাপি এ রীতি হইল কেন?

ছায়া। বৎসে অতি পূর্ব্বকাল হইতেই এ রীতি চলিয়া আসিয়াছে, অধুনা ইহা অতি সুদুর্লঙ্ঘনীয়!

তপ। (রোদনা ক্রুষ্ট কণ্ঠে) মা আমার মন কেমন অস্থির হইতেছে।

ছায়া। তপতি! ভয় নাই, সহসা সংসার পরিবর্ত্তনে

ভাবপরিবর্ত্তন জন্য হৃদয় কিঞ্চিৎ অস্থির ভাব ধারণ করিয়াছে। অচিরেই তোমার এ অস্থিরতা দূর হইবে।

তপ। (রোদিত কণ্ঠে) মা আর কি তোমায় দেখিতে পাইব না?

ছায়া। (অশ্রুপূর্ণ লোচনে) তপতি! এজন্য তোমাকে কষ্টবোধ করিতে হইবে না। পুত্রি তুমি এখন যত অনুভব করিতেছ, ভর্ত্তাসহবাসিনী হইলে আর ইহা অনুভূত হইবে না। এখন চল আমিও তোমাদের সহিত কত দূর অগ্রসর হইতেছি। (চলিতা চতুষ্টয়ে)

তপ। (সকরুণে) সখি! পর গৃহবাসী হইলে সকলেই কি পর হয়?

ছায়া। তপতি! পর হইবে কেন? তবে কিনা তুমি পৃথিবীর সপত্নী হইবে, বিশেষ ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যগৃহে ক্ষণকাল থাকাও পতি-প্রিয়া রমণীদিগের অবিধেয়, অতএব কি রূপে তোমার আসা সম্ভব হইতে পারে? তবে যখন পুরুবংশীয়দিগের রীতি অনুসারে ভর্ত্তাসহ বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে, তখন যথাইচ্ছা গমন করত বাস করিতে পারিবে, এবং ইচ্ছামত আমাদের সঙ্গেও দেখা করিতে পারিবে।

তপ। (অঞ্চল দ্বারা চক্ষুজল পুঁছিতে পুঁছিতে) সখি! সম্প্রদানান্তে তোমরাও কি আমাকে পরিত্যাগ করিবে?

সুর। (রোদিত কণ্ঠে) সখি। পিতা কিম্বা মাতার অনুমতি ভিন্ন কি রূপে তোমার সঙ্গে থাকিতে পারি?

সুপ্রি। হায় সখি! সম্প্রদানান্তে কি ব'লে বিদয় হব?

ছায়া। সুরজে। পুনর্ব্বার তোমাদের এখানে আসি-

রার কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না, বিশেষ, তপতী তোমাদের ও তোমরা তপতীর নিতান্তই প্রিয়া, অতএব তোমরা তপতীর সঙ্গেই থাকিও। সুরজে, তবে তোমরা এখন প্রস্থান কর, আমি গমন করি।

তপ। (কাঁদিতে কাঁদিতে) মা,——————

ছায়া। (রোদনাবরুদ্ধ কণ্ঠে) তপতি কাতরা হইও না।

(সকলকে আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণ করত প্রস্থান)।

সুর। সখি বেলা অবসান প্রায় এখন চল।

তপ। চল। কিন্তু ;

নাহি চাহে যথা মন হ'তে অগ্রসর,
চাহেনা তেমতি মন যাইতে পশ্চাতে।
বুঝিনা এখন মন হৈয়েছে কেমন,
অস্থির অথচ স্থির ভাবেতে যেমন।

সুপ্রি। যাহাই হউক না, পরিনামে অগ্রসর।

তপ। সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও।

সুপ্রি। (হাসিয়া) আমাদেরত ঐই বৃত্তি।

সুর। (হাসিয়া) চল এখন অবতীর্ণ হই।

(অবতরনারম্ভ)

সুপ্রি। তপতি ঐ দেখ ;

বিমল উজ্জলতম তেজঃ পুঞ্জ ময়,
গত ক্রমে তেজোরাশি সূর্য্যমণ্ডলের।
ঐ অদৃশ্য ; যেন হায় দুঃখেতে তোমারে,
মলিনা হইয়া গেল করিয়া বিদয়।

সুর। প্রায় তদ্রূপই।

সুপ্রি। সখি। দেখ দেখ ;

তথা,—

ইতস্ততঃ নানা বর্ণ জলদ পটল,
গাঢ় নীলাকৃতি কেহ শৈলেন্দ্র সদৃশ।
তুষারাদ্র অদ্রি সম ধবল কেহবা,
লালাদি বিচিত্র কেহ অপরূপ রূপী।

তপ। সখি। বড়ই মনোজ্ঞ দৃশ্য।

সুর। দেখ সখি এই যে মেঘ বেষ্টিত ছিদ্রপথে চলিয়াছি ইহা কি চমৎকার?

সুপ্রি। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করত) ঐ দেখ ওখানে ঘোর ঝড় বৃষ্টি হইতেছে।

সুর। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করত) সখি দেখ কেমন আশ্চর্য্য দৃশ্য।

তথা,—

মেঘমালা মাঝে মাঝে, এত ঘন ঘন,
চমকে বিজলী যেন স্থির সৌদামিনী।
কেবল অলঙ্ঘনীয় স্বভাব হেতুই,
চঞ্চল নয়না যথা হেরি প্রিয়তমে।

সুপ্রি। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করত) সখি তপতি একবার ঐ দিকে দেখ।

তথা,—

সুশোভিত বিবিধ বিচিত্র মণি জড়িত মুকুটে,
বসি যথা মেঘরাজ শূন্যাসনে চপলা মিলনে।
তুমিও তেমতি সখি হস্তিনার শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে,
ততোহধিকাধিক শোভিতা হইবে সম্বরণ বামে।

তপ। তা তুমি না বলিলেও হইত।

সুর। হইত সত্য, কিন্তু বলাই আমাদের সুখ।

সুপ্রি। (হাসিতে হাসিতে) সখি সখি দেখ;

মেঘ ভেদী তুষারাদ্র শৈলরাজি শৃঙ্গে,

মেঘস্পর্শে ধারাপাতে গলিত তুষার।

কামিনীর কামনীয় সুকঠিন কুচে,

চর্চ্চিত শ্বেতচন্দন স্বেদোদ্গমে যথা।

তপ। দূর প্রগল্‌ভা!

সুর। (হাসিতে হাসিতে) কেন সখি?

সুপ্রি। (হাসিতে হাসিতে) আর কেন!

সুর। সখি।

জলদ সমূহোপরি বিপ্রতিবিম্বিত,

কত বা সূর্য্যমণ্ডল নক্ষত্র কতই।

কতই চন্দ্রমণ্ডল ইন্দ্রধনু কত,

বহুল আদর্শ যথা বহুল দর্পণে।

সুপ্রি। অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য!

সুর। সখি মেঘলোক প্রায় শেষ হইল।

সুপ্রি। (সহাস্যে তপতীকে) সখি তুমি যে একটী কথাও কহিতেছ না, এত চিন্তা কেন?

সুর। উপবনে পাবে কি না, সন্দেহে!

সুপ্রি। ও সখি এই জন্য? তা ভাবিও না উপবনেই আছেন!

তপ। (ঈষৎ হাস্যে) দুইটিই সমান!

সুপ্রি। কেন, তিনটি না কেন?

সুর। আজ আর তিনটি কি রূপে?

সুপ্রি। তা আর কিছু কাল পরে বরং, এখনতই এক।

সুর। নির্দ্দিষ্টস্থলে না হৈলেও হওয়া বলা যায়।

সুপ্রি। তথাপি?

তপ। (ঈষৎ হাস্যে) সমান।

উভে। (হাসিতে হাসিতে হসিন্তা তপতীর হস্তদ্বয় ধরিল, অনন্তর সুপ্রিয়া) তাহাতে আমাদের ক্ষতি নাই।

তপ। আমারও নাই।

সুর। (হাসিতে হাসিতে) এই মেঘলোক অতিক্রম করিলাম, ঐ দেখ পৃথিবীস্থ তরুরাজি ও অট্টালিকা প্রভৃতি ভূমিসাৎ বোধ হইতেছে।

সুপ্রি। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করত) ঐ পার্ব্বত্যোপবন দেখা যাইতেছে।

সুর। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করত) ঐ পূর্ব্ব দৃষ্টস্থলেই অবতরণ করিব।

সুপ্রি। সখি তপতি দেখ ধরার দৃশ্য দেখ!

তথা,—

প্রায় দৃশ্যমানা ধরা মলিন বদনা,
ক্রমেই দৃষ্টব্যা দিব্য সুন্দরী উজ্জ্বলা।
পূর্ণ দৃশ্যা এবে; যেন বিপুল আহ্লাদে,
সম্প্রাপ্তে তোমায় সখি প্রফুল্ল আননা।

(অবতীর্ণা হইয়া)

সুর। (কুঞ্জ দর্শনে) চল সখি ঐ কুঞ্জমধ্যে বসি যেয়ে।

(প্রবিষ্টাত্রয়ে)

তপ। (কুঞ্জ দর্শন করত) সখি বেশ মনোহর কুঞ্জটি।

সুপ্রি। এখন এখানে মনোহর আসিলে আরো মনোহর হইত।

তপ। বেশ হইত।

সুর। সখি শোন দেখি। (কিঞ্চিদন্তরে গত্তে) সখি প্রায় সন্ধ্যা হল? রাজা এখনও আসিতেছেন না, যদি আজ এখানে না আসেন তবে কি করিবে?

সুপ্রি। যদি আসা অসম্ভব বোধ হয়, তবে আমি যেয়ে খুজে একবার আমাকে দেখায়ে আসি তা হ'লেই বুঝিবে যে সখীও এসেছে, আর কি থাকিতে পারিবে? অমনি পাছে পাছে দৌড়িয়ে আসিবে।

সুর। না সখি আমাদের অগ্রবর্ত্তী হওয়াটা ভাল নয়, রাজা ত এখানে আছেন নিশ্চয়, দেখা যাক্ কি হয়!

সুপ্রি। সখি আমরা যে আজ্ঞা পেয়ে সখীকে নিয়ে এসেছি রাজাও ত তা শুনেছেন, তবে অত অধিরের মন এখন কি অধিকতর অধির হয় নাই? হওয়াই সম্ভব।

সুর। তা হৈল, কিন্তু এখানে আসিতে স্থিরতা কি?

সুপ্রি। না এলে যা বলেছি তাই কর্ব্ব!

সুর। দূর তা কি হয়! যখন সে এসে আমাদের দুই জনকে দেখিবে, তখনই ত বুঝিবে যে দুইজনে এখানে থেকে ইহাকে আমায় খুজিতে পাঠাইয়াছিল, সুতরাং তা হয় না; বরং আমরা তিনজনেই যেয়ে ঘুরে ঘুরে দূর হতে দেখে, সে দেখে অথচ আমরা যেন দেখি নাই এরূপ ভাবে চলিয়া আসিব, তাতে অত সন্দেহ হতে পারে না।

সুপ্রি। আচ্ছা তাই ভাল। তবে এখনই চল না?

সুর। দেখ আর কিছু কাল। (দূরে রাজাকে দেখে) সখি ঐ আস্‌ছে চিন্তা নাই।

সুপ্রি। চল এখন সখির কাছে যাই। (গেল)

তপ। কি সখি, চুপে চুপে কি কথা; তোমরা কিছু পেয়েছ নাকি?

সুর। এত ঠাট্টা কেন, না হয় তুমিই পেয়েছ।

সুপ্রি। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করত) সখি দেখ দেখি ঐ কে আস্‌ছে?

তপ। যে আস্‌ছে সেই।

সুপ্রি। (হাসিতে হাসিতে) আজ অরণ্য নিকুঞ্জ সার্থক করিব।

তথা,—

রচিলা প্রকৃতি তব স্বয়ম্বর তরে,
নহিলে অরণ্যে কেন নিকুঞ্জ হইবে?
সম্বরণে তব সনে একুঞ্জ বাসরে,
মিলনে মোদের আজ মন বিমহিবে।

(প্রবিষ্ট রাজা)

সুর। জানি না কোন্ ভাগ্যবলে পুনঃ রাজ দর্শন পাইলাম।

রাজা। আমার ভাগ্য তোমাদেরই হস্তে, বল্ অনাবশ্যক।

সুপ্রি। আপনার অনুগ্রহ; তবে দীনা বলিয়া কানন কুঞ্জস্থ পল্লবাসন গ্রহণ করুন্।

রাজা। (বসিতে বসিয়া) কে বলে তোমরা দীনা?

তথা,—

পুরুষেরাপ্রাপ্য উজ্জ্বলতম মধুর,
ত্রিলোক ক্রয়িনী রমণী রমণীয়তা।

বিনিময় ত্রিভুবন মুল্য না যাহার,
সম্পদে ললনা অতুলনীয়া সর্ব্বথা।

ভাল, তোমাদের সখী আসেন নাই কেন?

সুর। না আসিবেন কেন?

রাজা। তবে কোথায়?

সুপ্রি। (পাশে সরিয়া) লজ্জায় লুকাইত।

রাজা। আমাতে তাহার লজ্জা কি?

সুর। না, বিশেষ কি, যুবতীজন সুলভ একটু।

রাজা। তোমাদের সখী কি এ চর্ম্মচক্ষু হইতে লুকায়েই নিস্তার পাইতে চান্?

তথা,—

ক্ষীণালোক (ই) ঘোরআঁধারে সমধিক দীপ্ত,
সমুজ্জ্বল আলো তাহে কত দীপ্তি ময়ী?
অতিদীপ্ত চপলা যে নিবীড় আঁধারে,
তোমাদের সখী কিম্বা অজানিতা ইহা?

অপিচ;—

প্রথম দর্শনাবধি সদা মনে দেখা,
অদৃশ্যে রৈলেই আমি দেখিনা কি আর?
উপাস্যা সে উপাসকে না দিলেও দেখা,
জ্ঞাননেত্রে জ্ঞানময়ী অদৃশ্যা কি তার?

সুর। তা হৈলইবা, সৌদামিনীওত জানে যে সকলেই তাহাকে চেনেও কতবার কত দেখিয়াছে দেখিতেছে, তবু সে ক্ষণপ্রভা কেন? আর সেই উপস্যাইবা বহুকালারাধনেও সাক্ষ্যাৎ হন্ না কেন?

রাজা।——শিখিনী গুটিত পুচ্ছ ম্লানা যারাদৃশ্যে,

চাতকী বিবেকী ক্লিষ্টা শূন্যে শূন্যেযার।
ক্ষণপ্রভা ক্ষণপ্রভা তাহার সম্মুখে,
বাঁধাই বন্ধক দুঃখ, বাঁধা বাঁধে দৃঢ়।

তথা,—

উপাসকে উপস্যাও থাকি অদৃশ্যেতে,
নাহি দেখা দেন ভক্তি সুদৃঢ় করিতে।

এখন সে সুদৃঢ় কেন সুদৃঢ়তম হইয়াছে, আর কেন?

সুপ্রি। কর্ত্রী থাকিতে আমরা দায়ী কেন?

(সহ সুরজা নিষ্ক্রান্তা)

রাজা। (অগ্রসর হৈয়ে) সুন্দরি অসম্মুখে কেন? আমায় জীবনদান কর।

তপ। ঐ নির্ঝরিণীতে আছে।

রাজা। (হাসিয়া) রঙ্গিনি তাহা নহে উৎপীড়ককে পীড়ন করত শরণাগতের প্রাণ রক্ষা কর।

তথা,—

অব্যর্থ কুসুমশর সন্ধান করত,
পুনঃ পুনঃ মনসিজ করিছে আহত।

তপ। বৈমুখভাবে রব রহিতা।

রাজা। কি অপরাধে কথাকহিতেছ না? ভাবিনি আমি তোমাকে ভজনা করিতেছি, তুমিও আমাকে ভজনা কর।

(হস্ত ধরিলেন।)

তপ। (অধমুখে) যথেচ্ছ আচারই কি রাজধর্ম্ম? ছাড়িয়া দিউন, সখীরা আসিয়া দেখিবে।

রাজা। (লঘুহস্তে অঞ্চল ধরিয়া) আমি সসাগরা পৃথিবীপতি ত্রৈলোক্য মধ্যে কেহ যাহাকে তার অসম্মুখেও একটি গর্ব্বিত বাক্য বলিতে সাহস করে না তুমি তার সম্মুখেই বলিলে? অতএব এ অবমাননার প্রতিশোধ না লইয়া কখন তোমাকে পরিত্যাগ করিব না।

তপ। (অধমুখে) পৌরব! আমি অপরাধিনী আমাকে মার্জ্জনা করুন!

রাজা। আমি যে তোমার বস্ত্রাঞ্চল পরিত্যাগ করি নাই, ইহাই যথেষ্ট ক্ষমা করা হইয়াছে, কিন্তু কোন দণ্ড না দিলে সম্পূর্ণ মার্জ্জনা করিতে পারি না।

তপ। (অধমুখে) আমি কি দিব?

রাজা। তোমার একটি অমুল্য অনেয় রত্ন আছে তাহাই আমাকে দিতে হইবে।

তপ। পৌরব। আমার (অপেক্ষাকৃত নম্রকণ্ঠে) আমি ভিন্ন আর কিছুই নাই।

রাজা। আমি আর কিছুই চাই না, তবে ঐ রত্নটি দিলেই তোমার অঞ্চল ত্যাগ করিব।

তপ। আমার কিছুই নাই।

রাজা। (হাসিয়া) ভীরু ভয় নাই! তোমার প্রেমই ঐ রত্ন।

তথা,—

আছে যত রত্নাবলী এ তিন ভুবনে,
বাহুবলে কিম্বা ধনে অবশ্যই লভ্য।
নহে লভ্য প্রেম রত্ন দাতা দান বিনে,
হয়েছ সম্মত শুভে দেহলো বাঞ্ছিতে।

(পুনঃ হস্তেধরিয়া) প্রিয়ে আর অধমুখে কেন ? সুখদে ! তোমার অঙ্গস্পর্শে কি অনুপম সুখ ! আমার শরীর যেন অভিভূত হইতেছে। কিন্তু,-

হানিতেছে সুদুঃসহ কুসুম বিশিখ,
ত্রিভুবন নিপীড়ক মন্মথ নির্দ্দয়।
স্মর হর হর, স্মর সে অঙ্গে বিমুখ,
রক্ষ কুচ শম্ভু শিরে উরষ আশ্রয়।

তপ। না, সখীরা আসিবে।

রাজা। ভীরু ! এ কি স্বভাব রক্ষা ?

(পরিহার্য্যা তপতী নাট্যেন)

(নেপথ্যে)

সুপ্রি। সখি ! কুমুদিনী প্রস্ফুটিত তুমি কয়েকটা মুদিত কমল নিয়ে এস।

তপ। পৌরব ! ঐ সখীরা আসিতেছে।

রাজা। বেশত !

তপ। না ! আপনি একটু সরিয়া বসুন।

রাজা। কেন ?

তপ। তবে আমি ওখানে যেয়ে বসি !

রাজা। প্রয়োজন কি ?

তপ। না, আমি ওখানে যাব। (সরিয়া বসিল)

(কমল কুমুদ ও সূর্য্যমুখী পুষ্পে গ্রথিতমাল্য হস্তে প্রবেশানন্তর)

সুপ্রি। কি সখি ?

তপতী সদৃষ্টিক্ষেপে অধমুখী হইল।

প্রবিষ্ট সূত।

সখ্যৌ সদৃষ্টিক্ষেপে লজ্জাবনতা হইল।

রাজা। (দৃষ্টিকরত) সূত! বয়স্য কোথায়?

সূত। তিনি ভগবানের অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছেন।

রাজা। আচ্ছা তুমি গমন কর আমি এখনই কুটীরে যাইতেছি।

সূত। আদেশ শিরোধার্য্য। (প্রস্থান)

রাজা। সুরজে।

সুর। আমরা প্রস্তুত।

রাজা। (তপতীকে) শোভনে দরিদ্রের কুটীরে ও চরণ অর্পণ করিবে কি?

তপ। (অধমুখে) অত্যুন্নত তরুবর ধরাতলাশ্রয় করিলে তরুবরালম্বিনী লতা কি তাঁহার সঙ্গিনী হয় না?

(নিষ্ক্রান্তাঃসর্ব্বে)

ইতি শ্রীবেণীলাল কৃতৌ তপতী নাটকে তপতীলাভো নাম তৃতীয়োঽঙ্কঃ।

চতুর্থোঽঙ্ক ।

অনন্তর প্রবিষ্ট রাজা ও তপতী ।

রাজা । তপতি ! সুরজা ও সুপ্রিয়া কোথায় গেল ?

তপ । অরণ্য ভ্রমণে । কেন ?

রাজা । না, কোন প্রয়োজন নাই । তবে চল আমরাও অরণ্যে ভ্রমণ করি !

তপ । সার্দ্ধদ্বিতীয় প্রহরই বেড়াইবার সময় ।

রাজা । কোমলাঙ্গি ! রৌদ্রোত্তাপ ভয়ে ভীত হওয়া বৃথা ।

তথা,—

বৃহত বৃহতকায় যত তরুকুল,
জননী ধরিত্রী বক্ষ রাখিতে শীতল ।
সহে সবে অবরোধী রৌদ্র রৌদ্রোত্তাপ,
সমাকীর্ণ সর্ব্বস্থানে আতপত্র রূপে ।

অতএব চল সুখে ভ্রমণ করি যেয়ে ।

তপ । (রাজার হস্তধরিয়া চলিতে চলিতে) অরণ্য ভ্রমণ সুখেরই সত্য !

রাজা । সুখদে ! তোমার সহবাসে অসুখ কোথায় ?

তপ । (হাসিয়া) গুরুজন সম্মুখে !

রাজা । রঙ্গিনি ! সে ক্ষণিক ।

তপ । যাই হক্ অসুখ ত !

রাজা । তোমাদের নিকট চিরপরাজিত ।

তপ। (হাসিতে হাসিতে) ঐ দেখুন শিরিষকুসুমে ভ্রমরও পরাজিত।

রাজা। প্রিয়ে ও পরাজয়তা নহে দিব্য রসিকতা।

তথা,—

অতি কোমলত্ব হেতু শিরিষ কুসুমে,
পড়িয়ে অধীর হেতু রৈতে নারে ভৃঙ্গ।
মত্ত রতি প্রার্থি যথা রসিকা কর্ত্তৃক,
পুনঃ পুনঃ নিপাতিত সমুদ্যমে ছলে।

তপ। সুতরাং?—

রাজা। যথা;—

বিশুষ্ক কুসুমোপরি ভ্রমর পতনে,
ঝড়ি পড়ে কিম্বা করে নিরাশায় দূর।
শূন্য বাক্যে, রুষ্ট বাক্যে, কিম্বা পলায়নে,
রস প্রার্থি সুরসিকে অরসিকা যথা।

তপ। যে কোন ব্যবসায়ী ব্যবসিত বস্তুর গুণাগুণ জানিতে অক্ষম সে ব্যবসায়ীর অনুপযুক্ত, অতএব অপদস্থ হওয়াই তাহার উপযুক্ত।

রাজা। সঙ্গত!

তপ। তবে?

রাজা। এই দেখ;—

তরুলতা অলঙ্কার ফল ফুল কুল,
সর্ব্বত্র বিস্রস্ত চারু শ্যাম সমতলে।
কান্তালক শোভীপুষ্প বিলাসান্তে যেন,
অপ্রয়োজনীয় প্রান্তে পতিত শয্যায়।

তপ। স্বার্থ সাধনান্তে এরূপ ব্যবহারই রক্ষকের মহত্ত্বের পরিচয়।

রাজা। সকলের কি ?

তপ। প্রায়।

রাজা। শ্যামল দূর্ব্বাদলাচ্ছাদিত ভূমি ভাগে,
বিকীর্ণ কুসুম কুলে চারু কুসুমিত।
ভেদি লতা চন্দ্রাতপ গভস্তি পতনে,
কুসুমাস্তরন দিব্য বিচিত্র কোমল।

প্রিয়ে এস এখানে বসি।

তপ। এখানে নয়, ঐ হ্রদের তীরে বসিব।

রাজা। আচ্ছা তাহাই ভাল।

তথা,—

কমল কুমুদ গন্ধে চারুজলাশয়ে,
অবগাহনে নিরত দিব্য রস রঙ্গে।
রতিরত চক্রবাক চক্রবাকীসনে,
ওই দেখ অতিসুখে সলিলাভ্যন্তরে।

(বসিলেন)

তপ। অবলার অতি অসুখের।

রাজা। প্রিয়ে স্বাভাবিক স্বভাবে কিছুই কষ্টজনক নহে;

অপিচ ;-

সর্ব্ববিধ রতি রীতি অপেক্ষা ত্রিলোকে,
শৃঙ্গারেতে অদ্বিতীয় প্রকৃত সুখদ।
সর্ব্বোত্তম রীতি রতি সলিলাভ্যন্তরে,
পবিত্র সুখদ অতি [illegible]াগ সুব্রতে।

তপ। নির্লজ্জ।

রাজা। প্রিয়ে লজ্জা কি আমার তোমা অপেক্ষা প্রিয়া যে তাহাকে হৃদয় স্থান দান করত, তোমার সহিত কপটতা করিব ?

তপ। এ অসঙ্গত।

রাজা এও সঙ্গত।

তপ। নলিনে ভ্রমর ?

রাজা। —পতিপ্রিয়া হৈলে নারী সুখী এত ভাবি,
বুদ্ধিমতী কমলিনী মজিল ভ্রমরে।
কুৎসিতে সুন্দরী পেলে যত্নকরে যত,
সুন্দরে সুন্দরী যত্ন তত নাহি করে।

তপ। মজেনাই, রেখেছে।

রাজা। কেন ?

তপ। নিরাশ্রয় হেতু।

রাজা। আর কি ছিল না।

তপ। প্রথমাগত।

রাজা। তথাপি কি গুণে ?

তপ। নিজ দয়াগুণে।

রাজা। হইল।

তপ। অতএব অধীনে।

রাজা। এ, সুখের।

তপ। কি ৰূপে ?

রাজা। যথা,

যথার্থ যে কোন ৰূপ অধীনতা মাত্র,
অতীব অসুখকর জ্ঞানে সকলের।

গুরুত্বে সম্ভ্রমাসুখ লঘুত্বে সে ঘৃণা,
চিরাধীনাধীন থাকা বড়ই সুখের।

তপতী। অধোমুখে গম্ভীরবদনা হইল।

রাজা। (সদৃষ্টিক্ষেপে হাসিতে হাসিতে) সুন্দরি! উপবন কি সুখের?

তথা,

দিনমান সমাগমে,
মেঘ রৌদ্র অসহিষ্ণু, কোমল সুন্দর বপু,
বিরলে বিশুদ্ধ প্রেমে,
চকোর চকোরী সনে, বঞ্চিয়ে লতা ভবনে,
যামিনীতে চন্দ্রালোকে ভ্রমে শূন্য পথে,
সুধায় সুধায় মাতি, বিহারে সন্তোষ অতি,
শীতলে শীতলে অঙ্গ যথা প্রেমরথে।

(চিবুক ধরিয়া) ওই সুখময়ি এরূপ সুখ কি আর কোথাও হয়?

তপ। কেন, সাম্রাজ্যে অত বৈভবের মধ্যেও কি হয় না?

রাজা। এত সুখ কি প্রকারে হইবে?

তপ। লোকে তবে রাজা সুখী, সুখময়ী রাজধানি বলে কেন? রাজা হইতে ইচ্ছা করে কেন?

রাজা। সরলে! সুখ আছে সত্য সে এরূপ সুখ নহে, সে কেবল প্রধান্য জনিত সুখ। সাম্রাজ্যে থাকিলে, সর্ব্বদা পুত্রবৎ প্রজাদিগের সুখ সমৃদ্ধির চিন্তা, অনিষ্ট নাশের চিন্তাও রাজনীতি প্রভৃতি কত রূপ চিন্তার মধ্যে চিন্তিত থাকিতে হয়; সুতরাং এত প্রেমরসে প্লাবিত থাকা যায় না।

(বিদূষক ও সুত সহ প্রবিষ্ট বশিষ্ঠ)

উভয়। স্বসম্ভ্রমে উঠিয়া পাদ বন্দনা করত অভ্যর্থনা করিলেন।

বশি। (বসিয়া) আয়ুষ্মন্! আপনার মঙ্গলত ?

রাজা। ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমরা অমঙ্গল শূন্য আপনার আশ্রমেত কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই ?

বশি। ভারত! আমার আশ্রম নির্ব্বিঘ্নেই আছে। রাজধানিতে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, তজ্জন্য মন্ত্রী আমাকে স্মরণ করত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করায়, আমি আপনাকে হস্তিনা-পুর গমন জন্য অনুরোধ করিতে আসিয়াছি, আপনি স্বয়ং না গেলে কেহই এ অমঙ্গল নিবারণে সক্ষম নহে। আমি রথ ও সৈন্যগণকে প্রেরণ করিতে বলিয়া আসিয়াছি বোধ হয় তাহারা এখনই আসিয়া পঁহুছিবে। অতএব আপনি অবি-লম্বে যাবার উদ্যোগ করুন্।

রাজা। আমার রাজ্য মধ্যে এমন কি বিপদ হইতে পারে যাহা কেহই নিবারণ করিতে পারিল না? দেব! কৃপা করিয়া আজ্ঞা করুন্।

বশি। আয়ুষ্মন! অন্য কোন রূপ বিপদ নহে, কেবল মেঘ-বাহন রাজ্য মধ্যে বারি বর্ষণ করিতেছেন না, এ জন্য অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হওয়াতে প্রজাগণ রাজধানি ত্যাগ করত অন্যত্র গমন করিতেছে, প্রায় হস্তিনাপুর শূন্য হইবার উপ-ক্রম।

রাজা। কেন? সুরপতি যে পৌরব হস্তে পরাজিত হয়ে এত দিন সখ্যভাবে ছিলেন, সে পৌরববীর্য্য কি অল্পকাল

মধ্যেই বিস্মৃত হইলেন? তবে শীঘ্রই স্মরণ করাইতেছি। সূত! ঐ সৈন্য কোলাহল শুনা যাইতেছে প্রস্তুত হও।

সূত। যে আজ্ঞা। (স্বকার্য্যে গত)

তপ। পৌরব! সখিরা কোথায় আমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া কি প্রকারে যাইব।

রাজা। স্নেহ শীলে! ভীতা হইও না, এদিকে সৈন্য কোলাহল শুনিলেই তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইবে।

নেপথ্যে। জয় মহারাজের জয়।

বশি। শক্রতাপন! ঐ সৈন্যগণ আসিয়াছে আপনি পশ্চাদ্বর্ত্তী হউন, আমি অগ্রে গমন করি।

তপতী ও রাজা। (পাদ বন্দনা করত) আদেশ শিরো-ধার্য্য।

বশি। মহারাজের মঙ্গল হউক। (প্রস্থান)

রাজা। বয়স্য প্রস্তুত হও!

বিদু। এত শীঘ্র শীঘ্র প্রয়োজন নাই।

রাজা। কেন?

বিদু। আপনি এখনই গমন করিয়া কি করিবেন?

রাজা। ইন্দ্রকে দমন করিব।

বিদু। যে রমণীর সামান্য কটাক্ষ বাণেই অধীর, বজ্র প্রভৃতি দেবাস্ত্র সমূহ সহ্য করা কি তাহার সাধ্যায়ত্ত?

রাজা। বয়স্য! কটাক্ষ বাণ কি সামান্য?

তথা,

হয় নাই হবে না হেন বজ্র কি শর,
অধীর করিতে যাহে পারে ভূতনাথে।

ত্রিলোক বিনাশি বিষ কণ্ঠাশ্রয় যার,
উমার কটাক্ষ বাণে সেও ত অধীর!

অতএব তুমি কটাক্ষ বাণকে সামান্য মনে করিও না, সুতরাং কটাক্ষ বাণে অস্থির হইলেই সে অক্ষম হয় না!

তথা,

ত্রিলোক সংহার ক্ষম মহাযোগী দিগম্বর শম্ভূ,
অতুল সহিষ্ণু ধীর ত্রিপুরান্তকারী স্মরহর।
যদিও কটাক্ষ বাণে অধীর সে নির্ব্বিকার চেতা,
তথাপি অক্ষম তিনি কোন্ কার্য্যে কাহাকে দমনে?

বিদু। তা হইবে।

রাজা। না হইবে কেন?

বিদু। আপনি রাজধানিতে যেয়েই ইন্দ্রের কি করিবেন?

রাজা। তাহার নিকট দূত প্রেরণ করিব।

বিদু। তাতে কি হইবে?

রাজা। বারি বর্ষণ হইবে?

বিদু। যদি না হয়?

রাজা। তবে যুদ্ধ যাত্রা করত তাহাকে পরাস্ত করিয়া বাধ্য করিব।

বিদু। আমি কিন্তু যুদ্ধে যাইতে পারিব না।

রাজা। কেন?

বিদু। আমি নিশ্চয় যাইব না।

রাজা। তবে যাইতে হইবে না।

বিদু। রক্ষা পাইলাম।

প্রবিষ্ট সূত ও সেনাপতি।

সূত, সেনা। অভিবাদন করত দণ্ডায়মান।

রাজা। সেনাপতি! বশিষ্ঠদেব এখানে আসিয়াছিলেন, তিনি এই মাত্র প্রস্থান করিলেন। আমি তাঁহার নিকট হস্তিনাপুরের সমস্ত সংবাদ শুনিয়াছি, অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, এখনই পুনর্গমনে উদ্যোগী হও, আমিও এখনই রথারোহণ করিতেছি।

সেনা, সূত। আজ্ঞানুবর্ত্তী। (নিষ্ক্রান্তৌ)

তপ। পৌরব! সখিরা যে এখনও আসিতেছে না।

রাজা। প্রিয়ে! ঐ আসিতেছে।

প্রবিষ্টা সুরজা সুপ্রিয়া।

সুপ্রি। সখি! অনেক সৈন্য ও রথ আসিয়াছে, মহা-রাজও ব্যস্ত আমাদের বড় ভয় হইতেছে, কি হইবে?

তপ। সখি! ভয় নাই, এ মহারাজের সৈন্য, এখনই তিনি রাজধানিতে গমন করিবেন, সৈন্যগণ ও রথ আমাদের লইতে আসিয়াছে।

রাজা। বয়স্য! তুমি দেখে এস সকলে পুনর্গমন জন্য প্রস্তুত হইয়াছে কি না!

বিদু। যে আজ্ঞা। (নিষ্ক্রান্ত)

সুর। (হাসিয়ে) সুপ্রিয়ে সখির আহ্লাদ দেখ, আজ সখী রাজপুরে রাণী হইবেন!

সুপ্রি। আমরা সেই সেই হব।

সুর। আমর্ তুই আবার কি হবি?

সুপ্রি। হব না? (হাসিতে হাসিতে তপতীর চিবুক ধরিয়া) তথা,—

যথা কুমুদিনী সখী মলিনা গোধূলী,
কুমুদে শশীর সঙ্গে দেখি সুখী হয়।

সখিরে সম্রাজ্ঞী রূপে মহীপতি সনে,
সুখী হব হেরি তথা রাজ সিংহাসনে।

প্রবিষ্ট সূত।

সূত। ভারতর্ষভ! সকলে প্রস্তুত।

রাজা। তুমি যাও আমি যাইতেছি।

সূত। যে আজ্ঞা। (প্রস্থান)

রাজা। সুপ্রিয়ে এত যে আনন্দ?

সুপ্রি। তা আর জিজ্ঞাসা কেন?

রাজা। এখন সকলে চল।

সুপ্রি। যে আজ্ঞা। (গমনং নাটয়তি।

রাজা। ভত্রিণি! দাস উপস্থিত, রথ প্রস্তুত, গমনের আদেশ হউক।

তপ। যেমন অভিরুচি!

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে)

ইতি শ্রীবেণীলালকৃতৌ তপতীনাটকে বশিষ্ঠ
সমাগমো নাম চতুর্থোঽঙ্ক।



পঞ্চমোঽঙ্ক।

বিচার ভবন মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গ।

মন্ত্রী। নাগরিকগণ এখন পর্য্যন্তও আসিল না বোধ হয় প্রজারা থামিয়াছে।

১ম। নিঃসন্দেহ তাহারা বশিষ্ঠ দেবকে প্রেরণের কথা শুনিয়া আশ্বাসিত হয়েছে, কেননা তাহারা এখনও গমনোদ্যোগী থাকিলে অবশ্য নাগরিকগণ আসিত।

প্রবিষ্ট নাগরিক চতুষ্টয়।

মন্ত্রী। ঐ যে নাগরিকগণ আসিয়াছে। (সদৃষ্টিক্ষেপে) সম্বাদ বল ?

১ম। মন্ত্রী মহাশয়! প্রজারা অদ্য এবং কল্য দুই প্রহর পর্য্যন্ত বিরত থাকিতে সম্মত হইয়াছে, ইতি মধ্যে যদি মহারাজ না আসেন তবে বোধ হয় অপরাহ্ণ সময় আবার পূর্ব্বভাব ধারণ করিবে।

মন্ত্রী। ইহাই যথেষ্ট। মহারাজ অদ্যই আসিবেন, তোমরা প্রজাদিগকে প্রচুর আশ্বাস প্রদান কর যেয়ে।

২য়। মহাশয় আমরাও আশ্বাসিত হইলাম।

৩য়। মন্ত্রী মহাশয় তবে এখন প্রস্থান করিতে পারি ?

মন্ত্রী। আচ্ছা এখন তবে এস!

নাগরিক চতুষ্টয়। অভিবাদন করত প্রস্থান।

মন্ত্রী। অমাত্যবর্গ এক প্রকার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এখন বশিষ্ঠদেব আসিলেই মন সুস্থ হইত।

১ম। যদি তিনি মহারাজের সঙ্গে না আসেন তবে বোধ হয় এখনই আসিবেন।

প্রবিষ্ট বশিষ্ঠ।

সকলে। সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বশি। দীর্ঘায়ু হও! (উপবিষ্ট)

মন্ত্রী। দাস উৎসুক অনুমতি করুন্!

বশি! নিশ্চিন্ত হও! মহারাজ আমাকে অগ্রবর্ত্তী হইতে বলিলেন তিনি রথ ও সৈন্যগণ পঁহুছিলেই প্রত্যাগত হইবেন।

মন্ত্রী। আপনার প্রসাদে নিঃশঙ্ক হইলাম।

বশি। মহারাজ সাম্রাজ্যের অশুভ সংবাদ শুনিবা মাত্র ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হয়েছেন, দেবেন্দ্র শীঘ্র বারিবর্ষণে ব্যাঘাত করিলে বোধ হয় যুদ্ধ উপস্থিত হইবে।

মন্ত্রী। নরসিংহ যাহা করিবেন তাহাই সম্ভব।

নেপথ্যে। জয় মহারাজের জয়।

বশি। ঐ সৈন্যগণের জয় ধ্বনি শুনা যাইতেছে, এবং রথ বেগভরে মেদিনী কম্পিতা হইতেছেন, মহারাজ আগত।

মন্ত্রী। অমাত্যবর্গ প্রস্তুত হও অগ্রসর হই।

১ম। আমরা প্রস্তুত।

মন্ত্রী। তবে চল। (চলিল)

নেপথ্যে। জয় মহারাজের জয়।

মন্ত্রী। চল শীঘ্র চল। (চলিল দ্রুত)

নেপথ্যে। জয় মহারাজ সম্বরণের জয়।

বহির্গত হইয়া।

মন্ত্রী। অমাত্যবর্গ ঐ দেখ।

তথা,—

ভীষণ ঘর্ঘর শব্দ চক্র আবর্ত্তন,
সৈন্যগণ জয় ধ্বনি কোলাহল স্বনে।
নরপতি সমাগত বুঝি সর্ব্বজন,
আশায় হয়েছে তৃপ্ত সবে হর্ষ মনে।
আশ্বস্ত করিছে কেহ পুত্র কন্যাগণে,
কেহ বা আসিছে সুখে রাজ দরশনে।

২য়। প্রজারঞ্জন নৃপতিকে কোন প্রজা দেখিতে ইচ্ছা না করে ?

৩য়। ঐ দেখ মহারাজ রথে উপবিষ্ট।

নাগরিকগণ সদৃষ্টিক্ষেপে।

১ম। দেখ ভাই আমাদের মহারাণী কি সুন্দরী, চক্ষু আর যেন দেখিতে পারে না। উঃ সখী দুইটাও অপ্সরা নিন্দিত।

২য়। হা ভাই বড় সুন্দরী, ঐ রথ থামিয়াছে চল এগিয়ে দেখি।

(অগ্রসর)

অবতরণান্তর।

রাজা। প্রিয়ে তুমি সখী সমভিব্যহারে অন্তঃপুরে গমন কর। আমি কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে যাইতেছি।

তপ। আমরা যাইতেছি, আপনি বিঘ্ননাশ করুন্।

রাজা। রমণীয় রমণী।

তপ। (হাসিয়া) সখি এস।

প্রবিষ্ট কৌঞ্চুকী।

রাজা। কৌঞ্চুকী! তুমি তপতীকে সমভিব্যহারে লইয়া অন্তঃপুরে রাখিয়া এস।

কৌঞ্চু। যে আজ্ঞা। (প্রস্থান)

রাজা। মন্ত্রী! আমি বশিষ্ঠদেব প্রমুখাৎ রাজ্যের সমস্ত ঘটনাই শুনিয়াছি, কিন্তু কি জন্য ইন্দ্র বারি বর্ষণ করিতেছেন না, ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, সুতরাং সহসা যুদ্ধার্থি হওয়া অকর্ত্তব্য, অতএব প্রথমে এক জন দূত প্রেরণ করা যাউক, তদুত্তরে যা হয় করা যাইবে।

(বলিতে বলিতে প্রবিষ্ট বিচার ভবনে)

মন্ত্রী। ইহাই উচিত সিদ্ধান্ত।

সিংহাসনে উপবেশনান্তর।

রাজা। দূত।

দূত। আদেশার্থি।

রাজা। তুমি শীঘ্র দেবেন্দ্র সমীপে যেয়ে বল, "সম্বরণ দেশে আসিয়াছেন হয় আপনি অচিরে বারি বর্ষণ করিবেন, নতুবা সমর ভূষণে সজ্জিত হইবেন"।

তথা,—

সসাগরা পৃথিবীস্থ যত নৃপ, রাক্ষস, দানবে,
বিজিত এ বাহুবলে কত মহাতেজা রাজগণ।
পরাভূত যে পৌরব হস্তে পূর্ব্বে কি ভয় সে দেবে,
দেখিব অমরগণ অমরেন্দ্র কত বীর্য্যবান্?

দূত। আদেশ শিরোধার্য্য। (নিষ্ক্রান্ত)

রাজা। দৌবারিক শীঘ্র সারথি সেনাপতিদিগকে আহ্বান কর।

দৌবা। মস্তক অবনত করিয়া প্রস্থান।

রাজা। মন্ত্রী! প্রজাদিগকে আশ্বস্থ করিবার জন্য এখনই কয়েক জন দূত আহ্বান করত নগরে প্রেরণ কর।

মন্ত্রী। নরেন্দ্র! এই মাত্র নগর পালের প্রেরিত লোক আসিয়া বলিয়া গেল যে তাহারা রাজধানি পরিত্যাগ সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে। তাহারা আপনার আগমন সংবাদেই আশ্বস্থ হইয়াছে।

রাজা। তবে আর প্রয়োজন নাই।

প্রবেশানন্তর।

সারথি ও সেনাপতি। অভিবাদন করত দণ্ডায়মান।

রাজা। (সূত ও সেনাপতিকে লক্ষ্য করত) তোমরা পুনর্ব্বার রথ ও সৈন্যদিগকে সুসজ্জিত করিয়া প্রস্তুত হইবে, যদি ইন্দ্র যুদ্ধার্থি হন, তবে সংবাদ পাওয়া মাত্র ওজর না থাকে।

সার সেনা। আদেশানুযায়ী। (প্রস্থান)

পুনঃ প্রবিষ্ট বশিষ্ঠ।

সকলে। গাত্রোত্থান করত অভিবাদন করিল।

রাজা। (পাদ বন্দনা করত) দেব এখন কোথা হইতে আগমন হইল?

বশি। আমি আপনার নিকট হইতে রাজধানিতে আসিয়া আর আশ্রমে গমন করি নাই, তবে ইতি মধ্যে সায়হ্ন কৃত্য সমাপন জন্য যমুনা তীরে গমন করিয়াছিলাম।

রাজা। (আসন প্রদানান্তে) উপবেশন করুন্।

সকলে স্বস্ব আসনে উপবেশন করিল।

মন্ত্রী। ভগবানের এ যাবৎ অদর্শনে আমি মনে করিয়াছিলাম আপনি আশ্রমে প্রতি গমন করিয়াছেন।

বশি। না, আমি কেবল ইন্দ্র সমীপে প্রেরিত দূতের আগমন প্রত্যাশায়ই এতক্ষণ রহিয়াছি। দূত এখনও প্রত্যাগমন করে নাই কি ?

রাজা। দেব না। বোধ হয় এখনই আসিবে।

প্রবেশানন্তর।

দৌবা। রাজেন্দ্র! দূত দ্বারে দণ্ডায়মান।

রাজা। আসিতে দেও।

দৌবা। অবনত মস্তকে প্রস্থান।

সকলে। মার্গাবরোধী নয়নে।

প্রবিষ্ট দূত।

রাজা। দূত ইন্দ্র কি বলিলেন।

দূত। মহারাজের আদেশ অনবমাননীয়। মহেন্দ্র বলিলেন, আপনাকে রাজধানিতে প্রত্যানয়ন জন্যই তিনি বারি বর্ষণ বন্ধ করিয়াছিলেন, এখন আর ত্রুটি হইবে না।

রাজা। নির্ব্বিঘ্ন।

বশি। মহারাজ! আপনার মঙ্গল হউক! আমি এখন আশ্রমে গমন করি ?

রাজা। ভগবানের অনুগ্রহ। (অভ্যুত্থিত)

(সকলে দাঁড়াইল নিষ্ক্রান্ত বশিষ্ঠ)

রাজা। মন্ত্রী! অদ্য রাত্র হইয়াছে এখন আমি অন্তঃপুরে গমন করি কল্য অন্যান্য সমস্ত বিদিত হইব।

নিষ্ক্রান্ত।

মন্ত্রী। রাজাই রাজ্য রক্ষণে সক্ষম।

নিষ্ক্রান্তাঃসর্ব্বে।

পরিবর্ত্তিত পটে অন্তঃপুর।

সুর। মহারাজ এখন ও আসেন না কেন?

সুপ্রি। বোধ হয় এখনই আসিবেন। (তপতীকে) ভাল সখি এখন তোমার কোথায় বাস করিতে ইচ্ছা হয়, সেই অরণ্যে, না এই রাজপুরে?

তপ। তোমাদের যেখানে ইচ্ছা হয়!

সুপ্রি। না, সত্য বল?

তপ। অরণ্যে।

সুপ্রি। রসিকতা কেন, ঠিক বল না?

তপ। তবে এখানে।

সুপ্রি। আবার তবে কেন, বল না?

তপ। রাজার সঙ্গে, তোমাদের সঙ্গে যেখানে থাকি সেখানে।

সুপ্রি। এতক্ষণে;—

প্রবেশানন্তর।

রাজা। সুপ্রিয়ে! কি হচ্ছে?

সুপ্রি: না, হবে কি? আপনিই অনুপস্থিত।

রাজা। কেন? এই যে।

সুর। রাজন্! অনাবৃষ্টি নিবারণ হৈল কি?

রাজা। হা, দূত প্রেরণ করিবা মাত্র ইন্দ্র বারিবর্ষণে সম্মত হইয়াছেন।

সুর। সুপ্রিয়ে! চল।

সুপ্রি। কোথায়?

সুর। বাগানে।

রাজা। দাঁড়াও আমরাও যাইতেছি।

তপ। আমি যাব না।

সুর। না, আমরাও তবে বাগানে যাব না। সুপ্রিয়ে চল না।

(প্রস্থিতৌ।)

তপ। পৌরব! দূত যেয়ে মহেন্দ্রকে কি বলিল?

রাজা। আমি দূতকে বলিতে বলিয়াছিলাম যে "হয় তিনি বারি বর্ষণ করিবেন নতুবা সমর ভূষণে সজ্জিত হইবেন" এই কথা বলাতেই তিনি সম্মত হইয়াছেন।

তপ। আপনি মঙ্গলময় আপনার আগমনে অমঙ্গল থাকিবে কেন?

রাজা। মঙ্গল ময়ি! তাহা নহে, সর্ব্ব মঙ্গলা রূপিনী তোমার আগমনেই অমঙ্গলা পলায়ন করিয়াছেন।

তপ। তা কি হয়? আপনি না আসিলে কেবল আমি আসিলে কি ইহা হইত?

রাজা। প্রিয়ম্বদে!

তথা,—

নিশ্চিত সর্ব্বদা দাস প্রভুরানুগামী,
যেহেতু অক্ষম প্রভু স্বকার্য্য সাধনে।
সুতরাং যেখানে প্রভু দাস সেখানেই,
অতএব তোমা ছাড়া কভু নহি আমি।

প্রিয়ে। একবার বাগানে যাই চল।

তপ। এত দিনে কি এক দিনের জন্যও কাননের সাধ গেল না?

রাজা। যাবে কেন? এ যে বিজনেরই সাধ। চল!

তপ। (হাস্য মুখে যাইতে যাইতে) পৌরব! আজ শরীর পরিক্লীষ্ট রাত্রিও অধিক হইয়াছে, ভ্রমণে ইচ্ছা হইতেছে না।

রাজা। অবলে! ভ্রমণে প্রয়োজন নাই, উদ্যানে বসিয়া কিঞ্চিৎ কাল বায়ু সেবন করিব।

তপ। তাও ইচ্ছা হয় না।

প্রবেশানন্তর।

রাজা। শোভনে! এ উদ্যানে কি তোমার বসিতে ইচ্ছা হয় না?

তপ। না হবে কেন? এ যে ভুতলে নন্দন বন।

রাজা। বিদ্রুপ কেন?

তপ। ভাল কথাই বিদ্রুপাত্মক।

রাজা। প্রিয়ে! দেখ দেখ।

তথা,—

সুস্বচ্ছ মেঘান্তরালে বিরাজে চন্দ্রমা,
মরি কি উদ্যান শোভা অপূর্ব্ব কেমন?
তুরস্থ আলোকেস্থিত সুবদনী শ্যামা,
অল্পলোহিতাক্তমুখী সুকেশিনী যেন।

তপ। মূর্চ্ছিত হন না যেন।

রাজা। রঙ্গিনি! মুর্চ্ছা সে অবধীই চিরমুর্চ্ছিত।

তপ। পৌরব!

কোকিল কদম্ব শাখে কেশরান্ত রালে,
আর পাখী নিজনীড়ে ডাকে মধুস্বরে।

রাত্র দ্বিতীয় প্রহর হইয়াছে আর ইচ্ছাহইতেছে না।

রাজা। চল তবে।

তথা,—

যারসুখে হবসুখী সে হৈলে অসুখী,

সে কি কভু হয় সুখী যে সুখ প্রত্যাশী?

(বাতায়ন পথোন্মুক্ত শয়ন কক্ষে প্রবিষ্ট ও নিদ্রিত হইলেন)

প্রবেশানন্তর।

১ম বন্দি। ওহে রঙ্গদেখ।

তথা,—

দিবসে প্রসুত ধনী ভানু দিননাথ,

পিতৃ মাতৃ আগমন দেখি কুমুদিনী।

"যাও শীঘ্র" বলে লাজে ইন্দুপ্রাণ নাথে,

লুকাইল দায় ইন্দু সুখতেজ হীন।

২য়। কি গাইবে?

১ম। আসিতে আসিতে যেটা রচিয়াছি সেই টাই।

২য়। আচ্ছা তবে গাও।

উভে। সমস্বরে।

ঊষার অঞ্চলে মুখ পুঁছিছে তপন,

শ্বশুর আগত এবে উচিত উত্থানে।

ফুটিতেছে কমলিনী তরুণী শ্বাশুড়ী,

হাসিবে বাসরে হেরি বিকচ বদনে।

সপ্নছলে ভুলিসবে নির্ভয় নিদ্রায়,

জাগ্রত হইয়া সবে করুন সভয়॥

প্রস্থিতৌ।

রাজা। (গাত্রোত্থান করত তপতীর প্রতি সদৃষ্টি, ক্ষেপে) কি আশ্চার্য্য!

তথা,—

অপূর্ব্ব ভাবিনী একি আমার তপতী?
একি সুমাধুরী, দেখিনাই আর কভু।
হয় কি সুসুপ্তে বর্দ্ধিত শুষুমা? যথা
সুরম্য বসন্তে সব, শশাঙ্ক শরতে?

নেপথ্যে।

সুপ্রি। আমি যাই তুমি এস।

রাজা। (সুপ্রিয়া আগত বিলোকনে) আর দেখা হইল না।

নিষ্ক্রান্ত।

প্রবেশানন্তর।

সুপ্রি। (তপতীকে নিদ্রিতা ও শ্লথ বস্ত্রাদর্শনে) বেলা হৈয়েছে, মহারাজ চ'লে গেছেন, সখী এখনও নিদ্রায়। আচ্ছা থাক্।

(বলিয়া পার্শ্বে উপবেশনান্তর অঙ্গবস্ত্র বিন্যস্ত করিতে লাগিল)

তপ। (সশঙ্কোচে বস্ত্রাকর্ষণ করিতে করিতে উঠিয়া, সুপ্রিয়াকে দৃষ্টি করত নিঃশঙ্ক ভাবে বসিল)

সুপ্রি। কি সখি আজ যে এত দীর্ঘ নিদ্রা?

তপ। কাল বাগানে বেড়াইতে রাত্রি অধিক হইয়াছিল।

প্রবেশানন্তর।

রাজা। সুন্দরি! নিদ্রাদেবী কি এতক্ষণে তোমার রূপ দেখিতে দেখিতে আশা অপূর্ণ বুঝিয়া লাজে লুকায়েছেন?

অথবা ;—

করিতে কি লাজে ম্লানা আঁখি দুটি মেলে,
ত্রিলোক রমণী কুলে উঠিলে সুমুখি ?
কেন আমি ভাবি নৈলে মলিনা সকলে,
হয় কি নিস্তেজ তারা অনুদয় শশী ?

প্রিয়ে। তবে এখন বিচার ভবনে যাই ?

তপ। মঙ্গল হউক্।

রাজা। তোমারই প্রতিনিধি।

নিষ্ক্রান্ত।

তপ। চল সখি আমরাও যাই।

প্রস্থিতৌ।

পরিবর্ত্তিত পটে বিচারালয়।

প্রবেশানন্তর।

দৌবা। নরাধিপ। হিমালয় প্রদেশ হইতে দূত আসিয়াছে দ্বারে দণ্ডায়মান।

রাজা। লইয়া আইস।

দৌবা। অবনত মস্তকে প্রস্থান।

রাজা। মন্ত্রী, হিমালয় প্রদেশ হইতে দূত আসিবার কারণ কি, পূর্ব্বে কি কিছু শুনিয়াছ ?

মন্ত্রী। ইতি পূর্ব্বে কিছুই শুনি নাই কিন্তু বোধ হয় পুনর্ব্বার দৈত্যগণ বিদ্রোহী হইয়াছে নতুবা আর কি হইতে পারে ?

(প্রবিষ্ট দূত)

রাজা। দূত দৈত্যদেশের সম্বাদ কি ?

দূত। (অভিবাদনান্তর) পৃথিবীপতে, দৈত্যদেশস্থ

সেনাপতি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, দৈত্যগণ অত্যন্ত প্রবল হইয়া বিদ্রোহী হইয়াছে, তিনি কোন রূপে তাহা-দিগকে নিবারণ করিতে পারিতেছেন না, দানবাত্যাচারে সেখানে থাকাই দুষ্কর হইয়াছে, এমন কি এভাবে অধিক দিন সেখানে থাকিতে হইলে প্রাণ রক্ষা পাওয়া সন্দেহ। অতএব তিনি সত্বরই ইহার প্রতি বিধান করিতে বলিয়াছেন।

রাজা। দূত তুমি এখনই পুনর্গমন করিয়া তাহাকে নির্ভয় কর! বলিবে, আমি শীঘ্রই সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইতেছি।

দূত। আজ্ঞানুবর্ত্তী। (অভিবাদন করত নিষ্ক্রান্ত)

রাজা। দৌবারিক সারথি ও সেনাপতিদিগকে আনয়ন কর।

দৌবা। মস্তক অবনত করিয়া প্রস্থান।

রাজা। মন্ত্রী আমি অদ্যই অপরাহ্ণে দৈত্যদেশে গমন করিব, রাজ্যভার পুনর্ব্বার তোমার হস্তে সংন্যস্ত রহিল।

মন্ত্রী। ভারত, পাঞ্চালরাজ প্রায় সমস্ত দাক্ষিণাত্য জয় করিয়াছে, ইহারও শীঘ্রই কোন বিধান করা উচিত।

রাজা। কি পাঞ্চালরাজ দাক্ষিণাত্য জয় করিয়াছে? এখন কি করি? অগ্রে নিরাশ্রয় সেনাপতিকে রক্ষা করাই কর্ত্তব্য।

তথা,—

উপস্থিত কার্য্য অগ্রে করি সমাহিত,
বিলম্ব সহিষ্ণু কার্য্য তৎপরে কর্ত্তব্য।
আশু প্রাপ্ত বিঘ্ননাশ করে অগ্রে ধীর,
রক্ষান্তে শরণাগতে আত্ম রক্ষা বিধি।

বিশেষ বোধ হয় তাহারা এখন আর অগ্রসর হইবে না, তবে আমি সত্বরই প্রত্যাগমন করিয়া পাঞ্চাল রাজকে দমন করিব।

মন্ত্রী। দৈত্যদেশীয় সেনাপতি যেরূপ বিষম অবস্থায় পতিত তাহাতে অগ্রে সেখানে যাওয়াই উচিত।

(প্রবিষ্ট সূত সেনাপতি)

সূত, সেনা। অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান হইল।

রাজা। তোমরা অগ্রেই সুসজ্জিত হইবে, অদ্যই অপ-রাহ্নে দৈত্যদেশে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে।

সূত, সেনা। আদেশানুযায়ী। (নিষ্ক্রান্তৌ)

রাজা। মন্ত্রী! তোমরা সকলেই গমন সময় উপস্থিত থাকিতে ত্রুটি করিবে না। আমি এখন অন্তঃপুরে চলিলাম।

নিষ্ক্রান্ত।

মন্ত্রী। আমরাও চল এখন যাওয়া যাক।

সকলে প্রস্থান।

পরিবর্ত্তিত পটে অন্তর মহল!

তপ। সখি! বেলা হয়ে গেল এখনও আসেন না কেন?

সুর। (রাজার আগমন শব্দ প্রাপ্তে) সখি! চিন্তা নাই ঐ স্মরণ মাত্রই আগত।

প্রবিষ্ট রাজা।

সুপ্রি। (ক্রোধ ছলে) আপনি এত বিলম্বে এলেন কেন? এদিকে যে ভেবে অস্থির, মনে থাকে না কি?

রাজা। ভুলিতে কি আমার সাধ্য?

তথা,—

(তপতীর চিবুক ধারণ করত)

মানস মনের মম তুমি মনময়ী,
উন্মত্ত বিমন মন, অন্য দূরে সব।
আপনাকে ভুলে তবু ভুলে না যাহাকে,
স্বভাবে যেমন তারে পারে কি ভুলিতে ?

(চিবুক পরিত্যাগ করত সদৃষ্টিক্ষেপে) কিন্তু সুপ্রিয়ে জঙ্গলেই মঙ্গল ছিল।

সুপ্রি। কেন, এখানে আবার কি অমঙ্গল হইল ?

রাজা। না, অমঙ্গল কিছু নহে, তবে দৈত্যদেশ হইতে দূত আসিয়াছিল, দৈত্যদেশীয় সেনাপতি দৈত্য কর্ত্তৃক ভয়ানক রূপে আক্রান্ত অতএব অদ্য অপরাহ্নেই আমার তথায় যুদ্ধ যাত্রা করিতে হইবে। (প্রিয়া হস্ত ধরির) হায়! রাজ্যে আসিতে আসিতেই কি না তোমাকে ছাড়িয়া দূরে যাইতে হইল!

সুর। রাজত্ব করিতে হইলেই সকল দিক রক্ষা করিতে হয়।

রাজা। (হাসিয়া) বুদ্ধিমতী কি না!

পরিহার।

সুপ্রি। সখি দেখ দেখ, সখী একেবারে ভাবি বিরহের প্রস্তাবেই কেমন মলিনা হইয়াছে। রাজা গেলে না জানি কি হইবে।

সুর। আর কি হবে, আমাদের সঙ্গে থেকে একটু সহ্য করিবে!

সুপ্রি। সুরজে! সখীর মুখখানি যেন ভাবি বিরাহা-

শঙ্কায় সদ্য সুপ্তোত্থিতার ন্যায় ঈষৎ লোহিতাক্ত হয়েছে, মরি কি মনোজ্ঞ দৃশ্য!

তপ। তোরা দেখ্‌ছি এখানে থাক্‌তে দিলিনে।

গমনোদ্যতা।

উভে। না, সখি কোথা যাও। (সুরজা ধরিয়া) ছি, বস আমরা দুই একটা কথা বলি তাতে অমন কল্লে কি চলে?

তপ। বসিল।

উভে। সখি আমরা আসিতেছি।

প্রস্থিতৌ।

তপ। (আত্মগত) ওরা অমন ক'রে কোথায় গেল?

পুনঃ প্রবেশানন্তর।

রাজা। প্রিয়ে এভাব কেন? ব্যাকুলা হইওনা, আমি অতি সত্বরই আবার মিলিব।

তপ। না, ব্যাকুলা হইব কেন?

রাজা। (হস্ত ধরিয়া) সময় উপস্থিত তবে এখন বিদয় দেও।

তপ। (অধোমুখে) কুশলে যুদ্ধ জিনিয়া প্রত্যাবৃর্ত্ত হউন।

রাজা। (হাস্য মুখে) সর্ব্বজয়ী সম্বরণ বিজয়িণি। তুমি অনুকুল থাকিলে এ বাহু ত্রিভুবন জয়ী।

নিষ্ক্রান্ত।

তপ। যাই দেখি সখিরা কোথায় গেল।

বিনিষ্ক্রান্তা।

ইতি শ্রীবেণীলাল কৃতৌ তপতীনাটকে দৈত্যদেশে প্রস্থানো নাম পঞ্চমোঽঙ্ক।

ষষ্ঠমোঽঙ্ক।

পঞ্চাল রাজধানি।)

(রাজা বিচারাসনে মন্ত্রী ও সভাসদগণ উপবিষ্ট।)

রাজা। মন্ত্রী! হস্তিনাপুর যে গুপ্তচর প্রেরণকরা হইয়াছিল সে আজও আসিতেছে না কেন? প্রায় তিন চারি দিন হইয়া গেল, এত বিলম্ব দেখিয়া কার্য্যসিদ্ধির পক্ষে আমার সন্দেহ হইতেছে। (প্রবিষ্ট দৌবারিক।)

দৌবা। (অভিবাদন করত) ভুমিপতে দূত দ্বারে দণ্ডায়মান যে হস্তিনাপুর প্রেরিত হইয়াছিল।

রাজা। আসিতে দেও।

দৌবা। যে আজ্ঞা। (প্রস্থান।)

সকলে। নীরবে উপবিষ্ট। (প্রবিষ্ট দূত।)

দূত। প্রণামান্তে দণ্ডায়মান।

রাজা। দূত তোমার আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন?

দূত। নরাধিপ! আমি যে দিবস হস্তিনাপুর পহুছিলাম তৎপর দিনই মহারাজ সম্বরণ প্রত্যাগমন করিয়াছেন তাহাতে রাজ্যমধ্যে হুলস্থুল পড়িয়াগেল, সুতরাং বিশেষ রূপে দেখিয়া জানিয়া আসিতেই বিলম্ব হইয়াছে।

রাজা। আচ্ছা বিশেষ কি জানিলে যথাযথ বর্ণনা কর।

দূত। নরনাথ, মহারাজ সম্বরণ সন্ধ্যার সময় প্রত্যাগত হইয়াই প্রথমে ইন্দ্র সমীপে দূত প্রেরণ করিলেন এবং দূতকে বলিয়া দিলেন যে, "তুমি ইন্দ্রকে বলিবে, হয় তিনি সত্বরই

বারিবর্ষণ করিবেন নচেৎ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবেন” দূত গমন করত কিয়ৎক্ষণ পরে আসিয়া বলিল, “ইন্দ্র বারিবর্ষণ করিতে সম্মত হইয়াছেন” দূত এই কথা বলিলে “কল্য সমস্ত অবগত হইব” মন্ত্রীকে এই কথা বলিয়া নৃপতি অন্দরমহলে প্রবেশ করিলেন।

পরদিবস নরেন্দ্র সভাসীন হইলে, দৈত্যদেশ হইতে এক দূত আসিয়া সম্বাদ জানাইল যে দৈত্যগণ ভয়ানকরূপে বিদ্রোহী হইয়াছে, এমন কি তাহাদের অত্যাচারে দৈত্য দেশীয় সেনাপতির সেখানে থাকাই দুষ্কর হইয়াছে, ইহা শুনিবামাত্র ভূপতি সেনাপতি দিগকে আহ্বান করত সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন এবং অপরাহ্নেই যুদ্ধযাত্রা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। এমন সময় মন্ত্রী বলিল যে, পাঞ্চালরাজ সমস্ত দাক্ষিনাত্য জয় করিয়াছে ও অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে, তাহাকে শীঘ্র দমন করাই কর্ত্তব্য হইতেছে, এতাবৎ শ্রবণ করিয়াই অমনি নৃপতি ক্রোধবিকম্পিত স্বরে বলিলেন, “কি পাঞ্চালরাজ দাক্ষিনাত্য জয় করিয়াছে”? এই কথা মাত্র বলিয়া কিঞ্চিৎকাল নিস্তব্ধ ভাবে রহিলেন, অনন্তর মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “মন্ত্রী যাহক নিরাশ্রয় দৈত্য দেশীয় সেনাপতিকেই অগ্রে এ অতি বিষম বিপদ হইতে উদ্ধার করা উচিত, তাই অদ্য আমি সেখানে [illegible] হইব! কিন্তু অচিরেই ফিরে এসে পাঞ্চাল রাজকে বিশেষ [illegible] দমন করিব।” ইহা বলিয়া অন্তঃপুরে গেলেন এবং অপরাহ্নেই দৈত্যদেশে প্রস্থান করিলেন। দৈত্য দেশে গমন সময় আমি যেরূপ যুদ্ধ দুর্ম্মদ সৈন্যবৃন্দ দেখিলাম তাহাতে বোধহয় ঐ সৈন্যগণ হস্তিনাপুরে থাকিতে কখন হস্তিনাপুর জয় করা যাইবেনা। এখন অতি অল্প সংখ্যক

সৈন্যই রাজ্য রক্ষার্থ রহিয়াছে, রাজধানি জয় করিতে হইলে এখনই আক্রমন করা উচিত কেননা এ সুযোগ গেলে বোধ হয় এরূপ সুযোগ আর ঘটিবে না, এখন যাহা কর্ত্তব্য হয় বিবেচনা করুন।

রাজা! মন্ত্রী! দূত যাহা বলিল ইহা অসঙ্গত নহে তবে এখন কি কর্ত্তব্য স্থির কর।

মন্ত্রী। রাজন্! আমার মতে এ অবসরে আক্রমন করাই সম্পূর্ণ সুবিধাজনক, কেননা এখন যদি নগর অধিকার করিতে পারি এবং তথায় একটু স্থির হইতে পারি, তবে সম্বরণ দৈত্য দেশ জয় করিয়া আসিয়া, একে প্রথমে স্থির হইতে পারিবেন না এবং দৈত্য সমরেও সৈন্যগণ ক্লান্ত হইবে, সুতরাং সেই ক্লান্ত সৈন্য দ্বারা তখন আমাদের জয় করা কষ্টসাধ্য হইবে, এমন কি বোধ হয় পারিবেন না। এখন নগর রক্ষার্থ ও অল্পসংখ্যক সৈন্যই রহিয়াছে তাহাদিগকে জয় করাও কষ্ট সাধ্য হইবে না, অতএব এই সুবিধার সময় আক্রমন করাই কর্ত্তব্য; এখন আপনার অভিরুচি!

রাজা। তুমি যাহা বলিলে সকলই সত্য এরূপ সুযোগও যে আর কখন মিলিবে তাহাও বোধ হয় না, সুতরাং এই সময় আক্রমণ করা সর্ব্বতোভাবে উচিত, কিন্তু কিছুতেই যেন আমার বিশ্বাস হইতেছে না যে এই জয়ের পরিণাম ভাল।

মন্ত্রী। পরিণাম ভাল কি মন্দ তাহা অগ্রে কে নিশ্চয় বলিতে পারে? বিশেষ এখন আমাদের আরো দেখিতে হইতেছে, যদি আমরা এখন আক্রমণ না করি, তবু সে যে দৈত্য দেশ জয় করিয়া আসিয়া আমাদিগকে দমন করিবে ইহা নিশ্চয়, তবে এ আক্রমণে এপক্ষেরও সুবিধা দেখা যায়,

কেননা স্বনগর উদ্ধার করত স্থির না হইয়া ত আর আমাদি-গকে আক্রমণ করিতে পারিবেন না, সুতরাং কত বিলম্ব হইয়া পড়িল!

তথা,—

সময় পেলেই কার্য্য হ'তেপারে কোন,
সময় গুণেই হয় সুযোগ দুর্য্যোগ।
বাঁধিতে বাঁধিতে বন্ধ হয় অতি দৃঢ়,
উদ্যমে বাঁধায় কার্য্য নষ্ঠ সম্ভাবিত॥

ইহাতে অন্য যত দূরে থাক, বাঁধা দেওয়া ত হইবে, সুতরাং এখনই আক্রমণ করা কর্ত্তব্য।

রাজা। তুমি যাহা বলিলে কর্ত্তব্য পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই সর্ব্ব প্রকারে সঙ্গত এবং এই সুসময়, সুতরাং আমি স্বয়ংই হস্তিনাপুর জয়ে গমন করিব।

মন্ত্রী! আপনার যাওয়া কর্ত্তব্য, কেননা তাহাতে সমস্ত কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হইবে।

রাজা। সুযোগ বহুক্ষণ স্থায়ী হয় না, অদ্যই অপরাহ্নে যুদ্ধযাত্রা করিব। সেনাপতি ও সারথি দিগকে ডাক!

মন্ত্রী। আদেশ হইলেই হইতে পারে। দৌবারিক. লক্ষ্যে) দৌবারিক শীঘ্র সেনাপতি ও সারথি প্রধানদ্বয়কে লইয়া আইস।

দৌবা। যে আজ্ঞা প্রস্থান।

সকলে। নীরবে। (প্রবিষ্টসূত সেনাপতি।)

সূত। অভিবাদন করিয়া দণ্ডায় মান।

রাজা। অদ্য হস্তিনাপুর জয়ে গমনকরিতে হইবে, তোমরা রথ ও সৈন্যদিগকে প্রস্তুত করত ওজর শূন্য রহিবে।

সুতসেনা। আজ্ঞানুবর্ত্তী। (প্রস্থান।) (সভাভঙ্গ সূচনা।

রাজা। মন্ত্রী উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইতে যেন ত্রুটি হয় না।

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।)

(পরিবর্ত্তিত পটে অন্তঃপুর)

(অপরাহ্ণে পাঞ্চালরাজ ও রাজমহিষী।

রাজা। প্রিয়ে তবে কিছু দিনের জন্য বিদয় দেও, আমার হস্তিনাপুর জয় করিতে যাইতে হইবে, সুসজ্জ সৈন্যগণ আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

মহি। কে বলিল ?

রাজা। প্রিয়ে একি রকম কথা ?

মহি। আমিও ত বুঝিতেছি না তুমি কি রকম বলিলে ?

রাজা। আমি সত্য কথাই বলিয়াছি।

মহি। আমি কি মিথ্যা বলিয়াছি ?

রাজা। সে কি ?

মহি। (হাসিয়া) তুমি কি বল ?

রাজা। (হাসিয়া) ওই কৌতুক প্রিয়ে এ কি কৌতুকের সময় ?

মহি। (হাসিয়া) আমি কৌতুক করি কি ?

রাজা। তবে কি ?

মহি। তুমি যা বল।

রাজা। যাক্ এখন বিদয় দেও।

মহি। (হাসিয়া) কোথায় ?

রাজা। আমি যে বলিয়াছি তুমি কি তা শুন নাই ?

মহি। শুনিব কি ?

রাজা। আমার হস্তিনাপুর জয় করিতে যাইতে হইবে এখন যাবার সময় হইয়াছে সৈন্যগণ সজ্জিত; তুমি অনুমতি করিলেই হয়?

মহি। ইহা কি যথার্থ?

রাজা। সরলে তুমি কি ইহা কৌতুক মনে করিয়াছ?

মহি। আমি প্রথমত হঠাৎ শুনিয়া মনে করিয়াছিলাম এ রণ নয় রঙ্গ!

(প্রবিষ্ট দৌবারিক)

দৌবা। নরেন্দ্র, আপনার বিলম্ব দেখিয়া মন্ত্রী মহাশয় আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, রথ ও সৈন্যগণ দ্বারে দণ্ডায়মান বেলাও অবসান হইতেছে।

রাজা। দৌবারিক, তুমি বল যেয়ে আমি এখনই আসিতেছি।

দৌবা। আজ্ঞা বহ। (প্রস্থান)

রাজা। প্রিয়ে শুনিলে ত?

মহি। এরূপ হঠাৎ হস্তিনাপুর জয় যাবার কারণ কি?

রাজা। হস্তিনাপুর যে গুপ্ত চর প্রেরণ করিয়াছিলাম, সে অদ্য আসিয়াছে তাহার কথা শুনিয়া ইহা স্থিরিকৃত হইয়াছে। বিশেষ সে দেশ জয় করিতে এখনই সুবিধা। সেই জন্যই সত্বর যাইতেছি।

মহি। সুবিধা কি রকম?

রাজা। সরলে সে অনেক কথা এখন বলিবার সময় নাই; (তৎকালজাত মুখ ভাবাবলোকনে)

পাণ্ডুর বদন আহা কি হৃদয় গ্রাহী,
কাতরতা প্রকাশক দুঃখে লোলো আঁখি।

অধোমুখে কি অপূর্ব্ব ভাব দ্রবকারী,
অদ্ভুত পদার্থ তুমি ত্রিভবে রমণী।

তবে বলি শুন, হস্তিনাপুরাধিপতি এখন দেশে নাই ও প্রায় সমস্ত সৈন্য তাহার সঙ্গে গিয়াছে, অল্পমাত্র সৈন্য রাজ্য রক্ষার্থ রহিয়াছে, তাহাদের অনায়াসেই জয় করা যাইবে। এই সুবিধা।

মহি। রাজা কোথায় গিয়াছেন?

রাজা। তিনি দৈত্যদেশ জয় করিতে গিয়াছেন। প্রিয়ে! এখন আর বিলম্ব করিতে পারি না, তোমাকে প্রত্যাগমনান্তে সমস্ত বলিব, এখন ক্ষমা কর, যাইতে আদেশ কর।

মহি। নাথ! আমি বলিতে পারিতেছি না, বলিব মনে করিলেই হৃদয় অসহ্য আঘাত লাগে, কণ্ঠবদ্ধ হইয়া যায়, কি প্রকারে বলিব? আর বোধ হয় তোমাকে বিদয় দিয়া দর্শন স্পৃহা প্রবাহের বেগ সহ্য করিতে পারিব না।

রাজা। বিরহ বিধুরে! না করিলে চলিবে কেন? আমি যত শীঘ্র পারি প্রত্যাগমন করিব। (চিবুক ধরিয়া) আমি কি তোমায় ছাড়িতে দুঃখিত নই?

মহি। আর কি করিব!

রাজা। বল প্রিয়ে এখন আসি, তোমার মলিন মুখ আর দেখিতে ইচ্ছা হয় না। ও মুখ মালিন্যে, আমার সকলই মলিন হইতেছে।

তথা,—

সকলের মুখোজ্জ্বল কারী শশাঙ্ক মলিনে,
লোক মন সুগগণ ধরাতল তরুলতা।

কুমুদিনী আদি নহে যথা স্নিগ্ধ মনোহরা,
তোমার মলিন মুখে মম সবনষ্ঠ তথা।

মহি। নাথ! আমি যে একাকিনী এখানে নিরাশ্রয়া রহিলাম এ কথা যেন মনে থাকে!

রাজা। আর বলিও না, তবে চলিলাম। (চলিল)

মহি। এক দৃষ্টে দর্শন।

রাজা। (অদূরে গতে পশ্চাৎদিগে চাহিয়া তদ্দর্শনে) হায় রে! অবলা হৃদয়! (বিনিষ্ক্রান্ত)

(রাজপথ)

(রথ ও সৈন্যগণে পরিপূর্ণ মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গ দণ্ডায়মান)

(প্রবিষ্ট রাজা)

সকলে। সসম্ভ্রমে দর্শন।

রাজা। মন্ত্রী আর অধিক কি বলিব কোন কার্য্যেই অমনোযোগী হইবে না।

মন্ত্রী। অনুগ্রহ করিয়া বলাই অধিক।

রাজা। (রথারোহণান্তর) সূত আর বিলম্ব অনাবশ্যক।

সূত। যে আজ্ঞা। (চলিত রথ চলিতাঃ সর্ব্বে)

নাগরিকদের মধ্যে একজনে তদ্দর্শনে। কি ভীষণ দৃশ্য!

তথা,—

সসৈন্যে সেনানীবৃন্দ তুরঙ্গ বাহন,
সুসজ্জিত রথে রথী ভীতি উৎপাদক।
সাদীপদী চতুরঙ্গে দশ অক্ষোহিণী,
পদভরে কম্পে ধরা যথা শুম্ভরণে।

(চলিল

রাজা। (কিয়ৎকালান্তে) সূত সাম্রাজ্যের অৰ্দ্ধগত হইয়াছে কি?

সূত। রাজেন্দ্র! সাম্রাজ্য প্রায় অতিক্রম করিলাম, ঐ অদূরে সীমান্ত দেখা যাইতেছে।

রাজা। সূত অদ্য কি সেখানে পঁহুছিতে পারিবে?

সূত। রাজন্! অদ্যই পারিব, কিন্তু পঁহুছিতে কিঞ্চিৎ রাত্র হইতে পারে।

রাজা। সূত এই সাম্রাজ্য সীমা অতিক্রান্ত হইল?

সূত। নরেন্দ্র! এই সীমা পশ্চাদ্বৰ্ত্তী করিলাম, ঐ যে আমাদের সম্মুখ ভাগে সুন্দর স্নিগ্ধ বনরাজী শোভিত স্থান দেখা যায় উহা কুরু জাঙ্গল নামে বিখ্যাত, ইহার অপর পার্শ্বে স্নিগ্ধ সলিলা মনোরমা সরস্বতী বহমানা।

রাজা। এই কুরুজাঙ্গল অরণ্য বিহার সম্বন্ধে সাতিশয় উৎকৃষ্ট স্থান বোধ হইতেছে। সূত ভাল সরস্বতী উত্তীর্ণ হইবার জন্য কি করা হইয়াছে?

সূত। রাজন্! এ নিমিত্ত চিন্তা শূন্য হউন, পূৰ্ব্বেই নৌসেতু নিৰ্ম্মাণ করিয়া রাখা হইয়াছে, এবং ঐ সরস্বতী বক্ষস্থ দিব্য নৌসেতু দৃষ্ট হইতেছে।

রাজা। সন্ধ্যা সমাগত হইল, এখনও বোধ হয় পথ অতি অল্প অবশিষ্ট নহে!

সূত। অধিক ও অবশিষ্ট নহে, এই সরস্বতী অতিক্রম করিতে চলিলাম। রাজন্! পুরুবংশাবতংশ সাৰ্ব্বভৌম চক্রবৰ্ত্তী নৃপতি কুল চূড়ামণি ভরতের বৃদ্ধপ্রপিতামহ মহারাজ মতিনার এই সরস্বতীতীরে দ্বাদশবর্ষ বিস্তৃত এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যজ্ঞ সমাপনান্তে, সৰ্ব্বাঙ্গ সুন্দরী মনো-

হারিণী সরস্বতী, রাজ রাজেন্দ্র মতিনারের রূপে গুণে ও ধর্ম্ম কর্ম্ম দর্শনে বিমোহিত হইয়া তাহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। এজন্য তদবধিই অতিশয় সুবিখ্যাতা হইয়াছেন।

রাজা। সূত, রাত্রি হইল, সরস্বতী ও নয়ন মার্গে অদৃশ্যা হইয়াছেন নগরে পঁহুছিতে বোধ হয় অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে?

সূত। নরেন্দ্র! এই অবস্থান যোগ্য স্থানে আসিয়াছি, অদ্য আমরা নগরে প্রবেশ করিব না, ঐ সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র উপবন প্রান্তে থাকিতে হইবে, এই অরণ্যের অপর প্রান্তেই নগর কল্য প্রত্যুষে নগরে প্রবেশ করিব।

রাজা। কেন, নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকিবার স্থান নাই কি?

সূত। রাজেন্দ্র! এই রূপ রণবেশে নগরে প্রবেশ করিয়া নির্ব্বিঘ্ন থাকা অসম্ভব, কেন না নগরবাসিরা কত রূপ আশঙ্কা করত কতরূপ বিঘ্ন উপস্থিত করিতে পারে; তবে নিশায় যুদ্ধ হইলে যদিও আমাদেরই জয় হইবে তবু অনেক সৈন্য নাশের সম্ভাবনা, আর আমরা ত চুরি করিয়া জয় করিতে আসি নাই?

রাজা। সবল হইয়া দুর্ব্বলের কার্য্য করিব কেন?

তথা,—

ব্যাঘ্র কি গোপনে কভু বরাহ ভিত্তিতে,
করয়ে প্রবেশ নিজ আহারান্বেষণে?
অথবা গণ্ডার খড়্গী কানন মাঝারে,
চলে কি সে চুপে চুপে শঙ্কান্বিত মনে?

তবে নগরে প্রবেশের আবশ্যকতা নাই, এখানেই থাক

সূত। আদেশ শিরোধার্য্য। (সকলকে সম্বোধন করত) রাজাদেশ সকলে গতি রোধ করুন্, অদ্য এখানে থাকিতে হইবে ; কল্য প্রত্যুষে নগরে প্রবেশ করিব।

(অবস্থিতাঃ সর্ব্বে।)

(রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অরণ্যাপরপ্রান্তে প্রবিষ্ট নগর রক্ষক।)

নগর। (আলোক দর্শনে) হা অরণ্যাপরপ্রান্তে এ সময় এত আলোক কিশের? (পরিক্রম্য) অস্ফুট মনুষ্য শব্দও শুনা যায়, কারণ কি একবার জানা আবশ্যক। (চলিল) এ যে রথ, গজ, অশ্ব প্রভৃতি দেখা যাইতেছে, (দ্রুতপদে অগ্রসর হওত) একি এ যে অগণন সৈন্য মণ্ডলী, অবশ্য ইহারা যুদ্ধযাত্রি, কিন্তু কোথা হইতে আসিল, এ উপবনেই বা থাকিবার কারণ কি? যাই ঐ বৃক্ষান্তরালে দাড়াই যদি কিছু শুনিতে পাই।

(অগ্রসর হইয়া অন্তরালে দণ্ডায়মান।)

সৈন্য মধ্যে। সৈন্যগণ রাত্র কিঞ্চিৎ থাকিতেই প্রস্তুত হইবে, রাত্রি প্রভাত হ'তে না হ'তেই নগরে প্রবেশ করিব।

(ভৃত্যগণ একে অন্যে)

১ম। আর ভাই রাত্রিটা গেলেই বাঁচি, মশার যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না।

২য়। হা ভাই এই রাত্রিটা গেলেই হয়, আমাদেরও সুখ হয়, হস্তিনাপুরও পাঞ্চালরাজের করতল গত হয়।

নগর। (এতচ্ছ্রবণে) কি সর্ব্বনাশ! অধীনস্থ প্রজা সে কি না রাজধানি জয় করিবে? পাঞ্চালরাজ প্রবল হইয়াছে শুনিয়াছিলাম, এই কি না তার প্রবলতা চক্ষে দেখিতে হইল?

থাক্ আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নয় এখনই রাজধানি অভিমুখে ধাবিত হই, তাহা হইলেই কল্য প্রত্যুষে পঁহুছিতে পারিব। (অশ্বারোহণে চলিল) (চলিতে চলিতে রাত্রি নিঃশেষ হইয়া গেলে উদিয়মান সূর্য্য দর্শনে) হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য রবি উঠিলেন তবু আমি রাজপুরে পঁহুছিতে পারিলাম না! হায় পৃথিবীপতি সম্বরণ আপনার অনুপস্থিতিই সর্ব্ব অমঙ্গলের নিদান (প্রবেশানন্তর পুরে) দৌবারিক মন্ত্রী মহাশয় আসিয়াছেন কি ?

দৌবা। তিনি বিচার ভবনে। কেন ?

নগর। ঘোর বিপদ উপস্থিত, পাঞ্চালরাজ রাজধানি জয়ার্থ নগরে প্রবেশ করিয়াছেন ; তুমি শীঘ্র তাঁহাকে সম্বাদ দেও। (প্রস্থিত দৌবারিক)

নগর। (স্বগত) মন্ত্রী মহাশয়কে যে এসেই প্রাপ্ত হইয়াছি তবু যা হক্। (দৌবারিক পুনঃ প্রবিষ্ট)

দৌবা। তুমি শীঘ্র বিচার ভবনে যাও।

নগর। এই যে (চলিত ও প্রবিষ্ট বিচার ভবনে)

মন্ত্রী। নগরপাল শীঘ্র ঘটনাবল ?

নগ-র। (অভিবাদন করত) মন্ত্রী মহাশয় ভারি বিপদ উপস্থিত পাঞ্চালরাজ সসৈন্যে নগর আক্রমণ জন্য, নগর সীমান্তস্থ উপবনাপরপ্রান্তে কল্য রাত্রে দেখিয়াছি। আমি নগর সীমায় উপস্থিত হইয়া সেদিগে আলোক দর্শনে, তথায় যাইয়া রথ অশ্ব ও সৈন্য প্রভৃতি দেখিয়া, অন্তরালে দাড়াইয়া শুনিলাম অদ্য প্রত্যুষে তাহারা নগরে প্রবেশ করিবে। এতক্ষণে বোধহয় অনেক দূর আসিয়াছে, শীঘ্র ইহার উপায় করুন! কিন্তু যেরূপ সাগর প্রায় সৈন্যরাশি দেখিয়াছি তাহাতে কখন নগর রক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

মন্ত্রী। সে যাহা হউক, তুমি শীঘ্র দুর্গমধ্যে যাইয়া সেনাপতি দিগকে একথা বলিয়া, আমার আদেশ জানাও যে এখনই সকলে সসৈন্যে সজ্জিত হইয়া অগ্রসর হয়।

নগ-র। যে আজ্ঞা। (নিষ্ক্রান্ত)

মন্ত্রী। অমাত্যবর্গ, নগরপাল যেরূপ অসংখ্য সৈন্যের কথা বলিল, তাহাতে আট দশ অক্ষৌহিণী সম্বলিত বিপুল বাহিনী বলিয়া বোধ হইতেছে, অতএব আমাদের এ অল্প সঙ্খ্যক সৈন্য দ্বারা কখন তাহাদিগকে ভগ্নোদ্যম করিতে পারিব না,বরং আমাদের সৈন্যগণ বহুক্ষণ যুদ্ধ করিলে অনর্থক প্রাণও হারাইবে, বল তবে এখন কি করা যায় ?

(প্রবিষ্ট নগরপাল)

নগ-র। মন্ত্রী মহাশয় সৈন্যগণ অগ্রসর হইতেছে কিন্তু বিপক্ষের শত শত গুনাধিক সৈন্য ইহারা কি করিবে ? কেবল প্রাণ হারাইবে ! (প্রস্থান)

নেপথ্যে। জয় মহারাজের জয়।

মন্ত্রী। অমাত্যবর্গ ঐ সৈন্যগণ অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু বৃথা অগ্রসর ! আমরাই উপযুক্ত রক্ষক কেননা মহারাজের পূর্ব্ব অনুপস্থিতে কেবল রক্ষাকরিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু এ বার রাজ্যচ্যুত করিরা কষ্ট হইতে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত! করিলাম।

নেপথ্যে। জয় পাঞ্চাল রাজের জয়।

(প্রবিষ্ট দূত)

দূত। মন্ত্রী মহাশয় আমাদের সৈন্যগণ ক্রমে হটিতেছে পাঞ্চাল রাজ দুর্গ নিকটবর্ত্তি হইয়াছেন।

মন্ত্রী। অমাত্যবগ বল কি উপায় ?

অমাত্য ১ম। কেহর মৃত্যুর পরে ক্রন্দন বৃথা আরো আপনার ক্ষীণ হইতে হয়, সুতরাং এ অবস্থায় বৃথা নরহত্যা হওয়া অপেক্ষা আত্ম রক্ষাই শ্রেয়।

মন্ত্রী। আমিও তাহাই উচিত মনে করি। দূততুমি যাও সৈন্যগণকে অসমর্থ বুঝিলেই পলায়ন করিতে বলিবে।

দূত। যে আজ্ঞা। (নিষ্ক্রান্ত)

নেপথ্যে। জয় পাঞ্চাল রাজের জয়।

মন্ত্রী। অমাত্য বর্গ আর রক্ষা হইল না এই বোধ হয় দুর্গ জয় হইল, আমাদের এখন পলাইবার চেষ্টা দেখা উচিত।

২য়। দূত পুনরাগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যাউক।

মন্ত্রী। তাহা অবশ্যই করিতে হইবে।

(প্রবিষ্ট দূত)

দূত। মন্ত্রী মহাশয় আমাদের সৈন্যগণ দুর্গে আশ্রয় লইয়াছে, কিন্তু দুর্গ রক্ষা হইবেনা।

মন্ত্রী। তুমি যাও দেখ কি হয় শেষে আত্ম রক্ষা।

দূত। মস্তক নাড়িয়া প্রস্থান।

৩য়। মন্ত্রী মহাশয় অন্তঃপুরে রাজ্ঞীকে এখন খবর দেওয়া উচিত।

মন্ত্রী। এখন না আর কিছুকাল পরে, আমাদেরওত অন্তঃপুরস্থ গুপ্ত দ্বার দ্বারা গমন করিতে হইবে, অমনি সকলে একত্রে যাইব। (সকলে নীরবে রহিল)

নেপথ্যে। জয় পঞ্চালরাজের জয়।

তথা,—

শৃগালের মত যত সম্বরণ সৈন্য,
করিয়াছে পলায়ন হয়ে ছিন্ন ভিন্ন।

হইয়াছে দুর্গ জয় দেখ জন শূন্য,
সমূৎসাহে পুরী মুখে হও অগ্রসর।

মন্ত্রী। দৌবারিক তুমি শীঘ্র যেয়ে রাজ্ঞিকে এবং অন্তঃপুর বাসিনীদিগকে গুপ্ত দ্বার পথে বাহির হইতে বল, আমরা অবিলম্বে তথায় যাইতেছি।

দৌবা। মস্তকাবনত করত প্রস্থান।

মন্ত্রী। অমাত্যবর্গ! অন্তঃপুরস্থ গুপ্ত দ্বারোদ্দেশে চল।

(চলিতাঃ সর্ব্বে)

নেপথ্যে। জয় পঞ্চালরাজের জয়।

তথা,—দাবানলে বৃক্ষ হীন হয় যথা বন,
তেমতি সমরানলে এ পুরী নির্জ্জন।

(পথি দৌবারিক)

মন্ত্রী। কি?

দৌবা। রাজ্ঞী অগ্রেই পলায়ন করিয়াছেন, তিনি অন্তঃপুরে নাই।

নেপথ্যে। (বহিস্থ মহলে) জয় পঞ্চালরাজের জয়।

মন্ত্রী। তবে এস আমরাও সেই পথে। হা অমাত্যবর্গ!

দৈববরে বলী যথা দিতি সুতগণ,
সুরবৃন্দে যিনি রণে সুখে স্বর্গবাসী।
সুযোগ বরেতে তথা পঞ্চালরাজন্,
হায় রে! হইল পৃথ্বি রাজধানি বাসী।

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে)

ইতি শ্রীবেণীলাল কৃতৌ তপতীনাটকে হস্তিনা বিজয়ো নাম ষষ্ঠোঽঙ্কঃ।

সপ্তমোঽঙ্ক।

(দৈত্যদেশস্থ শিবির রাজা ও সেনাপতি)

রাজা। সেনাপতি! দৈত্যদিগের সহিত যেৰূপ বন্দবস্ত হইয়াছে, ইহাতে কোন আপত্তি কিম্বা তোমার সম্বন্ধে কিছু অবশিষ্ট আছে কি?

সেনা। শত্রুতাপন্! আমার সম্বন্ধে কিছুই অবশিষ্ট নাই।

রাজা। তবে আমি আর এখানে বিলম্ব করিব না কল্যই প্রত্যুষে রাজধানিতে গমন করিব। তুমি এখন নিশ্চিন্তে সুখে বাস কর, উপযুক্ত সময় নির্দ্দিষ্ট কর সংগ্রহ করিয়া প্রেরণ করিবে, নির্ব্বিবাদে সুখে থাকিবে।

সেনা। ভগবানের আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়।

রাজা। এবার দৈত্যগণ অত্যন্ত ভীত হইয়াছে অতএব তোমার আর আশঙ্কা নাই।

সেনা। মহারাজের অনুগ্রহ থাকিলে আশঙ্কা কি? দৈত্যগণ ভীত না হইবেকেন, মহেন্দ্র ত্রাস নরেন্দ্রকে কে না ভয় করে?

নেপথ্যে।

বিদু। আমি ভয় করি না।

রাজা। কেন, আমি কি তোমার কিছু করিতে পারি না?

বিদু। (প্রবেশানন্তর) যাহা করিতে পারেন তাহা করিতে কি ত্রুটি করিয়াছেন?

রাজা। কি করিয়াছি?

বিদু। নির্ভয় করিয়াছেন। যে নির্ভয় করিয়াছে, তাহাকে আবার ভয় কি ?

রাজা। বয়স্য! তোমাকে আমাকে পুরস্কার দিলাম সন্তোষ হইলে কি ?

বিদু। অসন্তোষই হইয়াছি ; পেট ভরিবে না।

রাজা। আচ্ছা তোমাকে তোমার ইচ্ছানুরূপ খাওয়াইব, তবে হবেত ?

বিদু। তবে আর কথাকি, আমিই আপনার, চিরসুসন্তোষে আপনার।

রাজা। বয়স্য, সহসা অন্যমনা হইলে কেন ?

বিদু। পোড়া পেটের জ্বালায়ই দেখ্‌ছি এজীবনটা জ্বলে যাবে। বেলাও প্রহরাধিক হইয়াছে, এখন আপনাদের মুখ দেখিলে কি আমার পেট ভরিবে ?

রাজা॥ তুমি আমার সঙ্গে খেলে না কেন ?

বিদু। আর কথা কবেন না বেলা অধিক হয়।

নিষ্ক্রান্ত।

প্রবেশানন্তর।

দৌবা। রাজেন্দ্র! হস্তিনাপূর হইতে দূত আসিয়াছে।

রাজা। আসিতে দেও।

দৌবা। আজ্ঞানুযায়ী।

নিষ্ক্রান্ত।

রাজা। (আত্মগত) এখন হস্তিনাপুর হইতে দূত আসিবার কারণ কি ? আবার কি কোন অমঙ্গল ঘটিল ?

প্রবেশানন্তর।

দূত। অভিবাদন করত দণ্ডায়মান।

রাজা। দূত তোমাকে এত শীঘ্র প্রেরণের কারণ কি? তোমাকে বিষণ্ন দেখিতেছি কেন, আবার কি কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে?

দূত। মহারাজ! কি বলিব, আপনার রাজ্য পরিত্যাগের দুই দিন পরে সসৈন্যে পাঞ্চালরাজ নগরে প্রবেশ করিয়া নগর অধিকার করিয়াছেন এবং ক্রমেই ক্ষমতা বদ্ধমূল করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, মন্ত্রী মহাশয় ও অন্যান্য সকলে পলাইত ভাবে আছেন।

রাজা। কি হস্তিনাপুর জয়? দূত তপতী কি ভাবে আছেন?

দূত। তিনি পলায়ন করিয়াছেন কিন্তু কোথায় আছেন তাহা আমরা কেহই জানি না।

রাজা। সেনাপতি! এখনই সৈন্যদিগকে সজ্জিত হইতে ও রথ প্রস্তুত করিতে বল, আমি এখনই সুযোগ বিদ্রোহীদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতেছি। কি অসম্ভব।

তথা,—

যে ত্রিশূলী মহাশূল ত্রিভুবন.নাশি,
সে কৈলাস গিরি জয়ী অধম অসুর?
থাকিতে সে বৃষধ্বজ সর্ব্বলোক ত্রাসী,
বসে তাহে নিরাপদে দিতিসুত মর্?

সেনা। দৌবারিক) শীঘ্র সারথি ও সেনাপতিদিগকে প্রস্তুত হইতে বলিয়া আইস, এখনই হস্তিনাপুর যাত্রা করিতে হইবে।

দৌবা। যে আজ্ঞা। (প্রস্থান)

সেনা। কোন্ সাহসে ক্ষুদ্র ভূস্বামী পৃথি রাজধানি হস্তিনাপুর প্রবেশ করিল, তখন ভীষণ পশ্চাৎ কি তাহার একবারও মনে জাগিল না?

রাজা। সেনাপতি! বৃথা বাক্য ব্যায় প্রয়োজন নাই; বাক্যে বীরত্ব প্রকাশ করা প্রগল্ভা মাত্র প্রকৃত বীরত্ব নহে; বরং তেজের হীনতা হয়।

তথা,—

মানব দহনে যথা ক্রোধান্ধ অরুণ,
দূর হ'তে নির্গমনে বহু তেজো গর্ব্ব।
হীনত্ব পীড়নারম্ভে সময়ে বিহীন,
মৌখিক বীরত্বে অন্তর তেজোঘব।

সৈন্যগণের আসিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন?

সেনা। এখনই আসিতেছে।

প্রবেশানন্তর।

দৌবা। জনাধিপ! রথ ও সৈন্যগণ প্রস্তুত, আপনার প্রতিক্ষা করিতেছে।

রাজা। সেনাপতি তবে আমি চলিলাম। (চলিল)

সকলে। পশ্চাদ্গামী হইল।

রথারোহণানন্তর।

রাজা। সূত যত দ্রুত সম্ভব রথ চালাও।

সূত। মনুজেন্দ্র! শীঘ্রই এমন কি দিন দেব অস্ত গমনের পূর্ব্বেই নগরে প্রবেশ করিব। (চলিল)

সেনা। (নিজ জনলক্ষ্যে) দেখ দেখ কি ভয়াস্পদ দৃশ্য!

তথা—

ক্রোধ রসাপ্লুত দীপ্ত বদন গম্ভীর,
বিস্ফারিত স্থিরতর লোহিত লোচন।
রথীন্দ্র সংহারী যেন সংহারে ত্রিপুর,
মহারথে, রথগতি প্রবল পবন।

(সেনাপতি পরিহার্য্য)

সূত। পৌরব! ঐ দেখুন হিমালয়ের উপত্যকা ভূমি কি মনোহর স্থান!

তথা,—

সুপ্রসস্ত সমতল ওষধি অন্বিত,
অমানিশি মুখোজ্জ্বলা রতন সম্ভবা।
স্বরূপ লাবণ্যময়ী মুগ্ধ সুরাঙ্গনা,
সততালিঙ্গন ক্লান্তা কান্ত সহ যথা।

রাজা। সূত হিমাচলের জলদ চুম্বিত সানুদেশ আরো দর্শনীয়।

সূত। রাজন্! বিভুতি ভুষিত চন্দ্রচূড় বপু সদৃশ তুষার মণ্ডিত গিরীন্দ্র হিমালয় পশ্চাতে রহিল, দেখুন দূরতা নিবন্ধন কি সুদৃশ্য হইয়াছে।

রাজা। সূত ভাগিরথী এখন কত দূর?

সূত। ভারত! এখনও তাহার পুলিনদেশ দেখা যাইতেছে না।

রাজা। সূত!

তথা,—

চলিছে বিদ্যুত বেগে রথরাজী তাহে,
তত শীঘ্র যায় পাছে মহীরুহ রাজী।

দেখি ইহা বোধ হয় যেন বৃক্ষগণ,
পলাইছে প্রাণ ল’য়ে রথ চক্র ভয়ে।

সূত। অরিন্দম! এবারে দেখুন, ঐ ভাগিরথীর সুশ্যামল সমুন্নত পুলিনদেশ দৃষ্ট হইতেছে। ঐ তরঙ্গ ধারিণী বিরহ বিধুরা অভিসারিণী নির্দ্দিষ্ট সময় গত প্রায় দেখিয়া যেন কত দ্রুতবেগে সিন্ধু নির্দ্দিষ্ট সম্মিলন স্থানে গমন করিতেছে।

রাজা। সূত! ক্রোধে আমার শরীর যেন স্ফীত হইতেছে।

সূত। অমিত পরাক্রম! যে ক্রোধে আপনাকে কষ্ট দিতেছে, সে ক্রোধ নিবারণ করা কর্ত্তব্য। বিশেষত যে ক্রোধে মহীতল উচ্ছন্ন করিতে সক্ষম, সে ক্রোধ কি সামান্য বিষয় প্রয়োগ করা বিধেয়?

তথা,—

মৃগেন্দ্র মন্দিরে অনুপস্থিতে যথা সে,
শৃগাল, শার্দ্দুল, রাজ প্রসাদের লোভে।
দেখিতে বুঝিতে কিবা সুখরাজ বাসে,
যদিও নির্ভয় যেয়ে বিহরে সংকোচে।
কিন্তু সে শ্বাপদ রাজ আগমন শব্দে,
পলায় লাঙ্গুল গুজি দৌড়ি শীঘ্রপদে।

পাঞ্চালরাজও আপনি প্রবেশ মাত্র, অথবা দুই চারিটী শরাঘাতেই কাতর হইয়া নিঃসন্দেহ পলায়ন করিবে।

রাজা। সূত! এই ত ভাগিরথী পার হইলাম!

সূত। মনুজেন্দ্র! ঐ দেখুন, অভিসারিণী ভাগিরথী

আমাদিগকে অভিনার পথে দেখিয়া ভয়ে যেন ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিতেছে।

রাজা। সূত! যমুনা এখন কত দূর হইবে?

সূত। বহু দূর নহে।

রাজা। সূত! ভাল, যমুনা পার হইবে কি রূপে।

সূত। কেন? নৌসেতু রহিয়াছে।

রাজা। কথন নাই, পাঞ্চালরাজ অবশ্যই তাহা নষ্ট করিয়াছে।

সূত। করিলেও পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিতে কষ্ট হইবে না।

রাজা। কেন?

সূত। তাহারা রাজধানিতে এখনও স্থির হইতে পারে নাই, সুতরাং যমুনার এপার অনধীকৃতই রহিয়াছে; অতএব এ পারের নগরপালকে বলিলে সে তৎক্ষণাৎ নৌসেতু প্রস্তুত করাইয়া দিবে।

রাজা। ইহা সম্ভাবনীয়।

সূত। নরনাথ। ঐ দেখুন, তপন তনয়া শ্যামের লীলাবতী যমুনা, কেলীকুঞ্জবনে শ্যাম সোহাগিনী বৃন্দাবন আলোকিনী, বংশীপ্রিয়া হরিণী রাধা সমাগত জানিয়াই যেন, মথুরার পাদদেশ প্রক্ষালি বহমানাছলে কুঞ্জবনপ্রিয় বংশীবদন কৃষ্ণকে সম্বাদ দিতে,কত সত্বর প্রবাহিত হইতেছে। রাজন এই স্থানে রথবেগ প্রসমিত করত পার হইবার বিধান করিতে হইবে

রাজা। তবে সকলকে গতিরোধ করিতে বল।

সূত। (উচ্চৈস্বরে) সেনাপতি বৃন্দ। রাজাদেশ সসৈন্যে গতিরোধ করুন।

সকলে। কর্ণ প্রদানে হতগতি।

রাজা। দৈবারিক! তুমি শীঘ্র যেয়ে নগরপালকে আমার আগমন সংবাদ প্রদান করত তাহার দ্বারা যমুনাবক্ষে নৌসেতু প্রস্তুত করিয়া আইস।

দৌবা। যেআজ্ঞা।

নিষ্ক্রান্ত।

সূত। রাজেন্দ্র। এই তীরস্থিত প্রায় সমস্ত প্রজাগণ আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছে।

প্রবিষ্ট প্রধান দ্বয়।

সূত। রাজন। এ তীরস্থ প্রজাগণের মধ্য হইতে উচ্চ বংশীয় দুইজন প্রজা আপনার সহিত সাক্ষ্যাৎ করিতে আসিয়াছে।

প্রবেশানন্তর।

উভে। অভিবাদন করিল।

রাজা। বৈস।

উপবেশনান্তর।

১ম প্রধান। পৃথিবী নাথ। যে অবধী পাঞ্চালরাজ দক্ষিন তীরে প্রবেশ করিয়াছে, সে অবধীই আমরা সর্ব্বদা শঙ্কিত এবং ব্যাকুলিত চিত্তে কালযাপন করিতেছি। আর সর্ব্বদাই পথ নিরীক্ষণ করিতেছি যে কখন মহারাজ আসিবেন ও আমাদের হৃদয় সুখশান্তি বিধান করিবেন।

রাজা। তোমাদের আর ত্রাসিত কিম্বা চিন্তিত থাকিতে হইবে না, আমি এখনই পাঞ্চাল রাজকে হস্তিনাপুর হইতে বিদূরিত করিব॥

প্রবেশানন্তর।

দৌবা। নরাধিপ! নগরপালের তত্ত্বাবধানে নৌসেতু প্রস্তুত হইতেছে।

২য় প্রধান। ভারত শ্রেষ্ঠ! দক্ষিণ তীরের দুর্ঘটনার সংবাদ পাইবা মাত্র আমরাই নৌসেতুটিকে বিশ্লিষ্ট করত নগর-পালের অধীনে রাখিয়াছিলাম।

রাজা। তাহাতেই অনায়াস লব্ধ হইয়াছে।

প্রবেশানন্তর।

নগরপাল। (অভিবাদন করিয়া) মহারাজ নৌসেতু প্রস্তুত হইয়াছে।

রাজা। সূত! তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই সেনা-পতিদিগকে পুনর্গমনে আদেশ জানাও।

সূত। যে আজ্ঞা।

১ম প্রধান। মহারাজ! তবে আমরা এখন প্রস্থান করি?

রাজা। আচ্ছা এস।

প্রধানদ্বয় ও নগরপাল অভিবাদন করত প্রস্থান।

সূত। (উচ্চৈস্বরে) সেনাপতি বৃন্দ! নৌসেতু প্রস্তুত হইয়াছে আপনারা অগ্রসর হউন।

রাজা। সূত! রথ চালাও।

সূত। যে আজ্ঞা। (চলিল)

রাজা। সূত! যমুনা পার হইয়া রথ গতি ও সৈন্য-গণকে পুনর্ব্বার স্থগিত করিবে।

সূত। আদেশ শিরোধার্য্য।

তথা,—

দর্শনীয় নরশ্রেষ্ঠ যমুনা উরষে,
দুলিছে নৌসেতু মৃদুবাহিনী বহনে।
বিনিপাতে প্রতিবিম্ব তরঙ্গিনীতলে,
দ্বিতলে দ্বিদল রম্য তুল্যই প্রভাবে।

পৌরব! এই যমুনা পার হইলাম।

রাজা। সকলকে থামিতে আদেশ জানাও।

সূত। (উচ্চৈস্বরে) সেনাপতি বৃন্দ! রাজাদেশ সসৈন্যে গতি রোধ করুন।

সকলে। (কর্ণ প্রদানে হতগতি)।

রাজা। (সকলকে সম্বোধন করিয়া) সৈন্যগণ, সেনাপতি-বৃন্দ পাঞ্চালরাজ যে ভাবেই হউক যখন রাজ্য অধিকার করিয়াছে তখন এ তাহার রাজ্য, অতএব আমি সহসা তস্করের ন্যায় পরাধিকারে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিনা। তোমরা এখানে কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা কর, অবশ্য তাহারা এখনই এ সংবাদ পাইবে এবং অগ্রসর হইবে, তোমরাও তখন এরূপ ভীষণ বেগে প্রধাবিত হইবে যেন তোমাদের গতি অপ্রতিহত থাকে।

সকলে। জয় মহারাজ সম্বরণের জয়।

রাজা। সূত! দূত প্রেরণ করিব কি?

সূত। দূত প্রেরণ নিষ্প্রয়োজন উহারা আপনা হইতেই আসিবে।

কিয়ৎকালান্তে।

রাজা সূত। এখন ও যে তাহারা অগ্রসর হইতেছে না, তবে কি এসম্বাদ পায় নাই?

নেপথ্যে।

জয় পাঞ্চালরাজের জয়।

সূত। পৌরব! ঐ জয়ধ্বনি শুনা যাইতেছে, পাঞ্চালরাজ অগ্রসর হইয়াছেন।

রাজা। তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। (সকলকে সম্বোধন করিয়া) সেনাপতিবৃন্দ! সৈন্যগণ! অপ্রতিহত বেগে ধাবিত হও, পাঞ্চাল শোণিতে হস্তিনাপুর বিধৌত কর। আর পাঞ্চাল রাজকে পাইলেই বন্দী করিবে কিন্তু কোন রূপে অপমান করিবে না।

সকলে। জয় মহারাজ সম্বরণের জয়।

প্রধাবিত।

উভয়পক্ষ সম্মুখিনান্তর।

উভয়ে। জয় মহারাজের জয়। (সংগ্রাম)

সূত। রাজন্! রণভূমি দেখুন!

তথা,—

রণোন্মত্ত পক্ষদ্বয় আস্ফালনে এবে,
অশ্ব পদোত্থিত ধুলে বিশ্ব আবরিল।
দৃষ্টব্য চমকে অস্ত্র বানাগ্নি সঘনে,
ঘোর মেঘাবৃত ব্যোমে বিজলী সদৃশ।

রাজা। সূত! ক্রমে অগ্রসর হও।

সূত। হইতেছি। নরশ্রেষ্ঠ!

তথা,—

আপনার সৈন্য স্রোত অদম্য আক্রমে,
মর্দ্দিছে পাঞ্চাল সেনা তৃণের মতন।

কত শত শক্রু শির লুটাইছে ভূমে,
অঙ্গরাগ রক্তে ধরা লোহিত এখন।

রাজা। সূত! পাঞ্চালরাজ সামান্য বীর নহে, দেখ, আমার দৈত্য জয়ী শত সখ্যক একদল সৈন্যকে হত আহত ও বিত্রাসিত করিয়া তুলিয়াছে।

সূত। সামান্য বীরে কি হস্তিনাপুর প্রবেশ করিতে সাহসী হয়?

রাজা। আমার দৈত্য জয়ী একটি সৈন্য মরিলেও দুঃখ হয়, অতএব তুমি শীঘ্র পাঞ্চালরাজের অভিমুখে যাও, আমি উহাকে বিরথ করিতেছি।

সূত। যাইতেছি। পৌরব! ঐ দেখুন, পাঞ্চালরাজ অতি অল্প সংখ্যক সৈন্যকে হত ও আহত করতই অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া শর দ্বারা আপনাকে আহ্বান করিতেছেন।

রাজা। তুমি শীঘ্র অগ্রসর হও আমিও তাহাকে শরমুখে গ্রাস করত আহ্বান রক্ষা করিতেছি।

সূত। পৌরব! ঐ দেখুন, পাঞ্চালরাজ আপনার শরাঘাতে নিপীড়িত হইয়াও ধৈর্য্য পূর্ব্বক বিশেষ নিপুণতার সহিত প্রতিঘাতের চেষ্টা পাইতেছেন।

রাজা। সূত! পাঞ্চালরাজের শরসন্ধানে কিঞ্চিৎ লঘু হস্ততা ও সহিষ্ণুতা থাকা বশতই এতক্ষণ আমার সম্মুখিন থাকিতে সমর্থ হইয়াছে।

সূত। ভারত! আপনি পাঞ্চাল রাজকে দৈরথরণে আবদ্ধ রাখাতে, আমাদের সৈন্যগণ অনায়াসে পাঞ্চাল সেনাগণকে প্রায় নির্ম্মূল করিয়া তুলিয়াছে।

রাজা। সূত আরো অগ্রবর্ত্তী হও।

সূত। পৌরব! পাঞ্চালরাজ আর তিষ্ঠিতে পারি-বেন না।

রাজা। সূত! ঐ দেখ ধ্বজ ও ধনু ছিন্ন হইয়াছে।

সূত। পৌরব! পাঞ্চাল সৈন্যগণ হটিতেছে।

রাজা। সূত! ঐ দেখ, পুনর্ব্বার ধনু কর্ত্তন করত অশ্বগণ ও সারথিকে নিপাতিত করিয়াছি।

সূত। পৌরব! ঐ দেখুন।

তথা,—

বিরথ হইয়া এবে আপনার শরে,
করত পাঞ্চালরাজ অন্যরথাশ্রয়।
শরাঘাতে জড় প্রায় অপারগরণে,
সসৈন্যে পলায়মান স্বরাজ্য উদ্দেশে।

রাজা। সূত! শীঘ্র সৈন্যগণকে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে এবং পাঞ্চালরাজাকে ধৃত করিতে বল।

সূত। (উচ্চৈস্বরে) সৈন্যগণ! শীঘ্র পাঞ্চালরাজের পশ্চা-দ্বর্ত্তী হও এবং ধৃত কর।

রাজা। সূত তুমিও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হও।

সূত। পৌরব! পাঞ্চালরাজকে ধরিতে পারিল না, তাহারা ইতিমধ্যে অদৃশ্য হইয়াছে।

রাজা। কি রূপে বুঝিলে?

সূত। ঐ দেখুন সৈন্যগণ গতিরোধ করত ফিরিতেছে।

রাজা। তবে পুরী অভিমুখে অগ্রসর হও!

সূত। যে আজ্ঞা। (অগ্রসর)

রাজা। সূত! দেখ আমাদের অতি অল্পসৈন্যই রণ-ভূমে শয়ন করিয়াছে।

সূত। পৌরব! ঐ শুনুন, প্রজাগণ আনন্দ মনে জয় ধ্বনি করিতেছে।

রাজা। সূত! রাজধানি যেন আর পূর্ব্বের ন্যায় শ্রীসম্পন্ন দেখা যাইতেছে না।

সূত। ভারত! গৃহ অনুরূপ আলোক না হইলে কি অন্ধকার দূর হয়?

রাজা। সূত! বিজেতাগণের পরগৃহবৎ ব্যবহারেই এই রূপ শ্রীভ্রষ্ট হয়।

সূত। না হইলেও দিনমণি আসন দিবা গগণে কি চন্দ্র শোভা পায়?

রাজা। সূত! এখানেই রথ গতি রোধ কর।

সূত। যে আজ্ঞা। (রথ থামিল)

অবতরণান্তর।

রাজা। সূত! আমি বিচারভবনে প্রবেশ করি, তুমি সেনাপতি দিগকে সসৈন্যে দুর্গে প্রবেশ করিতে বল, এবং কয়েক জন দূত বিচারভবনে প্রেরণ কর।

নিষ্ক্রান্ত।

রাজা (স্বগত) দৈত্যদেশে প্রেরিত দূত বলিল যে তপতী কোথায় আছেন তাহা মন্ত্রী প্রভৃতি কেহই জানে না। তপতী সুরজা ও সুপ্রিয়ার সঙ্গে সকলেরই অগ্রে পলায়ন করিয়াছেন, রাজ্যমধ্যে অনুসন্ধান করিয়াও কেহ তাহার কোন সন্ধান পায় নাই তবে সে কোথায় গেল? (প্রবেশানন্তর স্বদৃষ্টি ক্ষেপে) বিচার ভবন ত বেশ পূর্ব্বভাবেই রহিয়াছে, বোধ হয় এখানে বসিয়া রাজত্ব করিবে বলিয়া কিছুই নষ্ঠ করে নাই। নির্ব্বুদ্ধিতা আর কাহাকে বলে।

প্রবেশানন্তর।

দূতগণ। অভিবাদন করিল।

রাজা। দূত! মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গকে এখনই অন্বেষণ করিয়া লইয়া আইস।

দূত। যে আজ্ঞা। (প্রবিষ্ট মন্ত্রী ও অমাত্য বর্গ) রাজেন্দ্র! সকলেই আসিয়াছেন।

সকলে। অভিবাদন করত উপবেশন করিল।

রাজা। মন্ত্রী তোমাদেরত কোন রূপ অত্যাচারে পীড়িত হইতে হয় নাই?

মন্ত্রী। পরন্তপ! প্রজাগণ আমাদিগকে এরূপ লুকাইত ভাবে রাখিয়াছিল যে কোন অত্যাচার আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

রাজা। তপতী কোথায় আছেন জানিতে পারিয়াছ?

মন্ত্রী। পৌরব! তিনি আমাদের পূর্ব্বেই সখীদ্বয় সঙ্গে পলায়ন করিয়াছেন। আমরা চুপে চুপে অনুসন্ধান করিয়াছিলাম কিন্তু কোন সন্ধান পাই নাই।

রাজা। দৌবারিক! সেনাপতি দিগকে আহ্বান কর।

দৌবা। অবনত মস্তকে প্রস্থান।

রাজা। মন্ত্রী! অন্তঃপুর বাসিনীগণ কোথায়?

মন্ত্রী। ভারত! তাহারা আমাদের সঙ্গেই ছিল এবং সকলে আমাদেরই অগ্রে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে।

রাজা। মন্ত্রী প্রজাদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিয়াছে কি?

মন্ত্রী! সৎভাবে প্রজাদিগকে বশ করিয়া ক্ষমতা বদ্ধ

মূল করিবার জন্যই তাহাদের উপর কোন অত্যাচার করে নাই।

প্রবিষ্ট সেনাপতি বৃন্দ ॥

রাজা। সেনাপতি বৃন্দ! এখন ক্ষণ কাল বিশ্রাম নিস্ফল, অতএব কল্য প্রত্যুষে তোমরা সসৈন্যে যাত্রা করিয়া প্রথমে দাক্ষিণাত্যজয় ও অন্যান্য পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজ্যে গমন করত বশ্যদিগকে বন্ধুভাবে ও অবশ্য দিগকে দমন করিয়া অবশেষে পাঞ্চালদেশজয় ও পাঞ্চলরাজকে বন্দী করত প্রত্যাগত হইবে; কিন্তু পাঞ্চালরাজকে কোন রূপ অপমান করিবেনা। কার্য্যান্তে দীর্ঘ বিশ্রাম লাভ করিবে।

সেনাপতি বৃন্দ। আদেশ শিরোধার্য্য।

রাজা। দূতগণ! তোমরা ইতস্ততঃ তপতীর অনুসন্ধানে গমন কর।

দূতগণ। যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান)

রাজা। মন্ত্রী! তোমরা এখন স্ব স্ব আবাসে গমন কর এবং স্থির হও আমিও এখন বিশ্রাম ভবনে গমন করি।

নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।

ইতি শ্রীবেণীলাল কৃতৌ তপতীনাটকে হস্তিনাউদ্ধারো নাম সপ্তমোঽঙ্কঃ।

ততঃ প্রবিষ্ট বিচার ভবনে দৌবারিক।

দৌবা। মন্ত্রী মহাশয়! দূতগণ দ্বারে উপস্থিত!

মন্ত্রী। আসিতে দেও।

দৌবা। যে আজ্ঞা। (প্রস্থান)

অমাত্য ১ম। এখন কোথা হইতে দূত আসিল?

মন্ত্রী। বোধ হয় যাহারা রাজ্ঞীকে অন্বেষণ করিতে গিয়াছিল তাহারা আসিয়াছে।

(প্রবিষ্ট দূতগণ)

দূতগণ। অভিবাদন করত দণ্ডায়মান।

মন্ত্রী। রাজ্ঞীর কোন অনুসন্ধান পাইয়াছ?

১ম। মহাশয় কোথাও মহারাণীর সন্ধান পাইলাম না।

মন্ত্রী। তোমরা কত দূর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়াছ?

২য়। আমরা বহির্গত হইয়া মনে করিলাম যে আমাদের বহুদূর যাওয়া নিস্ফল, কেন না যাহারা দিগ্বীজয় গমন করিয়াছে তাহাদের দ্বারাই সেকার্য্য সাধিত হইবে; অতএব আমরা নিকটস্থ প্রদেশ সমূহই অন্বেষণ করিয়াছি।

মন্ত্রী। আচ্ছা তোমরা অবস্থান কর আমি মহারাজকে বলিয়া আসি। (নিষ্ক্রান্ত)

অমাত্য ১ম। দেখ, মহারাজ একেই রাজ্ঞীর বিরহে অধীর আছেন এসংবাদ শুনিবা মাত্র আরো অধীর হইবেন।

২য়। তাহা হইলেও, না জানায়ে কি আর পারাযায়!

৩য়। তাত নাই।

(প্রবেশানন্তর)

দৌবা। মহাশয় দৈত্যদেশ হইতে দূত আসিয়াছে!

১ম। আসিতে দেও।

দৌবা। যে আজ্ঞা। (প্রস্থান)

২য়। এখন দৈত্য দেশ হইতে দূত আসিল কেন? এখন যদি সেখানে কোন গোলযোগ ঘটিয়া থাকে তবেই অপ্রতুল।

৩য়। অবশ্য কিছু ঘটিবার সম্ভব।

প্রবেশানন্তর।

দূত। (অভিবাদন করত) মহাশয়! সেনাপতি মহাশয় মহারাজের সংবাদ জানিবার জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।

১ম। মহারাজ কিঞ্চিৎ অসুস্থতানিবন্ধন বিচার ভবনে আগমন করেন নাই। তুমি সেনাপতিকে বলিবে এখন পৃথিবীতে বিদ্রোহ শূন্য, শান্তি বিরাজিত এবং আমাদেরও সর্ব্বাঙ্গিন কুশল।

দূত। যে আজ্ঞা। দৈত্যদেশে ও শান্তি বিরাজিত সেনাপতি মহাশয় ও অন্যান্য সকলেই কুশলে আছেন।

১ম। আচ্ছা, তবে তুমি এখনই প্রস্থান করিতে পার।

দূত। অবনত মস্তকে প্রস্থান।

২য়। দৈত্যদেশ হইতে যে কোন দুর্ঘটনার সংবাদ আসে নাই ইহাই যথেষ্ট।

(প্রবেশানন্তর)

মন্ত্রী। দূত তোমরা সূর্য্য মণ্ডলে অন্বেষণ করিয়াছ?

দূত ১ম। আজ্ঞা না।

মন্ত্রী। তবে তোমারা অবিলম্বে সূর্য্য মণ্ডলে যাও এবং তাঁহারা সেখানে আছেন কি না জানিয়া আসিবে।

২য়। আদেশ শিরোধার্য্য।

(নিষ্ক্রান্তে প্রবেশক।)

অষ্টমোঽঙ্ক।

উদ্যান।

প্রবিষ্টা লাবন্যা সহ মাধুর্য্যা।

লাব। মাধুর্য্যে! অত্যন্ত বিষমই হইয়াছে, একেইত মহারাজ তপতীর বিরহে বিহ্বল আছেন, তাহাতে তপতীর অন্বেষণ কারী দূতগণ আসিয়া বলিয়াছে যে তপতীকে কোথাও পায় নাই, এই কথা শুনিবা মাত্র প্রায় উন্মাদ দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মাধু। একে বিরহানলের বিষমোত্তাপ, তাতে প্রথম প্রাপ্ত, অস্থির না হইবেন কেন?

লাব। এও সহ্য, কিন্তু এবারে না পাইলে আরো বিষম হইবে।

মাধু। এবারে কোথায় পাইবে?

লাব। সূর্য্য মণ্ডলে।

মাধু। কি প্রকার?

লাব। তুই থাকিস্ কোথায়? তুই যে কিছুই জান না?

মাধু। এই একটু কাল ছিলেম না বৈতনয়, এরমধ্যে যে এত হবে তা কে জানে?

লাব। সেই দূতগণকে তখনই পুনর্ব্বার সূর্য্যমণ্ডলে পাঠান হইয়াছে। এখন সেখানে পাইলেই মঙ্গল হয়!

মাধু। সম্ভাবনা আছে!

লাব। স্থিরতা কি?

মাধু। তথাপি!

লাব। পাইলে পাইতে পারে, কিন্তু বিশ্বাস হয় না, কেন না সেখানে তাহার সংবাদ জানিবার লোক অধিক আছে, অতএব এতদিনে কি একবার সংবাদ জানিয়া, জানাইত না?

মাধু। সে কথা মিথ্যেনয়! যে রাজাকে না দেখিয়া ক্ষণ কাল থাকিতে কষ্ট বোধ করে, সেকি সাধ্য সত্তে, অদৃশ্যে, অজ্ঞাত সংবাদে এতদিন রহিয়াছে?

লাব। কি জানি সখি! চল যাই শীঘ্রই যে কোন সংবাদ জানিতে পারিব।

মাধু। লাবন্যে! ঐ বিদুষক সঙ্গে মহারাজ এদিকে আসিতেছেন।

লাব। তবে আর যেয়ে প্রয়োজন নাই দাঁড়াও।

প্রবিষ্ট বিদুষক সঙ্গে রাজা ও দৌবারিক।

রাজা। বয়স্য! সূর্য্য মণ্ডলে দূত পাঠাইয়াছি সত্য কিন্তু কিছুতেই আমার বিশ্বাস হইতেছে না যে তপতী সেখানে আছেন। কেননা,

তথা,—

ধূমের বিহার বাস পবন উরষে,
জন্মিয়ে অনলে সেই উর্দ্ধগামী হ'লে।
হ'লে ও বিপদাপন্ন জল ধারাপাতে,
কভু সে যায় না পুনঃ অনল ভবনে॥

বিদু। নিশ্চয় সূর্য্য মণ্ডলে আছেন নতুবা আর কোথায় যাইবেন?

রাজা! বয়স্য! তপতীর বিচ্ছেদানলোত্তাপে আমাকে অস্থির করিয়াছে। তপতী শ ত্রুহস্তে বন্দিনী হয় নাই, এবং

প্রেরিত দূতগণ ও কোনস্থানে তাহাকে পাইল না, অতএব বয়স্য! না জানি কি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

বিদু। পৌরব! দূতগণ না আসা পর্য্যন্ত সেচিন্তা বৃথা, কেন না যদি তাহারা পাইয়া থাকে, অতএব স্থির হউন বোধ হয় সুসংবাদ আসিবে।

রাজা। সখে! কোন রূপে আমি স্থির হইতে পারিতেছি না, তপতী আমার স্থিরতা হরণ করিয়াছেন!

তথা,—

যৌবন সমরক্ষেত্রে কন্দর্প আহবে,
অক্ষয় কবচ যেই যাহার আশ্রয়।
ব্যার্থ করি স্থির আমি স্মরাব্যর্থশরে,
কেমনে রহিব স্থির তাহার বিহনে?

অপিচ,

সম্রাট যৌবন রাজ হৈলে দেহরাজ্যে,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রী তার যে সক্ষম প্রেম।
যে বুদ্ধি প্রভাবে মন্ত্রী হৈয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,
স্থির রাখে রাজ্য সদা ন্যায়ের শাসনে॥

বয়স্য!

বুদ্ধির ধীরতা যেই প্রেমের আধার,
তাহার বিরহে সেই অধীর অক্ষম।
পারে কি রাখিতে স্থির সাম্রাজ্যে স্বপদে,
অথবা থাকিতে স্থির আপনি স্বপথে॥

বিদু। (স্বগত) কি উৎপাৎ। (প্রকাশ্যে) স্থির হউন দেখুন কি সংবাদ আসে।

প্রবেশানন্তর।

দৌবা। রাজেন্দ্র! দূতগণ উপস্থিত।

রাজা। আসিতে দেও।

দৌবা। যে আজ্ঞা।

নিষ্ক্রান্ত।

সর্ব্বে। মার্গাবরোধি নয়নে।

প্রবিষ্ট দূতগণ।

রাজা। দূত কি জানিতে পারিলে?

প্রথম। নরনাথ! রাজ্ঞী সেখানেও নাই।

রাজা। তোমরা স্বস্থানে যাও।

দূতগণ। অবনত মস্তকে প্রস্থান।

রাজা। বয়স্য! আমারবিশ্বাস কখন ভ্রান্তি হইতে পারে না। হা তপতি! সম্বরণার্দ্ধ ভাগিনি! তোমাকে যদি না পাইলাম তবে,

অর্দ্ধাঙ্গ কর্ত্তিত কাল ফণীন্দ্র যেমন,
অচিরে অচল হয় ছট্ ফট্ করি।
তুমি অর্দ্ধহীন এই অভাগা তেমন,
হইবে অচল শীঘ্র সহিতে না পারি॥

(দীর্ঘনিশ্বাসান্তে) বয়স্য আমি এত অধীর হইলাম কেন?

বিদূ। তপতীর জন্য।

রাজা। বয়স্য! তপতি! প্রিয়ভাষিণি! সাম্রাজ্যের অকুশল সংবাদ পাইবার ক্ষণকাল পূর্ব্বে, সাম্রাজ্যে কি সুখ, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই সাম্রাজ্যে আসিয়া দুই দিবস বাস না করিতেই নিরাশ্রয়া ভিখারিণী বেশে প্রবাসিনী হইলে? আর তোমার চিরসুখী সহচরকে দুঃখার্ণবে ফেলিলে! বয়স্য!

ঐ যেন মলিন মুখী কাতর নয়নী,
উপবিষ্টা অর্দ্ধশায়ী হস্তদ্বয় বক্ষে।
বিশুষ্ক বিস্রস্তকেশে শিথিল বসনা,
কোথা কিম্বা কোনস্থানে না পারি চিনিতে ॥

বয়স্য! যদি জানিতে পারিতাম তপতী কোথায় তাহ'লে,—

বায়ু যথা গিরি নদী সমুদ্র অরণ্য,
ভগ্ন করি কেহকেবা লঙ্ঘন করত।
উপনিত হয় তার গমন সীমায়,
আমিও এখন তথা যাইতাম তথা,—

বিদু। বয়স্য! কি সুখদৃশ্য?

তথা,—

মঞ্জরিত শাখে নবপল্লব কুটীরে,
কোকিল কোকিলা সুখে চুম্ব আলিঙ্গনে।
সুপ্রফুল্ল ফুল কূলে অলি গুনে গুনে,
রহস্য করত রত মধু আহরণে ॥

চলুন উদ্যানে ভ্রমণ করি যেয়ে তাহলে আরো কত দেখিতে পারিব।

প্রবেশানন্তর।

কৌঞ্চুকী। রাজন! দিগ্বীজয়ী সৈন্যগণ সমস্ত নরপতিবৃন্দকে বশীভূত করত পাঞ্চালরাজকে বন্দী করিয়া আনিয়াছে।

রাজা। তুমি যাও এখনই পাঞ্চাল রাজকে স্বরাজ্যে রাখিয়া আসিতে বল।

কৌঞ্চু। তবে তাঁহাকে বন্দী করিয়া আনাইলেন কেন?

রাজা। তা আমি জানিনা, আমার কিছুতে প্রয়োজন নাই; তুমি এখনই তাহাকে স্বরাজ্যে রাখিয়া আসিতে বল যেয়ে।

কৌণ্ডু। যে আজ্ঞা আপনার! নিষ্ক্রান্ত।

রাজা। বয়স্য! কুটীরই সুখের! আমিও কুটীরে সুখে ছিলাম,কিন্তু রাজধানিতে আসাই দুঃখের কারণ হইল! সখে! আমি এখন শক্তিশূন্য, হায়! কাহার জন্য আমি পুনর্ব্বার সসাগরা বসুন্ধরাবাসী রাজাসমূহকে স্ববশে আনিলাম? এখন কে এই ধরাভার বহন করিবে? বয়স্য! আমি কি দুঃখ জর্জ্জরিতাঙ্গে উদ্যানস্থ পত্র শয্যায় শায়ীত থাকিয়া পদরক্ষণে সক্ষম হইব?

তথা,—

জীবাশঙ্কা জলনিধী নিধী হীন হ'লে,
হতশ্রী হৈয়ে তার সেই শ্রীর বিহনে।
বায়ু সাহায্যে ও যথা অক্ষম সে হয়,
তপতি বিহনে এবে আমিও তেমন।

তপতী! তুমি কি চিরপ্রসিদ্ধ, চিরপৃথিবীপতি পুরুবংশ লোপ করিলে?

তথা,—

সৃষ্টির নির্ম্মাণে যাহা অতুল নির্ম্মাণ,
সকল অশান্তি শান্তি সুখ দুঃখাধার।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সর্ব্ব ফলপ্রদা,
সংসার রূপিনী যেই যাহাতে সংসার॥

বয়স্য !

সংসারে বিহীন যদি সংসার জীবন
কি ফল রহিয়ে তবে বিফল সংসারে।
যাহাতে প্রকৃত এই সংসার গঠিত,
সেই কি সংসার বিনে সংসার প্রকৃতি ?।

লাবণ্যে আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছে।

বৃক্ষাবলাম্বনে শায়ীত হইলেন।

লাব। সখি! পানীয়!

মাধু। যাই।

নিষ্ক্রান্তা।

বিদূ। (অঙ্গুলিনির্দ্দেশকরত) রমণীজাতী কি অবিশ্বাসিনী? ঐ দেখুন!

তথা,—

সুন্দর শ্বেতাঙ্গ ওই রাজহংসপ্রিয়া,
ক্রীড়ারতা ছিল এবে নিজ প্রিয় সনে।
হেরি নবাগতনব্য বিচিত্র হংসকে,
গত ওই রাজ হংসী ভুলাইতে তারে ॥

প্রবেশানন্তর।

মাধু। লাবণ্যে! এইনেও।

লাব। তুমিই দেও।

মাধু। পৌরব! এই পানীয় পান করুণ।

প্রদান।

রাজা। (পানানন্তর) সখে! আমার যাতনা অসহ্য হইয়াছে, ইহাতে যদি জীবনান্ত হয়, তবে যে দিন সেই বিরহ

সমাকুল হৃদয় আসিয়া দেখিবে যে আমি পরলোক প্রবাসী হইয়াছি তখন তাহার হৃদয়? কি ভয়ানক!

তথা,—

অসহ্য হইল এবে কল্পনায় মম,
যাহার যাতনা; তার কি যে ভয়ানক?
তেজাপেক্ষা অতি তীক্ষ্ণ প্রকৃত অনল,
কেমনে হইবে সহ্য সে যন্ত্রণাতার?

বয়স্য! তপতী নিশ্চয় জীবিতা আছে কেননা পুরু-বংশীয়দিগের কখন অকালমৃত্যু হইতে পারে না।

আরো,—

অপ্রাপ্য বিষয় কভু নিঃসন্দেহ আশা,
নিশ্চয় পারেনা হ'তে তাহাতে যখন।
নিঃসন্দেহ আশামনে আছে বদ্ধ মূল,
অবশ্য জীবিতা ভবে রৈয়েছে তপতী॥

অপিচ,—

প্রাপ্য বিষয়ই থাকে যেই আশার সন্দেহ,
অপ্রাপ্য বিষয় সেই নাহি হয় নিঃসন্দেহ॥

অতএব নিশ্চয় তপোতী জীবিতা আছেন। কিন্তু সখে,—
কাটিয়া লইয়া কোন জীবিত লতাকে রাখে যদি তারে,
সূর্য্যরশ্মিহীন কোন শীতল ছায়ায়, তাহ'লে যেমন,—
শীঘ্রই মলিন হৈয়ে যায় না মরিয়া; কিন্তু সূর্য্য তেজ
অঙ্গে যখন যে দিন লাগে, শুষ্ক হৈয়ে মরে সে অমনি॥
বয়স্য!
সুকোমল ব্রততীতপতী মম, আমিও কি তারে, হায়!
রেখে যাব অযানিত এ চির বিরহ শীতল ছায়ায়,—

করি উন্মূলিত ? কিন্তু চির বিরহ ভাস্কর খরোত্তাপ;—
জ্ঞান অঙ্গে যবে পরশিবে বল তবে কে রক্ষিবে তায় ?

বিদু। আপনি এ ভাবে থাকিলে সকলই রক্ষা করিবেন !

রাজা। সখে ! এই যে আমাকে শক্তিহীন দেখিতেছ, যখন তপতীর মঙ্গল সংবাদ পাইব তখনই,—

অবরুদ্ধ গৃহদ্বার উগ্‌ঘাটিত হ'লে,
প্রবেশি আলোক যথা গৃহ পূর্ণ হয়।
সংবাদে পূর্ণ শকতি, দর্শনে বিহ্বল,
স্পর্শমাত্র আমি পুনঃ হব পূর্ব্বমত॥

সখে ! বল এখন কি উপায় মন শান্ত করিব ?

বিদু। এস্থান হইতে চলুন। এস্থান হইতে গমণ করত অন্যান্য কার্য্যে লিপ্ত হইয়া অন্যমনা হইলেই এ চিন্তার লাঘব হইবে।

রাজা। সখে ! আমি এক মুহুর্ত্তের জন্যও তপতীকে ভুলিয়া অন্যমনা হইতে পারিতেছি না।

তথা,—

ঐ ঐ যেন মম মনময়ী দাঁড়ায়ে সম্মুখে,
কিন্তু চেষ্টায় না হয় লগ্ন নয়নে নয়ন।
করি প্রস্ন, নিরুত্তর কেন ? অর্থ কি ইহার,
প্রিয়ে, কবে না এজন্মে কথা আর সঙ্গে মম ?

বিদু। আপনার বিরহে এখন কল্পিত মুর্ত্তি প্রকৃত হইবে নাকি ?

রাজা। বয়স্য !

যে অঙ্গ সঙ্গেতে মম এ কঠিন অঙ্গ,
শিহরিত স্পর্শ সুখে হইত বিহ্বল।

কল্পনায় এবে যেন আধ আধ স্পর্শ,
আধ শিহরিত অঙ্গ আধই বিহ্বল।

হায়! প্রিয়ে! এ সময় এইরূপ ছলনা করত আরো যন্ত্রণা বৃদ্ধি করা কি তোমার কর্ত্তব্য?

তথা,—

চাহে হৃদি বিদারিতে বেদনা বিষমে,
পারিনা সহিতে এবে দুঃখ দুর্নিবার।
কবে হায়! পাব আমি কবে তপতীকে,
কতবা সহিব সখে এ যাতনা আর!

বিদু। (স্বগত) কি উপদ্রবেই পড়িয়াছি, ইহার দুঃখ দেখে দুঃখও হয়! ইহাকে আবার সকলে সর্ব্বগুণ সম্পন্ন ইন্দ্রিয় বিজয়ীবলে! যা হক্ একটা কিছু বলি। (প্রকাশ্যে) এখানে বসিয়া এরূপ বিলাপ করিলেত আর তাহাকে পাইবেন না। সুস্থ হউন আবার জগৎময় দূত প্রেরণ করুন, এবং বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিতে বলিয়া দিউন, তাহা হইলে অবশ্যই তাহাকে পাওয়া যাইবে।

রাজা। বয়স্য। তবে তাহাই কর, তুমি এখনই যেয়ে মন্ত্রীকে তোমার কথানুরূপ আমার আদেশ জানাও এবং শীঘ্র দূত প্রেরণ করিতে বল।

বিদু। যেআজ্ঞা, আমি এখনই যাইতেছি।

নিষ্ক্রান্ত।

রাজা। মাধুর্য্যে! দুর্ব্বহ বিরহ ভার বহন করা বড় কষ্টজনক!

মাধু। পৌরব! আপনি আর কখন বিরহে পতিত

হন্ নাই সুতরাং এত অনুভব করিতেছেন, কিন্তু এরূপ অধীর হওয়া আপনার উপযুক্ত নহে।

প্রবেশানন্তর।

দৌবা। নরনাথ! মহর্ষি উদ্দালক আসিয়াছেন, এবং আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

রাজা। তুমি একটু বিলম্ব করিতে বল যেয়ে আমি এখনই যাইতেছি।

দৌবা। আজ্ঞানুবর্ত্তী।

প্রস্থান।

রাজা। মাধুর্য্যে পানীয় দেও।

মাধু। পানীয় প্রদান।

রাজা। (পানানন্তর) লাবণ্যে তোমরা এখন অন্তঃপুরে গমন কর, আমি শীঘ্র শীঘ্রই মহর্ষির নিকট যাই, কেননা ঋষিদিগের জিহ্বাগ্রেই অভিসম্পাতের বাস।

নিষ্ক্রান্ত।

মাধু। লাবণ্যে! চল।

নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।

ইতি শ্রীবেণীলাল কৃতৌ তপতীনাটকে বিরহ বর্ণনো নাম অষ্টমোঽঙ্কঃ।



নবমোঽঙ্ক।

বিচারালয়।

মন্ত্রী। ঋষিপুঙ্গব! আমাদের সৈন্যগণ অনতিদূরস্থ প্রদেশ সমূহই অন্বেষণ করিয়াছে; রাজ্ঞী যে এতদূরে যাইতে সক্ষম হইবেন তাহা অভাবনীয়।

প্রবেশানন্তর।

রাজা। (পদবন্দনা করত) অদ্য আপনার পদার্পণে রাজধানি পবিত্র হইল।

উদ্দা। আয়ুষ্মন্! আশীর্ব্বাদ জন্য আপনার কিছুই আপেক্ষিক নহে "তথাপি দীর্ঘজীবি ও চিরসুখী হউন।

রাজা। মহর্ষে! আপনাদের আশীর্ব্বাদই আমাদের মঙ্গলের নিদান, এখন আপনার কি আজ্ঞা পালন করিতে হইবে অনুমতি করুন!

উদ্দা। ভারত! আমার কোন প্রয়োজন নাই, আপনার কার্য্যেই আসিয়াছি। পাঞ্চালরাজ হস্তিনাপুরে প্রবেশাবধি রাজ্ঞী তপতী আমার আশ্রমে আছেন এবং সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তী লক্ষণাক্রান্ত এক কুমার প্রসব করিয়াছেন। আপনাকে এই সংবাদ দিতে আসিয়াছি, আপনি শীঘ্রই তাহাদিগকে আনয়ন করুন।

রাজা। দেব! অনুগৃহিত হইলাম, আমি এখনই স্বয়ং তথায় যাইতেছি।

উদ্দা। পৌরব! তবে আমি এখন প্রস্থান করিতে পারি?

রাজা। ঋষিশ্রেষ্ঠ! আপনার অভিরুচি, প্রয়োজন হইলে স্মরণ করিবেন।

উদ্দা। অবশ্য, আপনারাই আমাদের চিররক্ষণ।

প্রস্থান।

রাজা। দৌবারিক! শীঘ্র সারথি ও সেনাপতিদিগকে সজ্জিত হইতে বলিয়া আইস।

দৌবা। যে আজ্ঞা।

নিষ্ক্রান্ত।

রাজা। (স্বগত) আমার সন্দেহ অনুযায়ী ফলই লাভ হইল, কিন্তু তপতী এতদূরে গেল কি রূপে? যাহা হউক কোন ঘটনা ক্রমেই যেয়ে প'ড়েছে; ভাল বিদুষককেত পুনর্ব্বার দূত পাঠাইতে বলিয়াছিলাম, দূতগণ কি গেল না কি? (প্রকাশ্যে) মন্ত্রী! বিদুষক কোথায়?

মন্ত্রী। পৌরব! এই কিঞ্চিৎকাল হইল সে আসিয়াছিল এবং রাজ্ঞীকে পুনরান্বেষণ জন্য দূত প্রেরণের আদেশ জানাইয়া কোথায় চলিয়া গেল, কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই মহর্ষির নিকট সংবাদ পাওয়াতে আর দূত পাঠান হয় নাই।

রাজা। ভালই হইয়াছে।

প্রবেশানন্তর।

দৌবা। ভারত শ্রেষ্ঠ! সকলে সজ্জিত।

রাজা। (চলিতে চলিতে) মন্ত্রী তোমরা সকলেই আমার আসাপর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে।

মন্ত্রী। আদেশানুযায়ী।

রথারোহণানন্তর।

রাজা। সূত অতিদ্রুত রথ চালাও।

স্থত। অবিলম্বেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতেছি।

রথ চালাইল।

রাজা। (স্বগত) সহসা আমার মনের এরূপ অভূত-পূর্ব্ব ভাব হইল কেন?

তথা,—

কর্ণ মম রহিয়াছে অনাবৃত তবু কেন শুনিয়াও,
বহুবিধ শব্দ নাহি বুঝি কর্কশতা মধুরতা তার!
উন্মিলিত আঁখিদ্বয় দেখি সব কিন্তু নাহি চিনি কিছু,
আছে জ্ঞান মম জ্ঞান সত্ত্বে জ্ঞানহীন একেমন ভাব!
ওঃ তপতি তোমার অনন্ত মহিমা!

তথা,—

উন্মত্ততা নামে তুমি নয়নান্তরালে,
প্রকৃতিস্থ কর পুনঃলোচন গোচরে।
অজ্ঞানতা রূপধর প্রেমের ছলনে,
জ্ঞানদা তুমিই পুনঃ সত্য প্রেমদানে!
পুরুষ প্রকৃতি গত প্রাণী প্রেম বসে,
জীবন মরণদ্বয় প্রকৃতি পুরুষে।

সূত। নরাধিপ! এই সাম্রাজ্য অতিক্রম করিলাম।

রাজা। সূত! মহর্ষি উদ্দালকের আশ্রম কোথায়?

সূত। সরস্বতী ও যমুনার মধ্যস্থিত হিমালয়ের পাদ দেশে।

রাজা। এখন কোন স্থানে আসিয়াছ?

সূত। ভারত! এই স্থান কুরুজাঙ্গল নামে বিখ্যাত। দেখুন ভৃঙ্গের কি চতুরতা।

তথা,—

অবনীতে যথা যত ধূর্ত্ত স্বার্থপর,
তোষামোদে নম্রতাতে সৌহার্দ্দে ভক্তিতে,
সাধুবাদে তুষি ক্রমে বিশ্বাসী হইয়া,
নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করে প্রভু সর্ব্বনাশ।
অতি নম্রভাবে তথা চতুর মধুপ,
তুষি অতি মধুস্বরে কৃতাঞ্জলিপুটে,
পুষ্পোপরি পড়ি ক্রমে স্বার্থসিদ্ধি করে,
মধুচক্র লুটি তীক্ষ্ণহুল বিদ্ধ করি॥

রাজা। সূত! এদিগে কি যমুনা সরস্বতীর সহিত মিলিতা হয় নাই?

সূত। পৌরব! মহর্ষি উদ্দালকের পুণ্যাশ্রমের উত্তর প্রান্ত দিয়া, সখী যেরূপ বাহুপ্রসারিয়া অদূরবর্ত্তী সখীর হস্ত ধারণ করে যমুনাও সেইরূপ বাহু বিস্তার করত সরস্বতীকে ধরিয়াছে।

রাজা। সূত! আর কত অবশিষ্ট আছে?

সূত। অল্পই। পৌরব! দেখুন।

তথা,—

যথা যুবতী ললনা প্রাতে বক্র ও বিশুষ্ক মুখে,
বিষাদে বিলাস লীলাগৃহে ত্যজি প্রাণপতি সঙ্গ।
প্রবেশয়ে পিতৃ গৃহে; পতিপাশে বিশালহৃদয়া,
যমুনা তেমতি গত হিমালয় শুষ্ক বক্রমুখে।

ভারত! ঐ দেখুন তপোবনের কি মনোরম দৃশ্য।

তথা,—পরিপূর্ণ পুষ্পরাজী অনুচ্চ পাদপশিরে,
চুম্বিত মধুপকুলে দিব্যঘন সন্নিবেশে।
সুন্দরী রমণী শিরে কমল আননোপরি,
মস্তকালঙ্কার চারু চিকুর চুম্বিত যথা।

অপিচ,—

ব্যাধ ভীত মৃগগণ খেলিছে নির্ভয়,
শান্তি নিকেতন এই তপোবন বৃক্ষে।
শান্তি সুধাপূর্ণ পুত মধুর সঙ্গিতে,
শান্তিদেবী আরাধনে রত পাখীগণ।

অপিচ,—

ভুলিও সঙ্গীতে যেন মূর্ত্তিমতী হয়ে,
এ পবিত্র পুণ্যাশ্রমে আসি শান্তিদেবী।
চির অধিষ্ঠাত্রি রূপে তপোবনময়,
সর্ব্বদা বিরাজমানা সরস অন্তরা।

রাজা। সূত! সৈন্যমণ্ডলিকে তপোবন বহির্ভাগে থাকিতে বল।

সূত। বলিতেছি। (উচ্চৈস্বরে) ওহে সৈন্যগণ তপোবনে প্রবেশ করিও না বহির্ভাগে বিশ্রাম কর।

সৈন্যগণ। জয় মহারাজের জয়। অবস্থিত।

অবতরণানন্তর।

রাজা। সূত আমি তপোবনে প্রবেশ করত অবিলম্বেই তপতী সহ প্রত্যাগমন করিতেছি। নিষ্ক্রান্ত।

পরিবর্ত্তিত পটে তপোবনে।

সুপ্রি। সখি ঐ রাজা এসেছেন,বল দেখি এখন তোমার মন কেমন করে?

তপ। যেমন করিবার তেমনই।

সুপ্রি। চল না সখি আমরা একটু অগ্রসর হই ?

তপ। এখন আর প্রয়োজন কি ?

প্রবেশানন্তর।

রাজা। (আত্মগত) ওইত !

তথা,—

বিমুক্ত কুন্তলজাল সর্ব্বাঙ্গে বিস্তৃত,
সুধাংশু সুঅঙ্গে যথা কলঙ্ক বিস্তারে।
লোলোনেত্রে কি শুষুমা তপস্বিনী বেশে,
আবির্ভূতা মূর্ত্তিমতী তপস্যাই যেন।

(অগ্রসর হইয়া হস্ত ধারণ করত) প্রিয়ে ! এ বেশ কি আমায় লভিতে ?

তথা,—

একি সাজে প্রাণসখি সাজায়েছ কায়,
যোগিনী যোগী মন হারিণী হেনরূপে।
আহা সে পার্ব্বতী যথা ভব সুশ্রুসায়,
ধরিলা যোগিনীবেশ যোগেন্দ্রে লভিতে ?

প্রিয়ে !

তথা —

আসিতে আমার হেথা গত যতক্ষণ,
আগমনে ততক্ষণ অপরের হেথা।
যাইতে বিলম্ব যত এই অদর্শন,
সহিল না বলি আমি এসেছি আপনি।

অতএব একবার হাস্য মুখে অধীনকে চরিতার্থ কর।

তপ। (অধোমুখে) তাইত এত দিন মনেছিল না !

রাজা। প্রিয়ে! আমার মন কি তোমায় ছাড়িয়া থাকিতে পারে?

তথা,—

তবাধিন তব প্রেমপতি আমি প্রিয়ে তোমার প্রসাদে,
নহি ক্ষীত্যাধীন ক্ষীতিপতি মাত্র কুলরীতি অনুরোধে।
লুপ্ত হ'লে মম মমত্ব যে জ্ঞান হয় তব অন্তর্ধ্যান,
বর্ত্তমানে মম মমত্ব সুতরাং মোতে বর্ত্তমানা তুমি।

(পদ ধারণ করত) সুমুখি! আর অধোমুখে অধমকে দুঃখিত করিও না?

তপ। (হস্তদ্বয় ধরিয়া উত্তোলন করত) পৌরব! ঘটনাক্রমেই সমস্ত ঘটনা ঘটিয়া থাকে, সুতরাং আমাকে আর অপরাধিনী করিবেন না।

রাজা। ললনাগণ কোন রূপেই অপরাধিনী নহে, আমরাই চির অপরাধী।

তপ। (সুরজার ক্রোড় হইতে পুত্র গ্রহণানন্তর) পৌরব! এই আপনার পুত্র গ্রহণ করুন।

রাজা। (পুত্র গ্রহণানন্তর পুত্রশিরচুম্বন করত সদৃষ্টিক্ষেপে)—

সর্ব্ব কর্ম্মে সুসঙ্গিনী তুমি প্রিয়ম্বদে,
লভিনু অপার সুখ এবে পুত্রস্পর্শে।
হইতে বংশের ঋণ করিলে বিমুক্ত,
বাঁধিলে স্বর্গের সেতু সুতনয় দানে॥

শোভনে! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, চল এখন রথারোহণ করত মলিনা রাজধানি তোমা হেন রত্নপ্রভায় সমুজ্জ্বল করি।

তপ। পৌরব! আমার ইচ্ছা হইতেছে, এই শান্তিপূর্ণ মনোহর তপোবনে আপনার সহিত কিছু দিন বাস করি।

রাজা। সরলে! এখন কি তা সম্ভব? অগ্রে তোমার পুত্র উপযুক্ত হউক পরে পুত্রহস্তে ধরাভারার্পণ করত আমরা উভয়ে অবাধে যথায় যে রূপে ইচ্ছা বাস করিব।

সুর। উভয় কেন, তবে কি কয়দিন বই আমরা পরিত্যাজ্য?

রাজা। সুরজে! এও কি মনে করিতে হয়, আমরা কি তোমাদের ছাড়িয়া থাকিতে পারি?

তপ। সখি! ওকথায় দোষ হয় নাই, কেননা যেখানে নলিনী সেখানেই সুগন্ধ, সুতরাং যেখানে আমরা সেখানে তোমরা আছই, অতএব আর বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন কি?

সুপ্রি। সুরজে! দেখিলে সখীও আমাদের বিপক্ষ, নাই বা হবে কেন, যেখানে কোকিল সেখানেই মধুস্বর।

সুর। তাইত! সখি তপতী এখন বুঝেছি আগে বুঝিলে কি আর বলিতাম!

রাজা। যাউক, সুরজে এখন চল। (সকলে চলিল)

তপ। রাজার ক্রোড় হইতে পুত্র গ্রহণ করত বারম্বার মুখচুম্বন করিতে লাগিল।

সুর। সখি! যদি তুমি রাজধানিতে পুত্র প্রসব করিতে তবে কত আমোদ হইত, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশত দুঃখি-নীর ন্যায় তপোবনে প্রসব করিলে।

রাজা। সুরজে! ইহা আমাদের রীতি আছে, সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তী ভরতও তপোবন প্রসূত।

সুপ্রি। আপনার পুত্রও সার্ব্বভৌমচক্রবর্ত্তী লক্ষণাক্রান্ত।

সকলের সহিত রথারোহণানন্তর।

রাজা। সূত! শীঘ্রগতি রথ চালাও।

সূত। যে আজ্ঞা। (রথ চালাইল)

রাজা। প্রিয়ে দেখ কি কৌতুক; ধরারূপিণী শ্বাশুড়ী সংহতি উপবিষ্টা নবীনা নিশা, পতি চন্দ্রকে দূরে আসিতে দেখিয়া তমোরূপ ঘোমটায় বদন আবৃত করিল, ধরাও অমনি চন্দ্রকে সুখী করিবার নিমিত্ত তিমিররূপ আস্তরণ পটান্তরালে অদৃশ্যা হইলেন। ঐ দেখ নিশা মানিনীর ন্যায় অমূলক মানছলে রহস্য করিবার জন্য আবৃতবদনা রহিল। দেখ দেখ সুরসিক শশাঙ্ক দৃষ্টিমাত্রই চতুরতা বুঝিতে পারিয়া ধীরে ধীরে কৌমুদী করে ঘোমটা উত্তোলন করত মানভঙ্গ করিতে ঠাট্টাছলে হাসিলেন, নিশা এক দিনের বিরহিনী নাথের দর্শনে আহ্লাদে অধরপর্য্যন্ত পরিপ্লুত, তাহাতে রসিক পতির রসিকতা মিশ্রিত মধুর হাসির রস প্রবেশ করিতে গেল, কিন্তু স্থানাভাবে প্রমোদিনী তাহা ধারণ করিতে না পারিয়া, আহ্লাদপরিত্যাগছলে যেমন হাসিয়া ফেলিল, বৃথা মান ভঙ্গ হইল, দুজনে অমনি কেমন মিলিয়া গেল।

তপ। মিলন সকলেরই প্রিয়।

রাজা। তোমার ও কি?

তপ। আমি কি আমার বলিয়াছি?

রাজা। বলিবে কেন? অপ্রকাশ রাখাই জাতীয় ধর্ম্ম।

সূত। ভারত! আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী কাননোপরি একবার দৃষ্টিপাত করুন।

তথা,—খচিত আলোকরত্ন অসিত বসনা,
ভূষিতাবনসুন্দরী কুসুমাভরণে।

মন্দানিল কম্পা নবপল্লব ত্রিবলী,
লতাহস্তে বনস্পতি আলিঙ্গি শিহরে।

অপিচ।

ভ্রমরী গুঞ্জনে তুষি পতিকে পুলকে,
গাইছে কোকিল কণ্ঠে মধুর পঞ্চমে।
মোহিনী সঙ্গীতে মুগ্ধ স্তব্ধ বনস্পতি,
থেকে থেকে কভুমাত্র শিহরে আবেশে॥

রাজা। প্রিয়ে পশ্চাতে ফিরিয়া দেখ, হিমালয়ের প্রধানতম শৃঙ্গ গৌরিশঙ্কর শিরভাগে মেঘজালরূপ জটাজালে কটিদেশে তুষাররূপ ব্যাঘ্রচর্ম্মাবরণে এবং কণ্ঠদেশ পর্ব্বতের স্বাভাবিক নীলিমায় নীলবর্ণ ধারণ করাতে যেন শঙ্করের ন্যায় শোভা পাইতেছে। আর বামপার্শ্বস্থ ধবলগিরি গৌরীশঙ্করানুরূপ সুন্দর ভূষণে ভূষিত থাকায় একত্রে যেন হরপার্ব্বতী ভ্রান্তি জন্মাইতেছে।

সুর। পৌরব! এ ভ্রান্তি নহে, গৌরিশঙ্কর কিম্বা ধবলগিরি নহে। স্বয়ং হর ও পার্ব্বতীই এই রথমাঝে নিজ নিজ অনুরূপ দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, অত্যন্ত দর্শন কৌতুহল নিবারণ জন্য সর্ব্ব উচ্চ স্থানে আবির্ভূত হইয়াছেন, কেননা তাহা হইলে রথ শীঘ্র অদৃশ্য হইবে না।

রাজা। হাসিয়া! সুরজে! তুমি প্রিয়ম্বদা ব'লেই।

সুপ্রি। পৌরব দেখুন দেখি এখন আমরা কোথায়?

রাজা। সুপ্রিয়ে।

অনন্ত রত্ন জননী জলনিধী হ'তে,
বাসুকি মন্থন রজ্জু মন্দার সুদণ্ডে,

মথি প্রাপ্ত লক্ষ্মীকান্ত কমলাকে যথা।
অনন্ত প্রাণী বসতি এ অরণ্য হ'তে,
তপস্যা মন্থন দণ্ডে তোমরা স্বরজ্জু,
মথি আমি প্রাপ্তোত্তমা তপতীকে তথা ॥

তপ। অধমুখে পুত্র মুখ চুম্বন করিলেন।

রাজা। (হাসিতে হাসিতে) প্রিয়ে! ঐ দেখ তোমার জেষ্ঠা যমুনা অভিসারবৃত্তি অবলম্বন করত পতিলাভ আহ্লাদে যেন ক্রমশঃ প্রসস্ত হৃদয়া হইয়া, সখী অবস্থিত নির্দ্দিষ্ট স্থানাভিমুখে কত দ্রুতবেগে গমন করিতেছে।

তপ। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দুহিতা অধিনী দিগের ইহাই চিররীতি।

সুত। পৌরব! দেখুন এই স্থানে যমুনার কি মনোহারিণী দৃশ্য।

তথা,—

চন্দ্রাবলম্বিনী নিশা জোয়ার আগত,
পূর্ণ অবয়বে স্ফীত চারু বক্ষস্থল।
নিতম্ব আবৃতা দিব্য সলিল বসনা,
বায়ুহীন হেতু যেন নিদ্রিতা গভীরা।

আবার আকাশের প্রতিবিম্ব ধারণ করত আরো সুন্দরী হইয়াছে।

তথা,—

নক্ষত্র রচিত হারে মধ্য মণিরূপে,
নির্ম্মল যামিনী নাথ শোভিত সুন্দর
সুনীল আকাশ ছটা সলিল বসনে।
পতনে দৃষ্টব্যা চারু সুনীলবসনা

অপিচ,—

তরুপ্রতিবিম্বে পৃষ্ঠে সুবিস্তৃতকেশে,
শ্বেত অঙ্গে নীল বস্ত্রে কতই শোভিত।
সুনীল বিমল অম্বর অম্বরে যেন,
কলঙ্ক কুন্তলা শশী ভূষণা কৌমুদী॥

রাজা। সূত! রাজধানি আর কত দূর হইবে?

সূত। ভারত! এই হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলাম। ঐ চন্দ্রালোকে রাজধানির প্রাসাদনিচয় দেখা যাইতেছে।

তপ। পৌরব! রাজপথ আর কখনত এরূপ দেখি নাই?

রাজা। ওই শুভে! তোমার আগমনই ইহার কারণ।

তথা,—

তব শুভ আগমনে দেখ শুভময়ী,
সুপ্রসস্ত রাজপথ বেষ্টিত নগরী।
পূর্ণ কুম্ভ করি কোলে সুন্দরী কদলী,
কুসুমমালায় সাজি কত মনোহারি॥

আরো দেখ আকাশোজ্জলা নক্ষত্রমালারন্যায় নগরের নাগরিকালয় উজ্জলা দীপমালা কি মনোহারিণী।

তথা,—

সংযুক্ত মধুর রশ্মি অতীক্ষ্ণ সুতেজে,
হৃদয় অবনী মাঝে প্রবেশি আমার।
সহস্র হিমাংশুঅংশু স্বরূপিণী তুমি,
স্নিগ্ধালোকে করিয়াছ ততোধিকোজ্জল॥

সূত। (রথ গতিরোধ করত) রাজেন্দ্র! ঐ রাজপুর দ্বারে মন্ত্রী, অমাত্যবর্গ, সেনাপতিবৃন্দ, ও চতুর্দ্দিকে নাগরিকগণ আপনার প্রতীক্ষা করিতেছে, পুরঃ প্রবেশ করুন।

রাজা। প্রিয়ে চল! (এই বলিয়া সভাগৃহে প্রবেশ করত বিচারাসনে বসিলেন, সখীদ্বয় দুইপার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইল)।

প্রবিষ্ট বন্দীদ্বয়।

১ম। ওহে তবে যাও!

২য়। আরম্ভ কর।

একত্রে। জয় মহারাজ সম্বরণের জয়।

তথা,—

এপর্য্যন্ত অর্দ্ধশূন্য ছিল সিংহাসন,
সমগ্র মেদিনী এবে পুনঃ শৃঙ্খলিত।
পূর্ণহল শুভক্ষণে অদ্য ধরাসন,
সম্পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গ হৈল রাজা রাজত্বের॥
নব অংশুমালী সহ পূর্ণ সুধাকর,
একত্রে মিলিত যথা ব্যোম সিংহাসনে।
প্রভাত তপনোপম অতুল আত্মজ,
বেষ্টিত নরনক্ষত্র নৃপ রাজ্ঞী তথা॥
চন্দ্র সূর্য্য সখী যথা উষা ও গোধুলী,
সখীদ্বয় দুই পার্শ্বে শোভায় উজলী।
সার্থক নয়ন আজ দেখিল এমন,
ধরায় জায়ার ন্যায় করুন যতন॥

রাজা। মন্ত্রী! এখনই রাজকোষ মুক্তকরত সকলকেই আশাতিরিক্ত ধন প্রদান করিবে। আমি অন্তঃপুরে চলিলাম।

(চলিল।)

সহসা স্বর্গীয় বাদন, সঙ্গীত ও সুসৌরভে রাজধানি পূর্ণ হইল।

আকাশে।

পুরুহ'তে পৌরবাখ্যা জন্মি যথা তার বংশধরে,
রহিয়াছে এপর্য্যন্ত সুবিখ্যাত এতিন ভুবনে।
সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তী এই কুরুজাত কৌরবাখ্যা,
কুরু বংশ; ত্রিলোক বিধ্বংসাবধি বিখ্যাত রহিবে॥

নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।

ইতি শ্রীবেণীলাল ব্রতৌ তপতীনাটকে বিচ্ছেদাবসানো
নাম নবমোঽঙ্ক।

সমাপ্ত।

কলিকাতা

অপর চিৎপুররোড শোভাবাজার ২৮৫ নং বিদ্যারত্ন যন্ত্র।